পট ও পুতুল

রজত সেন

টি. এস. বি. প্রকাশন
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
ক লি কা তা—১২

উৎসর্গ

শ্রীমতী অণিমা সেন

লেকের এ-পারে গাছের ছায়ায় সুকান্ত চৌধুরী আর রমলা বিশ্বাস, ও-পারে সূর্যাস্তের শেষ আভায় রাঙা আকাশ।

চৈত্রের সন্ধ্যা। গাছের পাতায় মৃদু মর্মর, বাতাসে ঘর-পালানো মন্ত্রণা। আরও যখন একটু আলো ছিল, পাঞ্জাবী আর শাড়ির ব্যবধান ছিল একটু বিস্তৃত; যতই কমছে আলো, ততই নিবিড় হয়ে আসছে শাড়ি-পাঞ্জাবীর মিতালী। আরও অন্ধকার, কাঁধের সঙ্গে কাঁধের সংস্পর্শে যে-উত্তাপ তৈরী হল, সে-উত্তাপে মোমের মত গলতে থাকবে রমলার সমস্ত শরীর, সমস্ত হৃদয়।

আর—শেষ পর্যন্ত যখন আকাশের শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেল, যখন লেকের জলে নামল অন্ধকারের ছায়া, আর তারাগুলি কাঁপতে লাগল ভীরু মেয়ের চোখের মত, পাখির শেষ কাকলী যখন স্তব্ধ হয়ে গেল গাছের মাথায়, আর যখন সুকান্ত চৌধুরী নিশ্বাসের মৃদু ঝড় উঠিয়ে রমলা বিশ্বাসকে মৃদু আকর্ষণ করল, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্রী মনোহরপুকুরের অশ্বিনী বিশ্বাসের মেয়ে রমলা বিশ্বাস সুকান্ত চৌধুরীর বুকের কাছে এগিয়ে এল।

আরও অন্ধকার, আরও হাওয়া, আরও পাতার মর্মর।

'আর কত দিন?' রমলা বিশ্বাস গুমরে উঠল।

'আর কয়েকটা মাস—যতদিন না তোমার পরীক্ষাটা নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে যাচ্ছে, যতদিন না আমার চাকরিটা পাকা হচ্ছে। যদি তিন বছর অপেক্ষা করে থাকতে পার—আর কয়েকটা মাস অপেক্ষা করতে পারবে না?' এক মুহূর্ত ভেবে যোগ করে দিল, 'আমার কি কম কষ্ট? কম বেদনা? কিন্তু দুঃখের সমুদ্র ত আমরা পার হয়ে এসেছি।'

ঝিলকের জলে বুড়ি মাছ ঘাঁই মারল, জলের ধাক্কায় একশ হীরে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রমলা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে মুখটা এগিয়ে দিল, চোখ বন্ধ করল, সুকান্ত রমলাকে বুকের মধ্যে গুছিয়ে ধরল, রমলার একখানি হাত শিথিল হয়ে ঝুলে রইল সুকান্তের পিঠে।

ইতিমধ্যে গ্যাস-বাতির অস্পষ্ট আলোয় সুকান্ত লুকিয়ে হাত-ঘড়িটা দেখে নিল। সাড়ে আটটায় পৌঁছুতে হবে তার, এক সেকেণ্ড দেরী হলে চলবে না, অতএব সে জানে, সাতটা থেকে তাগিদ শুরু করলে তবে আটটায় ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হবে। 'উঠবে নাকি এখন? তোমার ত পড়তে বসবার সময় হল। পরে আবার সময় নষ্ট হলে ভেবে আফশোস করবে।'

'আর একটু বোস, তোমার কি তাড়া আছে কোথাও যাবার?' রমলা আরও আঁকড়ে ধরছিল তাকে, কয়েকটি ছেলে এগিয়ে এল গল্প করতে করতে, সামলে নিল সে, একটু সরে বসল মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে।

ছেলের দল চলে গেল তর্ক করতে করতে। রমলা আবার সরে বসল সুকান্তর গায়ের কাছে, আবার একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে।

সুকান্ত আর বেশি সময় দিতে পারল না; সাড়ে আটটায় অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট, ঘণ্টা খানেক নিশ্চয়; সাড়ে দশটায় পেট-মোটা ঝুনঝুনওয়ালা আসছে ঘুষের টাকা নিয়ে; তার আগেই বাড়ি পৌঁছাতে হবে তাকে; কাস্টমস-এর ক্লাস টু অফিসার সুকান্ত চৌধুরী একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু উঠতে পারল না সে। চুড়ির টুংটাং, শাড়ির অস্পষ্ট খসখস, ভারি নিশ্বাস, এটুকু না হলে তাদের মিলন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, মুখ ভার করে থাকবে রমলা, ঠোঁট কামড়াবে, আর—বিদায়ের মুহূর্তে সেই মধুর হাসি থেকে বঞ্চিত হবে সুকান্ত।

ঠিক আটটার সময় উঠল ওরা ; জামা আর শাড়ি ঠিক করে নিল রমলা, হাত-ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে চুলটা আঁচড়ে নিয়ে সুকান্তর হাত ধরল।

ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশনে আলোর দ্যুতিটা বেশি, হাত ছাড়িয়ে নিল রমলা।

'আমি আর এলাম না তোমার সংগে,' বলল সুকান্ত, 'চল, রাস্তাটা পার করে দিই, চাপা পড়লে ঐ লেকের জলেই ত আমায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে!'

সাদা, শক্ত দাঁতের সারি আলোয় চকচক করে উঠল, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সেরা সুন্দরী, সুঠাম রমলা বিশ্বাস স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠল। অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে রইল সুকান্ত চৌধুরী—যতক্ষণ না সুমধ্যমা যুবতীর সুবৃত্ত দেহটি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে ; একটা বাস আসছে, সাড়ে আটটায় পৌঁছাতে হবে এসপ্লানাডে, আটটা দশ, দশটায় আসবে মাড়োয়াড়ী ব্যবসাদার—এক গোছা টাকা নিয়ে। ঘুষের টাকার চাইতে এমন মনোরম আর কিছুই নেই।

বাসে উঠে পড়ল সুকান্ত, ট্যাক্সীর জন্য অপেক্ষা করলে দেরি হয়ে যেতে পারে ; দীর্ঘ-দেহ, বলিষ্ঠ গড়ন, ঘন-চুল, ঘন-ভ্রূ, সৌম্য-দর্শন সুকান্ত চৌধুরী উনিশ বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ার দরুণ সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে তিনতলা বাড়ির মালিক ; বাইশ বছর বয়সে ফার্স্ট ক্লাস এম. এ., তেইশ বছরে কাস্টম্‌স্‌-এর অফিসার!

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট ; বাস পৌঁছাল এসপ্লানাড। আত্মবিশ্বাসে বুকটা আড়াই ইঞ্চি বেশি ফুলে উঠল। "গয়া" কোম্পানীর সুগন্ধ-মাখানো রুমালটা সে একবার মুখে বুলিয়ে নিল।

বোর্ন শেফার্ডের শো-কেসে ছবি দেখছিল মন্দা[illegible], সুকান্ত কাছে এসে দাঁড়াতে মুখ ফিরাল [illegible] সোনার হাত ঘড়িতে [illegible] দেখল, কাঁটায় কাঁটায় আটটা।

'এমন সময়-জ্ঞান কোনো বাঙালীর আমি দেখিনি।' দাঁতের ফাঁক দিয়ে, রক্তরাঙা ঠোঁটের পাহারা এড়িয়ে কাটছাঁট পোশাক পরা এক সারি কথা বেরিয়ে এল। স্ট্যাণ্ড ইজি নয়, রাইট লেফট। মখমলের জুতোর শব্দ, সিল্ক টিউনিকের অস্পষ্ট খসখস। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল কথার সৈনিকদল—চঞ্চল জনতাকে একটু চমকে দিয়ে, বোর্ন শেফার্ডের দেওয়ালে একটু সুড়সুড়ির আমেজ তুলে, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড থেকে চৌরঙ্গীর নীওন বাতির ছটা এড়িয়ে—দক্ষিণের বাতাসে।

'হ্যাঁ, এলাম, দেরি সহ্য করতে পারি না, কোথায় যাবে?'

'প্রিন্‌সেস।'

পাশাপাশি; বিংশ শতাব্দীর মননশীল যুবক যুবতী; সুকান্ত চৌধুরীর ডান পা, মন্দাকিনী দত্তর বাঁ পা, সুকান্ত চৌধুরীর বাঁ পা, মন্দাকিনী দত্তর ডান পা।

ক্যালিফর্নিয়ান পপী আর গয়ার হেদার, বাতাস পালাই পালাই করেও কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

প্রিন্‌সেস। সাদা আলখাল্লা, পাগড়ি আর সোনালী কোমরবন্দ, সেলাম। ডানদিকে আকাশ-যানের বিজ্ঞাপন, বাঁ দিকে কিউরিও; স্টে-হীন গাউন, ডিনার জ্যাকেট, পুরু কার্পেট, ছোট ছোট পাম গাছের কুঞ্জ, গোল টেবিল ঘিরে নানা দেশীয় আধুনিক যুবক যুবতী। প্ল্যাটফরমে অর্ধেক বুক-খোলা ফিরিংগী তরুণীর গান, নরম ব্যাণ্ড।

'এসো, বসা যাক।'

খালি টেবিলে বসল ওরা, উর্দি-আঁটা বেয়ারাকে এক পেগ করে জীন-এর নির্দেশ দিল সুকান্ত।

গান থামল। বো-আঁটা একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক নাচের ঘোষণা করে গেল। বুকের কাছে এক টুকরো, আর কোমরের কাছে আর এক টুকরো কাপড় আটকানো একটি অ্যাংলো মেয়ে নাচতে এল। প্ল্যাটফরমের সামনে আসনগুলি হুড়মুড় করে ভরতি হতে লাগল।

সুকান্ত যেখানে বসেছিল সেখানে থেকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না, মন্দাকিনীর চোখ এড়িয়ে দু'একবার গলা বাড়াবার চেষ্টা করল সে, বলল, 'আমরা আর ওখানে ভিড়ের মধ্যে যাব না।'

'নিশ্চয় না।' মন্দাকিনী সাপের চামড়ার হাত-ব্যাগ খুলে আয়না বের করল, টিউব থেকে আর এক শেড রং লাগালো ঠোঁটে, একটা আঙুল জিভে ঠেকিয়ে ভ্রূর কয়েকটি অসংযত কেশ শ্রেণীবদ্ধ করে দিল, ব্যাগ বন্ধ করল। চোখে ঘন কাজল, টান-করে-বাঁধা খোঁপা, নাইলনের নিচে হাতা-হীন ব্লাউজ, খোলা পিঠের গোলাপী চামড়ায় নরম, নীল আলোর কুহকী মায়া। সুকান্ত চৌধুরী অবশ বোধ করতে লাগল। মৃদু চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রাখল জ্যাকব উইলসন পাবলিসিটি লিমিটেডের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী মন্দাকিনী দত্ত, দুটো হাতের তালুর মধ্যে সুডোল চিবুক ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর ?'

নাচের সংগে মৃদু ব্যাণ্ড বাজছে। সুকান্ত তার গ্লাস শেষ করে বলল, 'আজ সময় নেই, না হলে—ভাবছিলাম তোমার সংগে যাব, অনেকদিন ঘন আড্ডা দেওয়া হয়নি।'

'সরি! অফিসের মিঃ স্পেনসারকে ন'টার সময় ডিনার খেতে বলেছি।'

প্রায় একটা কঠিন ধাক্কা খেল কাস্টম্‌স্‌-এর সুকান্ত চৌধুরী, স্নায়ু তার শিথিল হয়ে এল, বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্যতা।

'কোথায় ? তোমার ফ্লাটে, না হোটেলে ?'

'না, আমার ওখানেই,' মন্দাকিনী ঘাড় দুলিয়ে বলল: 'কি গম্ভীর হয়ে গেলে কেন ?'

'না গম্ভীর হইনি, তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু এ-কথা ত স্বীকার কর, মন্দা, মানুষেরই কোনো-না-কোনো সময়ে একটা দুর্বল মুহূর্ত আসতে পারে।'

'প্রায় দু'বছর ওর সংগে কাজ করছি, সে-পরীক্ষায় স্পেনসার

পার্শ করেছে, ও একটি খাঁটি শিক্ষিত ভদ্রলোক, অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করেছে, চাকরিতে ঢোকবার আগে বিলেতের আর্ট কলেজে কিছুদিন ছবি আঁকা শিখেছিল, আশ্চর্য হাত আর রঙের জ্ঞান; ভয়ে ভয়ে ও একদিন আমার ছবি আঁকবার প্রস্তাব করে; শুধু মাত্র চারটে সিটিংএ ও যে কি অপূর্ব ছবি এঁকেছে—তুমি, সুকান্ত দেখলে সত্যিই বিস্মিত হবে। কিন্তু এ-ছবি কোনো আর্ট একজিবিশনে দেওয়া যাবে না।' ছোট একটি নিশ্বাস ফেলল মন্দাকিনী।

'কেন ?' সুকান্তর বুকের মধ্যে টাইফুন, হৃদপিণ্ড তচনচ হয়ে যাচ্ছে!

'দেখতে পাবে তুমি, তোমায় দেখাব ছবি, তোমার কাছে আমার ত কিছু গোপন নেই। ছবিটা শেষ করে স্পেনসার বলে বসল, এসো, আমরা একদিন সেলিব্রেট করি, কি করে অস্বীকার করি, বল ? অভদ্রতা হত না কি ? ভয়ানক ইচ্ছে ছিল তোমাকেও বলি, কিন্তু আমাদের দু'জনার মধ্যে কেন বাইরের লোক ঢোকাব ? মানে তোমার-আমার মাঝখানে।

সন্দেহ গেল না সুকান্তর, ভাবল : কি গভীর সততা রমলার! কি গভীর ভালবাসা; নাঃ রমলার কাছেই ফিরে যাবে সে, রমলার কাছেই।

হাত তুলে চুল ঠিক করল মন্দাকিনী, বাহুর নিচে চকিতে তাকাল সুকান্ত, আবার সেই বাসনার ঝড়, সেই ঝড়ে আবার রমলার হারিয়ে যাওয়া! কি করবে সে ? মন্দাকিনীকে সে ছাড়তে পারবে না, ভুলতে পারবে না, জীবন থেকে বাদ দিতে পারবে না কোনো দিন; মন্দাকিনীকে আজও সে পায় নি, কেমন করে তাকে ত্যাগ করবে সে ?

'আর এক পেগ করে অর্ডার দাও, সু!'

তাই হল।

নাচের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, আর হাততালির শব্দ। কিন্তু কোথায় যে কি হচ্ছে—সেদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই তার, মন্দাকিনীর লম্বা আঙুলে কি গভীর আবেদন। ল্যাকার-পালিশ নখ, আর নাইলনের নিচে হালকা সবুজ জামা, তার নিচে কি গভীর রহস্য। কি অনন্ত রহস্য। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সুদর্শন, শ্বেতাঙ্গ স্পেনসার; নিতান্তই দুর্বল বোধ করতে লাগল সে, এ-দুর্বলতা লালসার নয়, ঈর্ষার; বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত পুড়তে লাগল তার; কেন এমন হয়? কেন এমন হবে? রমলা রয়েছে তার, সকাল বেলার শিশির-ধোয়া পরিচ্ছন্ন ফুলের মত রমলা বিশ্বাস, শেষ রাত্রির তারার মত শুদ্ধ আর পবিত্র। তবু—কেন পারে না মন্দাকিনীর কাছ থেকে দূরে থাকতে? কেন পারবে না মন্দাকিনীকে ভুলতে?

না' পারবে না, কোনো দিনও পারবে না; মন্দাকিনীর একটা হাত এতক্ষণ পবে সে তুলে নিল নিজের হাতে; জানে, কোমরে হাত দিলে সরিয়ে দেবে হাত, রেস্তোরাঁর পুরু পর্দা-খাটানো কামরায় মন্দাকিনী সাড়া দেয়নি, আশ্চর্য কৌশলে কখন সরে বসেছে নিজের জায়গায়; কফি খেতে খেতে একদিন জড়িয়ে ধরেছিল ওকে; কি? হল কি তোমার হঠাৎ? কফিতে ত' এমন কোনো উত্তেজনার জিনিস নেই! তা ছাড়া—এই কেবিনে এমন থার্ড ক্লাস ব্যাপারে তোমার রুচিতে বাধে না?'

হাত সরিয়ে এনেছিল সুকান্ত, এক লহমার জন্য বুকের কাছে মৃদু, কমল স্পর্শে নিতান্তই কাতর হয়ে উঠেছিল—'তা ছাড়া তোমায় পাচ্ছি কোথায়, বল? কোনো দিন ত' ভুল করেও আসতে বললে না তোমার ফ্ল্যাটে, আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না তুমি আমায় সত্যি ভালবাস কিনা!'

'টেক্ ইট্ ইজি!' মন্দাকিনী তার গায়ের কাছে সরে এসেছিল, মুখটা এনেছিল গালের কাছে, সুকান্তর গালে যেন একটা প্রজাপতি এক মুহূর্তের জন্য সুড়সুড়ি দিয়ে গেল!

'তুমি কি বাচ্চা ছেলেকে লজেন্স দিয়ে ভোলাচ্ছ মন্দা ? এখনও কি নাবালক আমি ? এখনও পুরুষত্ব অর্জন করিনি ?'

'সে পুরুষত্ব প্রমাণ করতে চাও আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে ? আমার সংগে শুয়ে ?'

এর উত্তর সুকান্ত দেয়নি, বা দিতে পারেনি।

আর আজ স্পেনসার তার ছবি আঁকছে। স্পেনসারের সংগে ডিনার খাবে তারই ঘরে।

'আমি আর একটা স্কচ্ খাব, খাবে তুমি ?'

'তোমার হল কি আজ ? মন্দাকিনী ঘড়ি দেখল, 'না, স্কচ্ আমার সহ্য হবে না।'

'হবে দেখনা অন্ততঃ আধা পেগ খেয়ে।' প্রায় মিনতির সুরে বলল সুকান্ত।

'না, আজ থাক।'

মানে মন্দাকিনী রাত্রির জন্য মাথাটি ঠিক রাখতে চায়।

পানীয়টা এক চুমুকে গিলে ফেলল সুকান্ত, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে আর এক পেগের অর্ডার দিল।

আর এক জোড়া আধুনিক তরুণ-তরুণী তাদের সামনের টেবিলেই বসল ; ঘন চুল, লম্বা সিল্কের কোট ; মেয়েটির খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়ানো, আর অনেকখানি অনাবৃত বুকের মাঝখানে যে-লকেটটি ঝুলছে—তার মাঝখানে বসানো পাথর থেকে নীল আলো ঝলসাচ্ছে।

মন্দাকিনী তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুকান্তও তাকাল সেদিকে।

মন্দাকিনী বলল, 'হীরে, না ?'

'তাই ত মনে হচ্ছে।'

'কত দাম হবে ?'

'কি জানি। অনেক নিশ্চয়!'

মন্দাকিনী মুখ ফিরাল, কাঁধ থেকে ফিতেটা জামার নীচে সরিয়ে দিয়ে একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে দিল। ভংগিটা সুকান্তর চোখ এড়ালো না, সাটিনের সায়ার নিচে একটা পায়ের উপর আর একটা পা; দ্বিতীয় পেগ হুইস্কি এল, শুধু যে তার পেটের মধ্যে জ্বলছে তা নয়, বুকটাও জ্বলে যাচ্ছে; যতক্ষণ কাছে থাকে মন্দাকিনী, এমনি জ্বলতে থাকে তার বুক, অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে চলতে থাকে এই দাহ, ঘুমের জন্য প্রার্থনা করে সে, বোজা চোখের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মায়াবিনী মন্দাকিনী জাগিয়ে রাখার যন্ত্রণা শুরু করে দেয়। সাটিনের নীচে পায়ের উপর পা, আহা! যদি সে ছবি আঁকতে পারত!

'মন্দাকিনী।' গাঢ় গলায় ডাকল সে।

মন্দাকিনী ঘড়ি দেখল, আটটা পঁয়ত্রিশ।

'তুমি যে হীরে, জহরৎ ভালবাস—এটা ত জানা ছিল না?'

'না, তা নয়, এক এক সময়ে ভাবি কি জান?

গ্লাসে চুমুক দিল সুকান্ত।

নাচ শেষ হয়ে গেল; কে একজন পুরুষ গান গাইছে ভরাট গলায়, গীটার বাজছে। হাওয়াই দ্বীপের গান হবে হয় তো।

'ভাবি—হীরেটাও ত একটা পাথর বই আর কিছু নয়, যেমন ধর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া কোনো পাথর, কিংবা ধর একটুকরো কাঁচ; তবে ওর এত দাম হবে কেন? ঐ পাথরটা ত শরীরের কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিও সারাতে পারে না, হীরেও ত একদিন ছিল মাটির নিচে, কে ঘোষণা করল জিনিসটা মূল্যবান? কে ঠিক করে দিল এর দাম?'

বুঝবার চেষ্টা করল সুকান্ত মন্দাকিনীর বক্তব্য, গোলমেলে ব্যাপার, মন্দাকিনী মাঝে মাঝে কথার মধ্যে এমনি তত্ত্ব নিয়ে আসে, উদ্ভট সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসে। হুইস্কির প্রভাবে সে

রীতিমত বেপরোয়া বোধ করতে লাগল, বললে, 'এক টুকরো হীরে বুকের কাছে রেখে এ-প্রশ্নগুলি করলে কিছুটা কৌতূহলী হতে পারতাম, তোমার হারটা কোথায় ? গলায় পর না আজকাল ?'

'আজই ভেঙ্গে গেল অফিসে, ব্যাগের মধ্যেই রয়েছে।'

'সারাতে হবে না ?'

'হবে বৈ কি। যাব একদিন অফিস-ফেরত।'

'দাও, আমায় দাও, সারাতে দিয়ে আসব, আমার এক চেনা স্বর্ণকার আছে।' সুকান্ত হাত পাতল।

হারটা ব্যাগ থেকে বার করল মন্দাকিনী, 'তুমি আবার কষ্ট করবে ?'

'এইটুকু কিছুই নয়, মন্দা, তুমি ভাবতেই পার না কি আমি করতে পারি তোমার জন্য।'

মন্দাকিনী হাসল।

'ভাবছ নেশার ঘোরে এসব কথা বলছি।' হারটা সুকান্ত রাখল তার পকেটে।

'না, তা ভাবছি না।' তার হাতের উপর হাত রাখল মন্দাকিনী, 'চল, উঠবে না ?

'হ্যাঁ, উঠব এবার, চল, তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি।'

বিল চুকিয়ে বাইরে এল তারা ; সুকান্তর পা টলছিল, চোখের সামনে অস্পষ্ট কুয়াশা। হাতের ইশারায় চলন্ত ট্যাক্সী থামাল সে। গাড়িতে উঠল মন্দাকিনী, বাঁ পায়ের উপর সায়ার প্রান্ত চকিতে চোখে পড়ল তার। গা ঘেঁসেই বসল সে, মন্দাকিনী আপত্তি করল না। ট্যাক্সী দৌড়তে লাগল, কতক্ষণ সময় ? সাত মিনিট হয়তো। আর একটু বেসামাল হবার ক্ষেত্র ত' তৈরী হয়েই আছে, মন্দাকিনীর কাঁধের উপর ডান হাতটা রাখল সে, বাঁ হাতটা বুকের কাছে এগিয়ে আনতেই বাধা দিল মন্দাকিনী। সুকান্ত আরও ঝুঁকল তার গায়ের উপর। ড্রাইভারকে কিছুতেই সে বলতে পারল

না আর একটু আস্তে চালাতে। পথ ফুরিয়ে এল, সময় ফুরিয়ে এল ; সুকান্ত ছ'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে।

'কি হচ্ছে। ছাড়, তুমি একজন ভদ্রলোক—এ-সত্যটাও কি শেষ পর্যন্ত ভুলতে হবে আমাকে ?'

হাত সরিয়ে আনল সুকান্ত, না, হবে না, এমন ছটফট করলে কিছুই হবে না।

'আমায় মাফ কর, মন্দা।'

মন্দাকিনী তার হাঁটুতে চাপড় মেরে বলল, 'ফরগেট ইট্।'

মস্ত বড় বাড়ির সামনে ট্যাক্সী থামল, চারতলা বাড়ি, পার্ক-সার্কাস ময়দানের সামনে, প্রত্যেকটি ঘরে আলো জ্বলছে, ভুল ভ সব ফ্লাট।

ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

'তোমাকে যদি আসতে বলতে পারতাম—ভাল লাগত, সু, আর সত্যি কথা বলতে কি—তুমি ত একদিনও আগ্রহ করে বল নি আমার ঘরে আসবে, হোটেল রেস্তরাঁয়, সিনেমা-ঘরেই আমাদের সময় কেটে গেছে। সামনের রবিবার তোমায় নিমন্ত্রণ করছি, সকালেই চলে আসবে ঘুম থেকে উঠে, স্নান করবারও দরকার নেই, শুধু একটা পা-জামা নিয়ে আসতে পার, এক সঙ্গে খাব দুপুরবেলা, তারপর বিশ্রাম, সন্ধ্যাবেলা ছবি দেখা, রাত্রে হোটেলে খেয়ে মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরা। আমি একদিন রাত্রিবেলা মিউজিয়ামের দেওয়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিলাম—যদি হাজার বছর আগেকার কোনো ভাষা শুনতে পাই।'

ছোট একটু হাসল মন্দাকিনী, 'তাহলে তাই কথা রইল, কেমন ? আসছ ত ?'

'আসব, নিশ্চয়ই আসব।'

মন্দাকিনী আর একবার তার উরুতে চাপড় মেরে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে, 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

আবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল মন্দাকিনী, 'অ্যাণ্ড উই শ্যাল্ কল্ ইট্ এ ডে।'

'উই শ্যাল্,' গলা বাড়িয়ে বলল সুকান্ত।

'চৌরঙ্গী।' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সুকান্ত। মন্দাকিনী বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

তার ট্যাক্সী এক পাক ঘুরে স্পীড নেবার সংগে সংগেই আর একখানি ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল, নামল একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক ; সুদর্শন, দীর্ঘদেহ, সম্ভ্রান্ত চেহারা।

অন্য একটি হোটেলের সামনে ট্যাক্সী দাঁড় করাল সুকান্ত। হোটেলে ঢুকে হুইস্কির অর্ডার দিল সে, ভিতরটা তার পুড়ে যাচ্ছে অ্যালকোহল নয়, বাসনা। স্নায়ুকে অবশ করার জন্য তাই আরও দু'পেগ হুইস্কি পান করে ট্যাক্সীতে এসে বসল সে—যেখানে বসেছিল মন্দাকিনী, মাথাটা রাখল আসনের পিছনে, স্প্রীঙের গদি থেকে মন্দাকিনীর স্পর্শটুকু সে আহরণ করে নিতে চায় তার শরীরে এমনি তার পিপাসা। বুক জ্বলছে, গলা জ্বলছে। মন্দাকিনীকে এক মুহূর্তের জন্য বুকের কাছে রাখতে পেরেছিল সে, একটি মুহূর্ত। বুকের মধ্যে কোথায় জ্বলছে তার? কোন প্রান্তে? এ-দাহ থামবে কবে? এ কি তাকে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলবে? সে কি এতটুকু শান্তি পাবে না?

পেয়েছিল, শান্তি সে পেয়েছিল—সন্ধ্যায়, লেকে, জলের ধারে। স্নেহের মত সন্ধ্যা ঘিরে ধরেছিল তাদের দু'জনকে, শান্তিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল দুটি দেহ, দুটি হৃদয় ; রমলা তাকে এমনি শান্তি দেয়, শীতল করে তার উত্তপ্ত হৃদয়। সাড়া একটু জাগে তার মনে, সেটা —সেটা—মনে মনে কথা খুঁজল সে, সেটা ফাল্গুনের বাতাসে পাতার মর্মর, কালবৈশাখীর ঝড়ে শিকড় শুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলা নয়। তবে কেন বার বার আগুনের শিখায় হাত বাড়িয়ে দেওয়া? কেন ঝাঁপ

দেয়া এমন সর্বগ্রাসী আগুনে ? আর—তাই যদি দেবে—কেন সহ্য করতে পারবে না চামড়া-ঝলসে-যাওয়া উত্তাপ ? কেন সহ্য করতে পারবে না শুকনো-খড়-জ্বলে-যাওয়া আগুন ? নাঃ, ঝাপসা চোখে সে দেখল চৌরঙ্গীর আলো দৌড়াচ্ছে চোখের উপর, চেতনার উপর। নাঃ, ছোট একটু হেসে উঠল সে ; সে খড় নয়, সে ইস্পাত, আগুনের ক্ষমতা নেই তাকে ধ্বংস করে। আবার সে হেসে উঠল, এবারে বেশ জোরে।

ড্রাইভার একটু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছেন স্যার ?'

'না, বলছি না কিছু, আমি হাসছি। আমি সুখী, খুব সুখী।'

'খুশী হতে আর আপত্তি কি বলুন ?' গাড়ীর স্পীডটাও একটু কমিয়ে দিলে, 'কে আর আটকাচ্ছে আপনাকে ?

'আটকাচ্ছে, বুঝলেন, ড্রাইভার বাবু! কিন্তু আর আমাকে আটকাতে পারবে না, আমি ইস্পাত, বুঝলেন ?'

'বুঝেছি।'

'আপনি কখনও প্রেমে পড়েছেন , ড্রাইভার বাবু ?'

'পড়তে পারি, মনে নেই ঠিক, ওসব মন-টানাটানির ব্যাপার এতদিন পরে কে আর মনে করে রেখেছে, বলুন ? রাত দুটোয় বাড়ি ফিরি, বৌ'র ঘুম ভাঙাতে হয় রোজ, আধা ঘণ্টা খিস্তি করে দরজাটা খুলে দিয়ে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা ভাত গিলতে গিলতে আমি আর এক দফা খিস্তি করি, তারপর বালিশে মাথা রাখবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ি, জ্বলন্ত, বিড়িটাই একদিন ঘুমের ঘোরে গিলে ফেললাম স্যার।'

'মোস্ট্ আন্ইন্টারেস্টিং আপনি। গাড়ি চালিয়ে চালিয়ে আপনি একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছেন, জীবনে প্রেমে পড়েন নি কখনও ? তাহলে আপনি—'

'ও হ্যাঁ, একবার পড়েছিলাম, মনে পড়েছে।'

সুকান্ত সোজা হয়ে বসল।

'বাগনান বাড়ি, বুঝলেন? বাপ তহশীলদার, পড়াশুনা হল না, প্রেমে পড়লাম, সে মশাই—দারুণ প্রেম। কি বলব আপনাকে, স্যার, ভারি সেয়ানা মেয়ে, ঝোপঝাড়ে ঘুরি, বনবাদাড়ে ঘুরি, পুকুর-পাড়ে বসে থাকি ছিপ নিয়ে, শা—মেয়ে কিছুতেই ঘেঁষে না, জানে সব, আমি যে ওর জন্যে হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, ও সব জানে।'

'না, না, খুব খারাপ উপমা। কুকুর কি? যদিও জন্যে আর হন্যে চমৎকার মিলেছে।'

'খারাপ উপমা? বলছেন কি স্যার? বলিষ্ঠ উপমা, আজকাল সাহিত্যে চলছে খুব। আন্নাকালী আসবে না, গেলাম একদিন লুকিয়ে ওর বাড়িতে, বললাম, জ্বালা আর সইতে পারি না রে, চল্, আন্না, বাঁশঝাড়ে যাই, তোর পায়ে পড়ি মাইরি, চল। ওর পা ধরবার জন্য হাত বাড়ালাম, আন্না, স্যার, মুখে লাথি মারল, শক্ত পায়ের লাথি, চিবুক কেটে ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। কোঁচার খুঁটে গাল চেপে লাথি খাওয়া বেড়ালের মত বেরিয়ে এলাম ওদের বাড়ি থেকে।'

সুকান্ত জিভ আর টাকরার সাহায্যে ক্ষেদোক্তি করল।

'কোথায় যাবেন, স্যার?'

'সাদার্ন অ্যাভিন্যু। শেষকালে?

'শেষকালে ছোট গল্পের চমক আছে, আন্নাকালীর সংগেই আমার বিয়ে হল।'

'গুড্।'

বাড়ির সামনে ট্যাক্সী থামল, বাতি জ্বালিয়ে মিটার দেখল ড্রাইভার, সুকান্ত একখানি পাঁচ টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে নেমে গেল।

একতলা আর দোতলা চড়া হারে ভাড়া দেওয়া আছে।

তিনতলার চারটি ঘরে সুকান্ত, তার মা, মায়ের রান্নার একটি বর্ষিয়সী বিধবা, আর একটি চাকর। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সে হাত-ঘড়ি দেখল, নটা চল্লিশ; হয়তো উপরে উঠে দেখবে পেট-মোটা, মাথায় হলদে পাগড়ি, ঝুনঝুনওয়ালা তার বসবার ঘরে হাঁটুর উপর ভুঁড়িটা রেখে অপেক্ষা করছে তার জন্য। দোতলার সিঁড়ির রেলিং ধরে তাকে একটু থামতে হল, পা টলছে, চোখ দুটিকে খোলা রাখতে নিতান্তই বেগ পেতে হচ্ছে তাকে।

পুরু পর্দাটা সরিয়েই দেখতে পেল দুটি অনাবৃত হাঁটুর উপর পেটটা রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে অপেক্ষা করছে ঝুনঝুন মাড়োয়াড়ী, সামনের কাশ্মীরী ছোট গোল টেবিলটার উপরে হলদে পাগড়ি।

হাত তুলে নমস্কার করল ঝুনঝুনওয়ালা।

'কতক্ষণ?' সোফায় শরীরটা ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত, 'আপনার কষ্ট হল।'

'না, না, আপনি কিছু ভাববেন না, হামার কোনো কোষ্ট না, হামি লোক—' আদ্দির পাঞ্জাবীর গিলে-করা হাতাটা ও গুটিয়ে নিল, পেটের কাপড়টা আলগা করতে যথেষ্ট সময় লাগল তার।

আড়চোখে তাকাল সুকান্ত, ভেবেছিল পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিলটা আরও একটু স্ফীতকায় হবে।

'লিন।' ফিতে বাঁধা বাণ্ডিলটা এগিয়ে দিল সে, 'পঁচাশখানা আছে।' উপরে একটি, নিচে দুটি সোনা-বাঁধানো, বাকি কটা হলদে দাঁত একসংগে বার করে চোয়াল পর্যন্ত হাসল ঝুনো মাড়োয়াড়ী, 'হামার কাজটা হইয়ে গেল আরও—'

'কাজ হবে বৈ কি। নিশ্চয় হবে, আমার কাছে যখন এসেছেন। আপনার জামার বোতামগুলি হীরে?'

'হীরা? ছোঃ, এ কাঁচ আছে, দো আনা দাম, হীরে-বোতাম লিবেন তো হামার জানা এক জহুরী কাছে হামি লিয়ে যাব, কোম সে-কোম দু'চারশো রুপেয়া কমিয়ে দেবে।'

'বেশ ত। আমি একটা হীরের লকেট তৈরী করব, কবে আপনার সময় হবে?' টাকাটা এবার হাত থেকে পকেটে রাখল সুকান্ত, অ্যালকোহলের চাইতেও অনেক কড়া নেশা ঢুকল তার মাথায়, এবারে ভাল করে তাকাতে পারছে সে।

ঠিক হল বুধবার দিন সুকান্তকে সে নিয়ে যাবে জহুরী দোকানে।

বেশ খানিকটা কসরৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝুনঝুনওয়ালা, পাগড়িটা মাথায় বসিয়ে কপালে হাত ঠেকাল, সেই তেলচিট্‌চিটে হাসি।

সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত এল সুকান্ত। হেলতে দুলতে নেমে গেল মোটা লোকটা রেলিংয়ে হাত ঘষে ঘষে।

আর—সুকান্ত ছোট বারান্দায় এসে দেখল—অনেক দূরে, অন্ধকার গাছের ছায়ায় ঝুনঝুনওয়ালার ছোটখাটো জাহাজের মত গাড়িটা অপেক্ষা করছে।

বুধবারেই গেল সে মণিকার সাতরামদাস দালমালের দোকানে; সংগে ঝুনঝুনওয়ালা। পকেট থেকে মন্দাকিনীর হারটা বার করল, 'হীরের লকেট হবে,' বলল সে।

অনেক হীরে ওরা দেখাল; উজ্জ্বল বাতির আলোয় পাথরগুলি চারি দিকে নীল আলো ছড়াতে লাগল; দু'হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত।

নিতান্তই বিনীতভাবে তারা জানতে চাইল কত দামের লকেট তৈরী হবে একটা আইডিয়া দিলে—

সুকান্ত বেপরোয়া ভাবে বলল, 'এই চার পাঁচের মধ্যে—

একটা পাথর ওরা দেখাল, সাড়ে চার পড়বে, তবে হীরের চারদিকে সে যদি চুনী-বাসানো চায়, তাহলে পড়বে প্রায় পাঁচ হাজার, কিন্তু দেখতে হবে অপূর্ব।

মন্দাকিনীর হারটা ওদের দিয়ে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত, শনিবার বিকেলে পাওয়া যাবে ত?

হ্যাঁ, শনিবারের মধ্যে ওরা ডেলিভারী দিতে পারবে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল সুকান্ত, পিছনে ঝুনঝুন, বলল, 'হামি পাঁচ হাজারে করিয়ে দেবে।'

ঝুনঝুনওয়ালা চলে যাবার পর সে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে ঢুকে মন্দাকিনীর অফিসে টেলিফোন করল, সাড়া নেই।

বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়াল সে, কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে লাগল! ছ'টা বেজেছে। ফুটপাতে জনতার মিছিল; এমনি চলবে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। তারপর কখন যে এক সময়ে সমস্ত কলরব মিলিয়ে যাবে—কেউ আন্দাজ করতে পারবে না। নির্জন ড্যাল্‌হাউসী স্কোয়ারে টেলিফোন-বাড়ির বাতিগুলি জ্বলবে; আর ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট—যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, সেখানে—

ভাবনায় বাধা পড়ল তার। পাশ দিয়ে যে-ট্যাক্সীটা গ্রেট ইস্টার্ণের সামনে গিয়ে থামল, তার আরোহী আর আরোহিনীকে দেখে সুকান্তর বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত ফুলে উঠল; গাড়ি থেকে নামল মন্দাকিনী আর স্পেনসার; সবুজ শাড়িতে কি অপরূপই না দেখাচ্ছে তাকে! স্পেনসার কি জিজ্ঞেস করল দাঁড়িয়ে; সামনের দিকে ঝুঁকে, অদ্ভুত এক গ্রীবাভংগি করে মন্দাকিনী তার কথার জবাব দিল; স্পেনসার হাসল, বিমুগ্ধ হাসি। ওরা চলে গেল ভিতরে সুকান্তর সমস্ত স্নায়ুতে সবুজ আগুন জ্বলতে লাগল, আরও তীব্র, আরও দুঃসহ।

মোটরের হর্ন, ট্রামের ঘড়ঘড়, জনতার কোলাহল, কোনো, শব্দই তার কানে পৌছাল না, ক্ষণিকের জন্য কোনো অনুভূতিই তার নেই, শুধু গহন চেতনার উপর দিয়ে পাশাপাশি একটি নারী আর একটি পুরুষ অন্তহীন পরিক্রমণ করে চলেছে।

নাঃ সে, সুকান্ত চৌধুরী এমন কাতর হয়ে পড়বে? নিজেকে যেন একটা ধাক্কা দিয়ে সোজা করে দাঁড় করাল সে, মনটাকে শান্ত আর সংযত করবার চেষ্টা করল, পকেট থেকে সিগারেট বার করে

আস্তে আস্তে ধরাল—মৃদু, অথচ দীর্ঘ কয়েকটা টান দিল ; এতক্ষণ পরে রাস্তার হাওয়াটা তার ভাল লাগল, স্তিমিত, নির্জীব স্নায়ু ক্রমে সজীব হয়ে উঠতে লাগল। একটু হাসল সে, যদি বিদেশী যুবকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চায়, সুকান্ত চৌধুরী প্রস্তুত—যদি টাকার খেলা হয় সে রাজি, যদি বুদ্ধির খেলা হয় তাতেও সে রাজি।

কিন্তু কোথায় যেন একটু একটু করে পুড়ছে! জ্বলছে তুষের আগুনের মত ; সে আর অপেক্ষা করল না, হাঁটতে আরম্ভ করল ; হোটেলে ঢুকে মন্দাকিনীকে অবাক করে দেবার একটা অদম্য ইচ্ছা অনেক কষ্টে সংবরণ করল সে, চৌরঙ্গীর ভিড় এড়িয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে লাগল। রমলার কথা মনে পড়ল তার, টাটকা, তাজা বন্য ফুলের মত রমলা বিশ্বাস ; বাগানের ফুল নয়, কোন মাইনে-করা মালীর পরিচর্যায় পালিত হয়নি, নকল সারের প্রয়োজন হয়নি সতেজ হতে, ক্লোরিণ-মিশানো কলের জল লাগেনি সবুজ লাবণ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে। রমলা যতক্ষণ কাছে—ততক্ষণ এই বন্য-ফুলের গন্ধে নিশ্বাস ভারি হয়ে থাকবে, এই ঘ্রাণ মগজ থেকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত স্নায়ুতে ; উত্তেজনা নেই, উদ্বেগ নেই, কেমন এক মধুর নেশায় সারা মনটা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে ; তবু এক আদিম তাড়নার লালসায় কেন যে সে নিজেকে আবিল করে তোলে? কেন যে রমলাকে টেনে আনতে চায় আহুতির আগুনে? জীবনের হাজার জটিলতা থেকে একমাত্র তাকে মুক্তি দিতে পারে রমলার শান্ত সান্নিধ্য। এই রমলার মূল্যহীন মূল্য!

হঠাৎ মনে পড়ল তার আজ বুধবার, রমলার সংগে দেখা হওয়ার দিন ; ছ'টা থেকে লেকে অপেক্ষা করছে রমলা ; সুকান্ত হাত ঘড়ি দেখল : ছ'টা চল্লিশ। চৌরঙ্গীর দিকে দৌড় মারল সে ; কাষ্টমসের সব চাইতে চতুর অফিসার; সাদার্ন অ্যাভিন্যুর তিনতলা বাড়ির মালিক সুকান্ত চৌধুরী, ফার্স্ট ক্লাস এম. এ. সত্যিসত্যি দৌড়াতে লাগল।

ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সী পেয়ে গেল সে, লাফিয়ে উঠে বলল সে,' 'জোরে, খুব জোরে চালান মশাই ?'

বারো মিনিটের মধ্যে লেকে এসে পৌঁছাল সে ; দূর থেকে দেখল রমলা ফিরে আসছে। মায়া হল তার, প্রায় এক ঘণ্টা এমন করে ওকে বসিয়ে রাখবার কি অধিকার আছে সুকান্তর ? ট্যাক্সী থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে।

খুশীর ঝাপটায় বন্য ফুল দুলে উঠল ; সুকান্ত তার একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে, 'মাপ কর, রমলা, এমন অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, কি করব! অফিস থেকে বেরোতেই সাড়ে ছ'টা হয়ে গেল! যত কাজ শেষ করি—ততই কাজ এসে পড়ে টেবিলে, শেষ কালে সব ঠেলে ফেলে চলে এলাম।'

'এলে ত শেষ পর্যন্ত!' রমলা তাকাল এদিক ওদিক, পাড়ার ছেলেরা কেউ দেখতে পেলে পিছনে লাগবে, একেই উড়ো চিঠি আর গানের কলির অন্ত নেই।

আর সুকান্তর মনে হল : রমলার এই কয়েকটি কথা সুধা ছড়িয়ে দিল চৈত্রের বাতাসে। 'লেকে বসবার পক্ষে দেরি হয়ে গেল, চল, খানিকটা ঘুরে আসি ট্যাক্সী করে।'

'ট্যাক্সী পাবে এখানে ?'

'ঐ ত! ওটাতেই ত এলাম।'

টাক্সীতে উঠল ওরা।

ট্যাক্সী দৌড়াল আবার, সুকান্ত নির্দেশ দিল, 'রেস কোর্সের ধারে।'

সুকান্ত একটু কাছে টানতেই রমলা একেবারে তার বুকের মধ্যে মিশে গেল। আর—সুকান্ত আশ্চর্য হয়ে গেল—জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করল ; নিরুত্তেজ, প্রশান্ত ভালবাসা। মুখের কাছে মুখ, তবু রইল ব্যবধান।

রেস-কোর্সটা দু'বার পাক দিয়ে, রমলাকে তার বাড়ির একটু

দূরে নামিয়ে সুকান্ত যখন ফিরে এল—তখন তার হৃদয় নিবিড় প্রশান্ত, স্নায়ুতে ঘুমের তন্দ্রা।

ঘরে ঢুকে চুপচাপ শুয়ে রইল সে, জামাসুদ্ধ, মাথার নিচে দুটি হাত দিয়ে, একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে। বাতি জ্বালল না, রিমঝিম বাজনা তার মগজে, যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। বাতাসের অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস, আর রাত্রির নির্জন সংগীত। তাকাল সে জানলার বাইরে, অনেক দূরে তারাগুলি কাঁপছে, এ-গ্রহের হাসিকান্নার কোনো খবর ওরা রাখে না, এ-পৃথিবীর বিবর্তন, ধ্বংস, সৃষ্টি, কোনো কিছুব সংগেই যোগাযোগ নেই তাদের; কয়েক কোটি মাইল দূর থেকে নির্বিকার আলো বিকীরণ করে চলেছে। এই পৃথিবী! চোখ বুজল সুকান্ত, এই শূন্য বিশ্বের কোন্ প্রান্তে এ-পৃথিবীর প্রদক্ষিণ শুরু হয়েছে—কবে? কোন্ যুগে? মানুষের জন্ম আর মৃত্যু, মানুষের ভালবাসা আর ঘৃণা—কোনো কিছুরই সংগে সম্বন্ধ নেই এ-বিশ্বের। পৃথিবীতে মৃত্যুর আয়োজন কর তুমি, ওরা মরবে, তেমাদের মৃত্যু হবে; রকেট পাঠাও অন্য গ্রহে, সে রকেট চাঁদে পৌছবে, নয়তো আর কেনো গ্রহে, নয়তো হারিয়ে যাবে শূন্যে, নয়তো মরবে অজ্ঞাতে. পৃথিবীর কি এসে যায় তাতে? মহাশূন্যের কি এসে যায়? ঝড়ের কি এসে যায়? দিনের কি এসে যায়? আর—আর এমন রাত্রির কি এসে যায়?

শনিবার অফিস থেকে সুকান্ত টেলিফোন করল মণিকারের দোকানে; হ্যাঁ, তার লকেট তৈরী হয়ে গেছে। কত পড়ল সবসুদ্ধ? সে-জন্য ভাবনা নেই তাব, আগে জিনিসটা সে পছন্দ করুক ত! দামের জন্য আটকাবে না!

ছুটির পর দোকানে এল সে। ট্যাক্সীতে অনেক খরচ হয় তার, সে অবশ্য স্বচ্ছন্দে একটা গাড়ি কিনতে পারে। কিন্তু কিনলেই অফিসের কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করবে, এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের টিকটিকি

লাগবে পিছনে, কে জানে। হয়তো ঘুষের রাজপথটাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মন থেকে একটি কৌতুক-কল্পনা কিছুতেই বাতিল করে দিতে পারল না সে; কোনো এক সোনালী বিকেলে গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড দিয়ে দৌড় মারবে সে, মাইলোমিটারের কাঁটা কাঁপতে থাকবে, সত্তর আর আশির ঘরে; কি সামলাবে মন্দাকিনী? চুল, না বুকের আঁচল?

'আজই কি জীবনের শেষ বিকেল নাকি?' মন্দাকিনী।

'যদি শেষ হয়, ক্ষতি কি? তুমি ত সংগে রইলে!' সুকান্ত।

'এমন বিকেলের আবৃত্তি চাও না?' মন্দাকিনী।

না, ভয় পাবে না মন্দাকিনী; মন্দাকিনীর ভয়লেশহীন মন।

'চাই, কিন্তু তুমি সকালবেলার শিশির, শেষরাত্রির শেফালী, চৈত্রের এমনি ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যা, আর ফিরব না, পালাচ্ছি তোমায় নিয়ে!'

'কোথায়, পালাবে, সু? নিজের কাছ থেকে তুমি কি পালাতে পার? লোকের কাছ থেকে তুমি পালাবে কোথায়? পুলিস, খবরের কাগজ আর রেডিওর যুগ এটা, ভুলে যেয়ো না!'

'ফিরব, সেই ফিরতেই ত হবে জীবনের প্রাত্যহিকতায়, তার হাত থেকে তবু ত জীবনকে সহনীয় করে তুলতে হবে, তবু ত এখানেই খুঁজতে হবে জীবনের মাধুর্য, জীবনের—'

ট্যাক্সী থামল দোকানের সামনে।

সুকান্ত নেমে পড়ল।

তিনটি লোক এক সংগে ছুটে এল তার অভ্যর্থনায়; একজন ভেলভেটের খোলা বাক্সটা মেলে ধরল তার সামনে। সুকান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, হীরের চারপাশে চুনী-বসানো লকেটটি অদ্ভুত এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করল।

মোহাচ্ছন্ন গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কত?'

'অন্য কাস্টমার হলে আমরা সাড়ে পাঁচ হাজার নিতাম, আপনাকে—পাঁচ হাজারও নয়, চার হাজার ন'শ পঁচানব্বই।'

পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিলটা পোর্টফোলিও থেকে বার করে শো-কেসটার উপর রাখল সুকান্ত। 'পুরো পাঁচ হাজার আছে।'

বনেদী দোকানদার, একবার দেখেই আন্দাজ করে নিল, গুনল না; একখানি পাঁচ টাকার নোট ফেরৎ পেল সুকান্ত। নমস্কার ফিরিয়ে দোকান থেকে বেরোবার সময় ওদেরই একজন হুঁশিয়ার করে দিল, বাবুজী যেন সাবধানে বাড়ি যায়, কলকাতা শহরে কিছুই বলা যায় না।

সুকান্ত হাসল।

সহজে ট্যাক্সী পেল না সে, অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হল তাকে, অবশেষে হতাশ হয়ে হাঁটতে লাগল সে। এসপ্লানাডে চা পান করল একটি রেস্তরাঁয়। রাস্তায় এসে মনে পড়ল রমলা কথায় কথায় বলেছিল—তার কলমটা হারিয়ে গেছে! পাঁচ হাজারের বাকি পাঁচ টাকায় রমলার জন্য একটি কলম কিনে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল সে।

সকালবেলা রেডিওতে বুক-ভাঙা আলাপ করছিল কোনো ভদ্রমহিলা; উঠল না সুকান্ত বিছানা থেকে, শুয়ে রইল চুপচাপ, ক'টা বেজেছে? ছ'টা কিংবা সাড়ে ছ'টা। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দরজা নাড়বে ভৃত্য মনুয়া; অন্যান্য দিন তার আগেই উঠে পড়ে সে, মুখ ধুয়ে নেয়, জানলার ধারে পাতা ইজি চেয়ারটায় বসে বসে সিগারেট টানে।

রবিবার আজ, দিনের মত দিন একটি। কে জানে—হয়তো এই দিন অক্ষয় হয়ে থাকবে তার জীবনে! ঘুমের জড়িমায় কোনো এক আশ্চর্য স্বপ্নের মত শুয়ে আছে মন্দাকিনী; একটু নড়ে বসল সুকান্ত; পরম আদরে স্লিপিং গাউনটা জড়িয়ে আছে ওর চাঁপা শরীরটা, সারা বালিসে ছড়িয়ে আছে সুগন্ধ চুল, নিচু-গলা

গাউনটার প্রথম বোতামটি খোলা, সিল্কের মত নরম সোনালী রোদ্দুর বুকের মাঝখানে রহস্য-ঘন ছায়াটিকে একটু স্পষ্ট করে তুলেছে মাত্র! শেষ-রাত্রির স্বপ্ন তখনও জড়িয়ে আছে তার আরক্ত ঠোঁটে, কাজল-কালো চোখের পাতায়!

সিগারেটের আগুন লাগল তার আঙুলে, কখন যে টুকরোটা পুড়ে পুড়ে ছোট হয়ে এসেছে টের পায়নি সে; টুকরোটা নিবিয়ে দিল ছাইদানীতে। আঙ্গুলের ঝল্‌সে-যাওয়া চামড়াটা পরীক্ষা করল; কিন্তু স্নায়ুতে যে আগুন জ্বলছে, তার তুলনায় এ কিছুই নয়।

পায়ের শব্দ শোনা গেল; সুকান্ত মুখ ফিরাল; চা।

'কি রে! কেমন চমৎকার সকালটা বল দেখি!'

পনেরো ষোল বছরের ছেলেটির হাসিতে কৃতজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ল। মুনিবের গলার শব্দে দৈবাৎ এমন হৃদ্যতা শোনা যায়; দরজায় শব্দ করা, দরজা খোলা, চায়ের পেয়ালাটি টেবিলের উপর রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া ঘর থেকে, দিনের পর দিন এর বেশি কিছু নয়; সুকান্ত কোনো দিন কিছু জিজ্ঞেস করে না, একটি নিজের কথা নয়, একটিও মনের কথা নয়, এক টুকরো হাসি পর্যন্ত না; ছেলেটি বেরিয়ে যাবার সময় পর্দাটি নড়বে একটুখানি। ব্যস্‌, সকালবেলা তার ঘরে এই ক্ষণিক-আন্দোলনটুকু। বারান্দায় বেতের বাক্স, তাতে ময়লা জামাকাপড় জমতে থাকে শনিবার পর্যন্ত, রবিবার সকালবেলা সাফা। স্টীম লণ্ড্রী; রসিদটা টেবিলে চাপা থাকবে সাতদিন; পরের রবিবারে রসিদের বদলে ষ্টীল কাবার্ডের উপর বিস্কিট-রঙ কাগজের মোড়ক। বেতের বাক্সের পাশে জুতোর র‍্যাক; দু'জোড়া সু, স্যুটের সঙ্গে পরবার জন্য, যদিও স্যুট সে পরে না; দু'জোড়া চপ্পল, একজোড়া কোলাপুরী, অন্যটা ফ্লেক্স; আর এক জোড়া কেড্‌স্; জুতো ক'জোড়া সব সময়েই ঝকঝক করছে—এমনি ছেলেটির হাতের গুণ, গরমের ধূলো

আর বর্ষার কাদা, কোনো দাগ বা চিহ্ন কোনো সময়েই দেখা যাবে না। কোনো দিন, কোন দুর্লভ মুহূর্তে হয়তো বা একটু বিস্ময় ফুটে ওঠে সুকান্তের চোখে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ওর বেশি কৌতূহল কোনো সময়েই জাগেনি তার মনে।

এমনি চতুর দ্বারভাঙ্গার মনুয়া। সুকান্তর মা পাঁচ বছর আগে ছেলেটিকে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল, পরিষ্কার কথা বলতে তার মা-ই তাকে শিখিয়েছে; কিন্তু সুকান্তর এই কথা-না-বলা, এই চুপচাপ থাকা, সুবিধা-অসুবিধার জন্য হৈ চৈ না করা, এইসব কিছুর আড়ালে মন তার জ্বলছিল দুই আগুনের তাপে; একটি লাল, আর একটি সবুজ; লাল আগুনের তাপে বার বার পুড়ে যায় সে, ঝলসে যায়; সবুজ তাপ প্রলেপ বুলিয়ে দেয় তার উপর, সমস্ত জ্বালাকে স্নিগ্ধ আর শান্ত করে, হৃদয়-মনের ক্ষতকে সহনীয় করে তোলে; দুই শিখার মাঝখানে সুকান্ত নিঃশব্দে জ্বলছে আর স্নিগ্ধ হচ্ছে!

'আমি আজ এখানে খাব না, মা-কে বলবি! বুঝলি?'

'রাত্রিবেলা খাবেন ত?

'না, রাত্রেও না।'

মনুয়া দুঃখিত হল, খাবাবের থালাটা টেবিলের উপর রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে সে পিছনে—যতক্ষণ না সুকান্ত বলে উঠবে, বাঃ চমৎকার রেঁধেছিস ত! ততক্ষণ নড়বে না সে; আর —তার এই প্রশংসাটুকুর জন্য প্রায়ই তাকে মৃদু শাস্তি ভোগ করতে হয়, বার বার চেয়ে নিয়ে তাকে প্রমাণ করতে হয়—রান্না ভাল হয়েছে!

'কিছু দেব না কি চায়ের সঙ্গে?'

'না, কিছু না।'

মনুয়া চলে গেল, যাবার আগে মুখটা তুলল না; আঘাত পেলে এমনি হয়।

চা শেষ করে একটি সন্ত-কেনা ইংরেজী উপন্যাস নিয়ে বসল সে, কয়েক পৃষ্ঠা পড়বার পর তার খেয়াল হল শুধুমাত্র চোখ বুলিয়ে গেছে, মগজে ঢোকেনি একটি শব্দ! বিরক্ত হয়ে বইটা ছুঁড়ে মারল বিছানার উপর; সে কি এমনি তরল-চিত্ত হয়ে পড়বে নাকি? বইতে মন দিতে পারবে না? সিগারেট ধরিয়ে আবার বইটা তুলে নিল সে, আবার চেষ্টা করল, মনোযোগ দিয়ে পড়েও ফেলল কয়েক পৃষ্ঠা; অস্পষ্ট একটা অর্থ মনটাকে ছুঁয়ে গেল মাত্র! মূল বক্তব্য ঢুকল না মাথায়; ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজে, প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সে, মন্দাকিনীর স্নানের ঘরে ফোয়ারা আছে কি? স্নানের টাব আছে, টাবে গা ডুবিয়ে বাগদাদের খালিফের মত আর একবার স্নান করতে আপত্তিটা কি? কেমন যেন উষ্ণ হয়ে উঠল সুকান্ত।

পা-জামা আর পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে এক নিশ্বাসে রাস্তায় এসে পড়ল সে; সাদার্ন অ্যাভিনুর গাছের পাতায় তখন সবে মাত্র নরম, সোনালী রোদ পিছলে পড়েছে। আলমিরা থেকে গয়নার চৌকো বাক্সটা পকেটে ঢুকিয়ে নিতে ভুল হয়নি তার, আর— রমলার-জন্য-কেনা কলমটি; দুটি শালিক বসেছিল ঘাসের উপর, সবে ঘাড় ফুলিয়ে সকালবেলার মিতালীটা শুরু করেছিল, শহুরে মানুষ সুকান্ত চৌধুরীকে দেখে ফুরুৎ করে উড়ে পালাল।

ট্যাক্সীর জন্য রাসবিহারীর মোড়ে আসতে হল তাকে।

ট্যাক্সী ডাকল সে, উঠে বসল, ঠিকানার নির্দেশ দিল।

সাড়ে সাতটা; বেশ একটা শোভন সময়ে পৌঁছাবে সে; মন্দাকিনী ভোরের চা শেষ করে বেলার চায়ের জন্য অপেক্ষা করছে, সুকান্ত গেলে হুকুম দেবে।

ছুটির দিনের জন-বিরল রাস্তা; এক নিশ্বাসে ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল মন্দাকিনীর বাড়ির সামনে। ভাড়া চুকিয়ে উপরে উঠে এল সে, হৃদপিণ্ড যেন একটু জোরে দৌড়াচ্ছে, মুখে হাসি আনতে

একটু বেগ পেতে হল তাকে, দরজাটায় মৃদু ঠেলা মারল, বন্ধ। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে ঘা দিল দরজায়, সাড়া নেই।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল তার, স্নায়ুর সমস্ত রক্ত দৌড় মারল হৃদপিণ্ডের দিকে, কাঁধের বাঁ-দিকে যেন একটু শিরশির করে উঠল। মন্দাকিনীর সঙ্গে কথা ছিল, সে সকালে আসবেই; অথচ দরজা বন্ধ; ধাক্কা মেরেও ত সে দেখল।

তা হলে ?

এক মুহূর্তের মধ্যেই আবার তার সমস্ত শরীরটা জ্বলতে আরম্ভ করল, অসহ্য এক যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা বারবার মোচড় দিচ্ছে, গত রাত্রির প্রলেপটা দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল; এই শেষ। আজকেই মন্দাকিনীর সংগে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলবে সে, মরীচিকার পিছনে ঘুরে সে আর ক্ষয় করবে না নিজেকে; ফিরে যাবে রমলার কাছে, রমলারই কাছে! সেখানেই তার মুক্তি, সেখানেই পরম শান্তি। পকেট থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে মারবে মন্দাকিনীর গায়ের উপর। না, কোনো কথা, একটি কথাও নয়।

জোরে কয়েকবার দরজায় ধাক্কা মারল সুকান্ত, খুবই জোরে।

দরজা খুলল মন্দাকিনী।

'ও তুমি ? আমি ভাবলাম ডাকাত পড়ল বুঝি বা! এসো, বা রে! দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এসো পোশাকটার জন্য মাপ চাইছি, কি করব! স্নান করতে করতে ছুটে এলাম।'

মাথায় তোয়ালে-জড়ানো চুলের ঝুঁটি, সারা মুখে জলের ফোঁটা, ভিজে চোখের পাতা, আচমকা-জড়ানো একটা কিমোনো গায়ে, কোমরের কাছে, আঙুল দিয়ে আটকে-রাখা কোনো রকমে, দড়িটা বাঁধবার পর্যন্ত সময় পায়নি, বুকের কাছে খোলা, কিমোনোর নিচে কিছু নেই, পায়ের কাছে ফোঁটা ফোঁটা জল জমছে।

সমস্ত দুঃখ আর গ্লানি ভুলে গিয়ে সুকান্ত চৌধুরী আবাক হয়ে তাকিয়ে রইল; মনে হল; সাগর থেকে অপরূপ এক জল-কন্যা কোনো রকমে গায়ে কিছু জড়িয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মন্দাকিনী আর একটা হাতে বুকের কাছটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি স্নানটা সেরে আসি, তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বোস, বুক কেসে বই দেখ, শোবার ঘরে এসে বোস, আমার শাড়ি জামা সব বাইরে।' সারা ঘরটায় মায়া ছড়িয়ে মন্দাকিনী অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর—সুকান্তর রক্তে সেই রিমঝিম মন্দিরা, সেই আদিম, আরণ্যক সুর।

দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করল সে, সামান্যতম শব্দেও যেন আবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে!

ঘরটা ছোট, কিন্তু নিখুঁত, পরিপাটি আর সাজানো। ঘরের মাঝখানে এক টুকরো সবুজ গালিচার উপর এক সেট নিচু সোফা। গালিচায় ভিজে পায়ের দাগ; দুটো দেওয়ালের কোনায় একটি বুক-কেস, তার উপর রেডিও-সেট, ঘরের অন্য দিকে কাবার্ড, তার উপর শ্বেত-পাথরের বুদ্ধ-মূর্তি। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীর তেল-ছবি।

শোবার ঘরে এল সে; একটু যেন রোমাঞ্চিত হল, ভেবেছিল বিলাসের সমারোহে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, ড্রেসিং টেবিলের উপর দেখবে লিপস্টিক-রুজ-পাউডার-কিউটেক্স স্নো আর সেন্টের ছড়াছড়ি, আলনায় ঝুলবে দামী শাড়ি আর জামার স্তূপ, বিছানার গদিটা হবে এক হাত উচু। কিন্তু কিছুই নয়। হতাশ হল সে। সামনের ঘরের সংগে এ-ঘরের খুব বেশি পার্থক্য নেই। অতি সাধারণ একটি খাটের উপর পাতলা, শক্ত একটি তোষক, পরিষ্কার মোটা খদ্দরের চাদর পাতা, একটি মাত্র মাথার বালিশ, পায়ের কাছে ভাঁজ-করা খদ্দরের সাদা চাদর মেঝেয় গালিচা নেই, সাদা

দেওয়ালে একটি ছবি নেই, একটি ক্যালেণ্ডার নেই, পেন্সিলে লেখা কারুর ঠিকানা নেই, টেলিফোন নম্বর নেই। আলনায় তিনটি শাড়ি, একটি স্লিপিং গাউন, তিনটি ব্লাউজ, দুটি ব্রাসিয়ার। দেওয়ালের কাছে ছোট একটি ইস্পাতের আলমিরা তার পাশে একটি মাঝারি আকারের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, খাটের পাশে জানালার ধারে ছোট একটি ড্রেসিং টেবিল। রূঢ়, কঠোর একটি পরিবেশ, আলস্য বা আরামের ইংগিত নেই কোথাও, বালিশের পাশে বিছানার উপর একটি বই: An arrow in the blue. নামটা জানা, কিন্তু পড়েনি কখনও; কতদিন বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে! কি নিয়ে সে থাকে? কেমন করে কাটে তার অবসর সময়?

এই সেই ঘর—যেখানে রহস্যময়ী মন্দাকিনী স্বপ্নের মত বিচরণ করে; এই তার বিলাস-লাস্যহীন শয্যা! বিছানার এক প্রান্তে সন্তর্পণে বসল সুকান্ত শরীরকে যথাসম্ভব আলগা করে, মনকে আলগা করে। এ কি কোনো কুমারীর শয্যা? মন্দাকিনী কি আজও কুমারী? স্নানের ঘর থেকে অস্পষ্ট জলের শব্দ শুনল সে; ঠিক করল মন্দাকিনী কুমারী, তাই তাকে অনেক বেশি কাম্য মনে হল সুকান্তর, অনেক বেশি রমণীয়।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হল, সুকান্ত চমকে উঠে তাকাল; দরজাটা একটু ফাঁক করে হাত বাড়াল মন্দাকিনী; সুগৌর চাঁপা-রং একখানি হাত; 'ব্যাগের উপর আমার জামাকাপড়গুলো আছে, দাও না, প্লীজ!'

জামা-কাপড় এতক্ষণ তার নজরে পড়েনি, উঠল সে, গুছানোই ছিল সব, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল, মন্দাকিনীর হাতের স্পর্শ লাগল তার হাতে, বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চমকাল সে। দরজাটা আবার তেমনি বন্ধ হয়ে গেল; দরজার বাইরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আবার বিছানায় এসে বসল পা ঝুলিয়ে।

মন্দাকিনী ঘরে ঢুকল; খোলা চুল থেকে মৃদু সুবাস ছড়িয়ে পড়ল ঘরের বাতাসে, কিংবা এ-ঘ্রাণ মন্দাকিনীর দেহের। হালকা হলুদ রঙের শাড়ি, খালি পা।

'কিছু মনে করোনা, সু, আমার এখানেই কাপড় পরা অভ্যাস, তাই জামা-কাপড়গুলো বাইরেই পড়েছিল, অত খেয়াল করিনি; ভেবেছিলাম স্নানটা সেরে তোমায় অভ্যর্থনা করব, কিন্তু সে-সুযোগ ত আর তুমি দিলে না। তুমি ত আমার স্নানের আগেই এসে পড়েছ।'

'আমি এমন কিছু একটা সম্মানীয় অতিথি নই।'

'কেন নয়? আমিই ত তোমায় নিমন্ত্রণ করে এনেছি।' তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে লাগল মন্দাকিনী, 'ছুটির দিনেই যা চুলের পরিচর্যা করবার সময় পাই; এই আমার সংসার, বুঝলে? দিল্লীতে মা'কে কতবার যে লিখলাম আমার সংগে কয়েক মাস থাকতে! মা বলেন, তুই মেম সায়েব, মুরগি খাস।'

'তোমাকে দেখে মনে হয় না, মন্দা, তোমার মা মুরগিকে ভয় পান।'

'তুমি জান না, সু, আমার মা ভয়ানক গোঁড়া, আর বাবা ঠিক উল্টো, এ-নিয়ে দ্বন্দ্বের শেষ নেই, এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে অনেক দুলেছি আমি, মনে মনে বাবাকে সমর্থন করি, মুখে তর্ক করি বাবার বিরুদ্ধে মা'র পক্ষ নিয়ে; এই দুই ব্যক্তিত্বের ঘুরপাকে নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলছিলাম; নিজের মনের দিকে তাকাব, না দুটি বিরুদ্ধ মনের সামঞ্জস্য ঘটাব; অহরহ এ-এক অদ্ভুত পরাধীনতা। নিজেকে বার বার হারিয়ে ফেলছিলাম। এম. এ. পরীক্ষা দিয়েই পালিয়ে এলাম। মোটামুটি একটা চাকরীও পেয়ে গেলাম। মজাটা দেখ একবার! নির্জনে বসে ক্যারিয়ার তৈরী করছি। আসলে পড়ে আছি কিন্তু চাকরীর মোহে। মনটা পড়ে আছে মা-বাবার কাছে। সে যাক, দেখ, এই আমার ঘর,

তোমাকে দেখাবার মত কিছু নেই, নিচে একতলায় কয়েকজন ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মিলে একটা কম্যুনিটি কিচেন করেছি, কে কি খাবে আগের দিন রাত্রে বলে দিলেই আটটার মাধ্য সব তৈরী পাবে তুমি। সকালবেলা চায়ের সংগে টোস্ট-ডিম-জেলী, এটা হচ্ছে নিত্যকার মেনু, যদি বিশেষ কিছু চাও ত আগে ফরমাস দিয়ে রাখতে হবে। তোমাকে না জিজ্ঞেস করেই আমি কিন্তু দুপুরের মেনুটা বলে দিয়েছি, ফ্রাইড রাইস আর কোর্মা, আর একটা সূপ, ঠিক আছে ত?'

'নিশ্চয় ঠিক আছে।'

তোয়ালেটা স্নানের ঘরে রেখে এল সে, চিরুণি নিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল।

'তোমার এ-ঘরে বসবার কোনো আসন নেই, তাই তোমার বিছানার উপর আমাকে বসতে হয়েছে।'

'তাই ত বসবে, সু। আটটায় চা আর খাবার আসবে, জলখাবারও বলতে পার। পাছে তোমাকে একা খেতে হয়, সেজন্য সকালে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়েছি। আমার আবার খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস।'

মন্দাকিনীর সততায় সুকান্ত মুগ্ধ হল, বলল, 'এটা তুমি ভাল করনি, মন্দা।'

'তবু ত জানলাম তোমারই জন্য কিছু একটা করেছি।'

সুকান্ত দাঁড়াল, হাত বাড়িয়ে বলল, 'প্রগলভতা মাপ কোরো এটা আমার পাগলামী নয়, আবেগ নয় এটা, এটা মন, বুদ্ধি।' দু'হাতে সুকান্ত তাকে বেষ্টন করল।

মন্দাকিনীর হাতে চিরুণি, দুটো হাত বুকের উপর, মাথাটা সুকান্তর বুক ক্ষণিকের জন্য স্পর্শ করল; আবার তখুনি সুকান্ত নিজের জায়গায় গিয়ে বসল! জীবনে, কোনো স্ত্রীলোকের স্পর্শে এত পরিপূর্ণতা কোনো দিন বোধ করেনি সে। আর এ-ঘর যেন

পুজোর ঘর, নাকে তার ফুল আর ধূপের ঘ্রাণ। এমন স্বাদ জীবনে আর কোনো দিন সে পায়নি। নিতান্তই বিস্মিত হল সে, হতাশ হল, ম্রিয়মান হল। আর বুঝতে পারল; মনের কোথায় একটা গোপন অভিমান অতি ধীরে ধূমায়িত হয়ে উঠেছে।

মন্দাকিনী বসল খাটের অন্য প্রান্তে, বাঁ হাতে চিরুনি, জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ।'

'তুমিই ত মনটা জুড়ে আছ, অন্য কথা আর কি ভাবব? আচ্ছা, এমন একা থাকতে তোমার ভাল লাগে?

'খুব ভাল লাগে।'

'জান ত—একা থাকার ক্লান্তি একদিন না একদিন আসবেই, সেদিন?'

'সেদিন সংগী খুঁজব, পাই ভাল, না পাই বই পড়ব।'

'তার চাইতে আগে থেকেই একটা বন্দোবস্ত করে ফেলতে পার।'

মন্দাকিনী তাকাল, চিরুণিটা হাত বদল করল।

সুকান্ত একটু নড়ে বসল, সাবধানে বলল সে, 'আমি আমাকে অফার করছি।'

যতটা সহজভাবে কথাটা বলতে পারল সুকান্ত, বলার পরে বুঝতে পারল—সহজ কথাটা একেবারেই সহজ নয়, তাই তাকে আরও কিছু বলতে হল, 'দেখতে পার, মন্দাকিনী, আমার বিশ্বাস আছে তোমার মূল্য এবং সম্মান দুটোই দিতে পারব, কথা দিচ্ছি, কোনো দিন তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না, যদি কখনও তোমার বোঝা বা বাধা হয়ে দাঁড়াই, সেদিনই আমাকে বাতিল করে দেবার অধিকার তোমার থাকবে, আর আমি সে-পদচ্যুতি মেনে নিতে বাধ্য থাকব। এই হবে আমাদের সর্ত, আমার অঙ্গীকার। আমি আরও খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছি, যদি তুমি এমনি একা থাকতে চাও, তাই হবে, সাক্ষাৎ যদি পরিমিত করতে চাও—

তাতেও বাধা নেই ; সন্তান যদি চাও, হবে ; যদি না চাও, হবেনা ; শর্ত তোমার, শর্ত পালনের প্রতিজ্ঞা আর পালন আমার।'

সত্য ভাষণ ; সুকান্তর নিজের মনে হল তাই, বক্তব্যে তার খাদ নেই, ভেজাল নেই। দ্বিতীয়বার বিস্মিত হল সে, উঠে যাচ্ছিল আবার মন্দাকিনীর কাছে, দরজায় ঘা দিল কেউ।

মন্দাকিনী দরজা খুলে দিল ; সুকান্ত ঘড়ি দেখল, ঠিক আটটা। দরজার বাইরে মাটি থেকে ট্রেখানি তুলে মহম্মদ রফিক ঘরে ঢুকল। মন্দাকিনী টিপয় নিয়ে এল ঘরের মাঝখানে, চায়ের পট আর খাবারের প্লেট নামিয়ে রাখল টিপয়-এর উপর।

যাবার সময় জিজ্ঞেস করল রফিক দুপুরের খাবার ক'টার সময় নিয়ে আসবে।

'এ-ঘরে এসো, সু, ক'টায় আমাদের খাবার আনতে বলব ?'

'এগারোটা, যদিও দেরি করতেও কোনো অসুবিধা নেই !'

'না, দেরি করবার দরকার কি ?'

মন্দাকিনী তাই নির্দেশ দিল রফিককে, রফিক চলে গেল।

'তোমায় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, তুমি স্নান করবে ত ? আলাদা সাবান, তোয়ালে সব মজুত আছে।'

সুকান্ত হাসল : 'করা যাবে পরে, তাড়া এমন কিছু নেই।'

মন্দাকিনী চা তৈরী করল, ডিম সিদ্ধ, টোস্ট আর জেলী-মাখম।

খেতে খেতে মন্দাকিনী বলল, 'গরম লাগছে তোমার, না ? আমার খেয়াল ছিল না'। সোফা থেকে উঠে পাখার সুইচটা নামিয়ে দিল সে।

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি, মন্দা।'

'না, দিইনি, সুকান্ত, খাও !'

টোস্টে জেলী আর মাখম লাগিয়ে দিল মন্দাকিনী। টিপয়ের পাশ দিয়ে মন্দাকিনীর পায়ের উপর চোখ পড়ল তার, এমন নিখুঁত

পায়ের গড়ন, এমন গোড়ালী আর পরিপূর্ণ আঙুলের সারি এর আগে কখনও তার নজর পড়েনি, 'ঘরে তুমি চটি পায়ে দাও না ?'

'না, পায়ের নিচে মাটির ছোঁয়া ভাল লাগে খুব, তাই আমার শোবার ঘরে গালিচা বা মাতুর নেই, তা ছাড়া খালি পায়ে নিজেকে ঘরোয়া মনে হয়, আরাম পাই তাতে, সারাদিন শাড়ি-জামার শাসন, জুতোর শাসন, আর রুজ-রঙ-লিপস্টিকের শাসন। এই ঘরেই আমি আসল মন্দাকিনী দত্ত, এই বেশেই ; তা ছাড়া দিনের কিছুটা সময় মানুষ সহজ আর স্বাভাবিক হতে চায়—যেটা একান্তই তার নিজের জীবন , আর একটা কথা আমি গভীর বিশ্বাস করি, সু, সব মানুষেরই একটা আলাদা সত্তা আছে, যেটা একান্তই তার নিজস্ব, সে-বৃত্তে আর কেউই প্রবেশ করতে পারে না, একান্ত আপন জনও তার পরিচয় পায় না, সেটা তার ভিন্ন জগৎ, সেখানে সে সম্পূর্ণই একাকী—তার আশা নিয়ে, তার ব্যর্থতা নিয়ে, তার বেদনা নিয়ে, হর্ষ নিয়ে ; আর—এমনি আশ্চর্য, সারা জীবন দুটো মানুষ পাশাপাশি থেকে, এক সঙ্গে থেকেও কোনো দিন এই ভিন্ন সত্তার পরিচয় পায় না।'

'কিন্তু মন্দাকিনী, আমি এখনও আমার প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা করছি। খাচ্ছ না, তুমি খাও।'

কয়েক মিনিট নিতান্ত অস্পষ্ট চিবোবার শব্দ।

পেয়ালা পিরিচ প্লেট সব নামিয়ে রাখল মন্দাকিনী ট্রে-র উপর, তুলে নিচ্ছিল সে, সুকান্ত বাধা দিল, 'আমাকে নিতে দাও।'

'তুমি না অতিথি।'

সুকান্ত ট্রে বয়ে নিয়ে এল দরজার বাইরে।

'তোমার সিগারেট আছে ?'

'আছে।' সিগারেটের প্যাকেট বার করল সুকান্ত, আর তখুনি

মনে পড়ল অন্য পকেটে রয়েছে গহনার বাক্স ; প্যাকেটটা মন্দাকিনীর হাতে দিয়ে দাঁড়াল সে।

মন্দাকিনী তাকাল।

সুকান্ত তার পিছনে গিয়ে বলল, 'চোখ বন্ধ করবে ?'

মন্দাকিনী চোখ বন্ধ করল।

সুকান্ত তার গলায় হারটি পরিয়ে দিয়ে সোফায় এসে বসল, 'এবার চোখ খুলতে পার।'

মন্দাকিনী চোখ খুলল, লকেটের পাথরটা দেখে বলে উঠল, 'একি করেছ, সু ? না, না, এ তুমি ভাল করনি।' গলা থেকে হারটা খুলে হাতে নিল সে, ভাল করে দেখল, 'তুমি এমন করে নিজেকে জাহির করতে চাও না কি ?'

সুকান্ত আঘাত পেল, ম্লান গলায় বলল সে, 'তোমায় কিছু দেবার আমার কি অধিকার নেই, মন্দা ?'

'আছে, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে এমন জিনিষ নয়। আমি সামান্য মেয়ে, আমার জন্য কেন এই সর্বনাশা উপহার ? তোমার পকেটের কলমটা যদি আগ্রহ করে দিতে—আমি কি কৃতার্থ হতাম না ?' দাতার এমন প্রচ্ছন্ন আবেগের রূপটী তার ভাল করেই জানা আছে ; ঘটনাটা এমন কিছুই গুরুতর নয়, এমন কি তুচ্ছই বলতে পারত সে, কিন্তু তাই নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠা তার চরিত্র-বিরুদ্ধ, লজ্জিত হল সে, স্বাভাবিক হতে কয়েক মুহূর্ত লাগল তার।

'অন্ততঃ আমি যে তোমার কাছে নিজেকে জাহির করব না—এটুকু কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে—এটাও কি তুমি মানবে না ? তোমার কাছে পৌঁছাবার এই সস্তা রাস্তাটাই আমি বেছে নিয়েছি —শেষ পর্যন্ত এই কি তুমি ধারণা করলে ? সত্যিই দুঃখিত হলাম, কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না, আজও নেই। হঠাৎ হাতে কিছু ফালতু টাকা এসে গেল, আর দোকানটাও পড়ল সামনে, যোগা-

যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়, এটা এমন কি একটা ব্যাপার? কেন একজন লোক আর একজন লোককে সর্বস্ব উজাড় করে দেয়? তুমি কি ইতিহাসে এর নজির পাওনি? তুমি ত অনেক পড়াশুনো করেছ, অগাধ তোমার পাণ্ডিত্য। তোমার ধারণা পুরুষ মাত্রই মেয়েদের উপহার দেয় তাদের প্রাধান্য বাড়াবার জন্য! নিজেকে জাহির করবার জন্য! তুমি আমায় হতাশ করলে মন্দাকিনী।'

মন্দাকিনী হাসল, গলায় হারটা পরে বলল, 'তুজনাই আমরা একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি, সু, শকিং মনে হচ্ছিল, ঝোঁকের মাথায় এতগুলো টাকা খরচ করে বসলে।'

'ঝোঁকের মাথায় কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবটা করিনি।'

'কত দাম?'

'কি হবে দাম জেনে?'

'বল না, জান ত স্ত্রীলোকের কৌতূহল?'

'পাঁচ।'

'ইস্! চারিদিকে এত হাহাকার আর পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে এতটুকু দ্বিধা হল না তোমার?'

'না, হল না, তুমিই বল, মন্দা, কেমন করে এ-হাহাকার আমি লাঘব করতে পারি? তুমি পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দাও না, মন্দা, দেখনা আমি কি করতে পারি। লোকে ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, দেখনা তোমার ইচ্ছা-পূরণের জন্য আমি কি ত্যাগ করতে পারি।'

মন্দাকিনী বলল, 'তোমায় সাবান আর তোয়ালে দিই, স্নান, করে এসো।'

'অর্থাৎ বলছ মাথায় একটু জল ঢালবার সময় হয়েছে।' সুকান্ত হেসে উঠল, 'না, কিছু দরকার নেই আমার। একটা কথা বলি, হীরে দেখিয়ে তোমায় বিয়ে করতে চাইছি—এ-কথা যাতে তোমার

মনে না হয়, সেজন্য আগেই আমার আবেদনটা জানিয়ে রেখেছি।'

'আজ, এই পোষাকে, এই পরিবেশে আমায় তোমার ভাল লাগছে, সু, এতটা ভাল লাগছে তুমি একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে চাও, যে-বেড়াজাল তোমার আমার মধ্যে রয়েছে, তা তুমি উঠিয়ে দিতে চাও চিরকালের জন্য। কিন্তু মনে রেখো, কাল এসপ্লানাডে বা পার্ক স্ট্রীটে উঁচুহীল জুতোয় আর উঁচু খোঁপায়, রুজ আর লিপষ্টিক-রঞ্জিত মুখে, পেট-কাটা আর হাত-কাটা জামায় লোলুপ পুরুষদের সংগে চটুল আর চটকদার মন্দাকিনীকে তোমার ভাল নাও লাগতে পারে।'

দোতলায় কোনো ফ্ল্যাট থেকে রেডিও বেজে উঠল; জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এল এক জোড়া চড়ুই, হঠাৎ মানুষ বোধ হয় ওরা আশা করেনি, চমকে উঠে উড়ে গেল মন্দাকিনীর শোবার ঘরে, সেখান থেকে আবার বাইরে।

'কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি সু, কেন তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও? উত্তরটা তুমি জান, আমিও জানি; খুব বেশি দূরে আমরা থাকিনা, ট্যাক্সীতে দশ মিনিটেরও কম সময়ে আমরা পরস্পরের কাছে পৌঁছাতে পারি। টেলিফোনে এক সেকেণ্ড লাগে যোগাযোগ স্থাপন করতে। ইচ্ছে হলেই হোটেল রেস্তরাঁয় আমরা দেখা করতে পারি, সময় কাটাতে পারি, যতক্ষণ খুশি। তারপর—এই ত, তুমি আমার ঘরে, অনেকদিন আগেই তুমি আসতে পারতে, কিন্তু যেহেতু আমরা ইচ্ছা করলেই মিলতে পারি, সেজন্য খুব বেশি প্রয়োজন বোধ করিনি, দরজা বন্ধ, ঘরে তুমি আর আমি, এক জোড়া চড়ুই যাও-বা ঢুকল ঘরে, আমাদের একা রেখে উড়ে পালাল; অন্ততঃ তুমি এটা প্রচ্ছন্ন মনে ভেবেছ—এত যখন কাছে—তখন আমায় স্পর্শ করতে এমন কি আর বাধা? আমার হাত ধরেছ তুমি, বুকের কাছে টেনেছ আমায়, নির্জন রাস্তায়

ট্যাক্সীতে গলায় ঘাড়ে চুমো দিয়েছ, অনেক প্রচ্ছন্ন ইংগিতে বলেছ
—আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে কিসের আমাদের এত বাধা?—
সচেতন মন নিয়েই যখন আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। শুধু
আমার দেবার অপেক্ষাটুকু, সমস্ত পরিবেশ নিখুঁত, শুধু কোথায়
যেন একটুখানি আটকে রয়েছে। সেই একটুখানি বাধা তুমি
কিছুতেই সরাতে পারছ না। আর—সেজন্য কতই না তোমার
ক্ষোভ আর হতাশা। শৌখিন, শিক্ষিতা, সুন্দরী, কুমারী মন্দাকিনী
দত্ত নয়, বিশেষ কোনো আদিম বন্য স্ত্রীলোক—যাকে তুমি
শয্যাসংগিনীরূপে শ্রেষ্ঠ মনে কর, যার সংস্পর্শে তুমি মনে কর
জীবনের চরম এবং পরম আনন্দ পাবে।'

আরার একটা চড়াই উড়ে এল ঘরে ; নিতান্তই নির্দয় চীৎকার।

বুক-সেল্‌ফের ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজে, জানালার বাইরে নীল
আকাশ। মন্দাকিনীর পরণে আকাশ-নীল শাড়ি, মুখে কোথাও
একটু রঙের আভাস নেই, চাঁপা-রং চিবুক সকালের আলোয়
উজ্জ্বল ; চড়ুই পাখি উড়ে গেল ঘর থেকে ; দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ
আর গান্ধীর ছবি!

'একটা সিগারেট দাও।' মন্দাকিনী হাত বাড়াল।

প্যাকেট খুলে সিগারেট এগিয়ে দিল সুকান্ত, দেশলাই জ্বেলে
ধরিয়ে দিল।

একটা দীর্ঘ টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া বার করল
মন্দাকিনী ; 'তাই তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও, সুকান্ত, যাতে
সেই বন্য স্ত্রীলোকটিকে পেতে কোনো বাধা জন্মাবে না তোমার ;
বিশেষ কোনো স্ত্রীলোককে উপভোগ করবার অধিকার, আমাদের
সমাজে, একমাত্র বিবাহই দিতে পারে, এটাই এখনও আমাদের
দেশে সম্মানজনক বিধি, অন্য কিছুই নয়, আর—এমন সম্মানজনক
প্রস্তাবটা তুমি করতে পার বৈ কি!'

নীরবে সিগারেট টানতে লাগল মন্দাকিনী সোফায় হেলান

দিয়ে। একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে দিল সে, কোলের কাছে শাড়িটা টান করে দিল।

সুকান্ত এবারে একটা সিগারেট ধরাল, 'তুমি আমার যে পাশবিক ছবিটা এতক্ষণ আঁকলে—আমি কি শুধু তাই ?'

'না, তা ঠিক জোর করে বলতে পারব না, সু, কেননা, যদি শুধু তুমি তাই হতে, হয়তো এমন অন্তরঙ্গ হয়ে নির্জনে আমার ঘরে বসে কথা বলতে পারতাম না, আজ সারাটা দিন তোমারই সংগে কাটাবার প্রস্তাবটা অন্ততঃ আমার কাছ থেকে আসত না ; যাও, স্নান করে এসো।'

মন্দাকিনী তার সিগারেটের টুকরোটা নিবিয়ে দিল ; সুকান্ত আস্তে আস্তে শেষ করল তার সিগারেট, না, তবু—তবু সে মন্দাকিনীকে ত্যগে করতে পারবে না, এমন কোনো কারণেই নয়। তবু সে মন্দাকিনীকে কামনা করে, মন্দাকিনী সাধারণ নয়, সহজলভ্যা নয় বলেই তাকে পাবার জন্য এমন উন্মাদনা তার।

ট্রামের ঘড়ঘড় শোনা যাচ্ছে, আর মোটরের হর্ন—যার শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূর বাতাসে। শহরের এ-অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, ক্ষণে ক্ষণে জীবনের দৈনন্দিন ক্লেদ আর যন্ত্রণা স্মরণ করিয়ে দেয় না।

সিগারেটটা নিবিয়ে দিয়ে সুকান্ত দাঁড়াল, 'বোস, স্নানটা সেরে আসি, সত্যিই হয়তো মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাললে ভাল লাগবে।'

মন্দাকিনী হাসল, 'হ্যাঁ, যাও।'

খুব আস্তে স্নানের ঘরের দরজাটা বন্ধ করল সুকান্ত ; প্রথম নাকে এসে লাগল সাবানের সুবাস ; বড় ঘর, হালকা হলদে রঙের দেওয়াল, শাওয়ারের নিচে বাথ-টাব, জানালার পাশে দেওয়ালতাক ; একপা এগিয়ে গেল সুকান্ত ; দুটো তেল; একটা ক্রিম, দুটো সাবান, আইয়োডিন এক শিশি, লাইসল, কোটির পাউডার, পেষ্ট, টুথ-ব্রাস্, বাথ-সল্ট্ আরও গোটা কয়েক টিউব।

দেওয়ালে আটকানো প্লাটিনামপালিশ রঙের উপর পাঞ্জাবী, পা-জামা আর গেঞ্জি খুলে টাঙ্গিয়ে রাখল সে, তাকের পাশে ছোট আয়নায় শরীরের অর্ধেকটা শুধু দেখা যায়, সবটুকু দেখা গেলেই ভাল হত! কেশ-বহুল চওড়া বুকের দিকে তাকাল সে; এই ত কিছুক্ষণ আগে মন্দাকিনী এখানে দাঁড়িয়ে স্নান করেছে, সাদা সাবানের ফেনার অন্তরালে চাঁপা-রঙ শরীর, নবনীনিন্দিত বাহু! সুকান্ত ঘুরে দাঁড়াল, আবার তাকাল আয়নার দিকে। পৃথিবীতে কত রকমের যন্ত্রণা যে আছে তার আর ইয়ত্তা নেই; তবু—যে কারণেই হোক, এখানে, মন্দাকিনীর স্নানের ঘরে নিজেকে সে কলুষিত করতে পারবে না, কিছুতেই নয়ঃ টাবে লাগানো কল খুলে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে—যতক্ষণ না টাবটা ভর্তি হয়ে যায়।

টাবে বসল সে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল; যে-কথাটা মন্দাকিনীর কাছে আশা করেছিল সুকান্ত—সে-কথাটা মন্দাকিনী বলেনি; উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে শহরের শ্রেষ্ঠ, সুন্দরী বারাঙ্গনাকেও পাওয়া শক্ত নয়। কি উত্তর ছিল তার? কিছুই নয়। কিন্তু উত্তরটা সে জানে, জানে মন্দাকিনীও।

ঠিকই তাই, মন্দা—অস্ফুষ্ট গলায় বলে উঠল সে, এই কারণেই বিশেষ কোনো সুর তোমার মনকে দোলা দিয়ে যায়, অনেক রঙের মাঝখানে বিশেষ কোনো রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয় তোমার মন, একই লেখকের দশখানি ভাল বই-এর মধ্যে বিশেষ একখানি পড়েই তুমি বলে ওঠো, বাঃ কি সুন্দর! তোমার প্রতি আমার আকর্ষণের মূল কথাটাও এই! সৃষ্টির আদিম কাল থেকে এই একই অদৃশ্য কারণে একই নারীর জন্য কত না রাজত্বের ধ্বংস আর সৃষ্টি।

হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গা রগড়াল সুকান্ত, রক্ত-চলাচলটা

নাড়তে লাগল। আজই মন্দাকিনীর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া হবে তার; আজই। সে জানে: জোর প্রয়োগ করতে হয়; যুক্তিতে যেখানে কাজ হয়না, সেখানে শক্তি-প্রয়োগ। আরও জোরে মাসাজ করতে লাগল সে। তোমার ব্যক্তিত্বটা সর্বতোভাবেই প্রকাশ করতে হবে, তোমাকে পাশবিক হতে হবে, হিংস্র হতে হবে, তবেই না মন্দাকিনীকে মুগ্ধ করা যাবে, বিস্মিত বিহ্বল করা যাবে। বিজয়ী বীরের মত তোমাকে ধ্বংস করতে হবে, হরণ করতে হবে। সুকান্ত হাসল, চাইলেই কিছু পাওয়া যায় না, স্বেচ্ছায় তোমাকে কেউ কিছু দেবে না, দেয়নি কোনো দিন, ইতিহাসে তার নজীর নেই; সে প্রার্থনা করবে না, দাবি করবে! না হয় তরবারী।

টাবের জল ছেড়ে দিয়ে নেমে এল সে। মন্দাকিনীর তোয়ালে দিয়ে গা মুছল, পা-জামা গেঞ্জি আর পাঞ্জাবী গায়ে দিল, চুল আঁচড়াল! আর কিছু নয়, ক্রীম নয়, পাউডার নয়, সে একজন পুরুষ; এই কারণেই জলে বাথ-সল্ট মিশায়নি, গায়ে সাবান মাখেনি।

দরজা খুলে বাইরে এল সে। মন্দাকিনী ঘাড়ের নিচে বালিস দিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছে সোফার উপর, বই পড়ছিল সে, সুকান্তর পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। সুকান্ত পাশে এসে দাঁড়াতে খোলা বইটা রাখল বুকের উপর, হাসল, 'স্নান করলে?'

কি আশ্চর্য সুন্দর মন্দাকিনী, আর হাসলে কি অপরূপ তাকে দেখায়। আর কি কঠিন ওর সংযম।

'হ্যাঁ, স্নান করলাম, তোমার স্নানের ঘরটা সত্যিই তারিফ করবার মত! 'শুধু একটা জিনিসের অভাব বোধ করলাম।'

'কি?'

'টাটকা, উষ্ণ দুধ।'

মন্দাকিনী হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, শুনেছি ক্লিওপাট্রা গাধার দুধে

স্নান করতেন, কিন্তু আমি নিতান্তই এক সীজার-হীন মন্দাকিনী দত্ত।'

পাশের ফ্ল্যাট থেকে একটি ফিরিঙ্গী মেয়ে "রক অ্যাণ্ড রোল" এর গান গেয়ে উঠল। রাস্তায় গাড়ির ব্রেকের শব্দ, গোটা কয়েক আর্ত্ত চীৎকার ; আবার সব চুপচাপ।

প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় সুকান্ত বলল, 'তুমিও একজন ক্লিওপাট্রা হতে পারতে, মন্দা।'

'শুনতে ভাল, খুশী হবার মত! বোস, সু, আর একটু চা হবে না কি? বা কফি?'

'না', হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে বলল সুকান্ত, 'সত্যি, তোমার এ-আতিথেয়তা মনে থাকবে। একটা কথা ভাবি মাঝে মাঝে, যে-গুণী, সে কি সবদিকেই এমন গুণী হবে? ভাল-না-লাগবার মত তোমার চরিত্রে কি কোনো দোষই নেই?' সোফায় বসে পড়ল সুকান্ত। কাছে দাঁড়িয়ে একটা গোপন এবং প্রবল ইচ্ছা তাকে অস্থির করে তুলছিল—মন্দাকিনীর মুখের উপর মুখটা নামিয়ে আনা। মনটা ঠিক করতে পারছিল না সে, হিসাবে গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তবে ওর সুন্দর কপালে একটা ক্ষিপ্র চুম্বন সে দিতে পারত! না, মন্দাকিনীর তাতে কিছুই মনে করবার থাকত না, বরং সে ভাবতে পারত—ওর আবেগটা অন্য পথে চলতে আরম্ভ করেছে, অনেক নিরাপদ, নিশ্চিন্ত এক পথে।

'ভালমন্দ মিশিয়েই সব মানুষ, আমিও তাই, দোষ চোখে পড়বার মত যতখানি অন্তরঙ্গ হতে হয়, আমরা নিশ্চয় ততখানি অন্তরঙ্গ হইনি, তাহলে নিশ্চয়ই অনেক দোষ তোমার চোখে পড়ত।'

কখন? কোন্ সময়টা ঠিক উপযুক্ত? মন্দাকিনী কি রাত্রে থাকতে দেবে? কি-ভাবে প্রস্তাবটা সে করবে? কোন্ কথাগুলি হবে উপযুক্ত? আশ্চর্য! এতদিন পরে তার খেয়াল হল: মন্দা-

কিনীকে সে কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্য দুর্বল হতে দেখেনি, কোনো দিন দেখেনি আবেগ-বিধুর-ক্ষণে একটি দুটি উষ্ণ কথা বলতে, হুইস্কী, ফাল্গুনের রাত, বসন্তের বাতাস, সদ্য-ওঠা লাল চাঁদ, পাতার নির্জন মর্মর, কবিতা, উপন্যাস—কোনো কিছুই কি মন্দাকিনীর মনে সাড়া জাগায় না ? কিংবা হয়তো জাগায়, হয়তো দুলে ওঠে তার হৃদয়, আর সে-বার্তা একমাত্র মন্দাকিনীর মন ছাড়া আর কেউই জানে না। না, মনে মনে স্বীকার করল সুকান্ত, এমন মানুষ সে দেখেনি ; আর—এই সাধারণ আবেগ-দ্বন্দের দোলা থেকে অনেক উর্দ্ধে বলেই সুকান্তর ঈর্ষারও শেষ নেই। এখানেই মন্দাকিনীর ব্যক্তিত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব !

জানে সে, পরিবেশ আসবে না, সমস্ত যৌবন ক্ষয় করে ফেললেও নয়। পরিবেশ তাকে তৈরী করতে হবে—মন্দাকিনীর বুদ্ধির বাইরে কোনো এক নকল পরিবেশ, আসলের চাইতেও যা মনোহর আর চিত্রগ্রাহী। শুধুমাত্র মতলব নয়, মতলবকে কার্যকরী করতে হবে, সফল করতে হবে। সারা জীবন এমনিভাবে একটি মেয়ে বুদ্ধি আর কৌশলের সাহায্যে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে না কি ? তার বুদ্ধির বিরুদ্ধে মন্দাকিনীর বুদ্ধি ?

'কি ভাবছ ?'

সুকান্ত একটু চমকাল, 'না, কই না, কিছুই ভাবছি না ত।'

'ভাবছ, ভাবছ কেন এমন হবে মন্দা ?'

'এই ত—এত কাছে বসে আছি—' একটা অর্থপূর্ণ ইংগিত করবার সুযোগ সুকান্ত পেয়ে গেল. এটাও বুঝতে দেরি হল না : মন্দাকিনীর গলার শব্দটা সন্ধির নয়, সংগ্রামের, 'বিশেষ কিছু একটা করে তোমার অহমিকা-বোধটা যদি বাড়ে, এই তোমার মনে হয়, তাতে অন্ততঃ আমার আপত্তি করবার কিছুই নেই, তোমার আত্ম-সন্তোষকে বাধা দেবার হঠকারিতা কেন আমার হবে ?'

'জানি না, স্নান করে আসবার পরেও তুমি এতটা উত্তপ্ত হয়ে

আছ কেন ? না, নিজের সংগে শঠতা করা আমার স্বভাব নয়, এটা তুমি জেনে রাখতে পার, সুকান্ত, তুমি আমাকে যে-ভাবে বুঝেছ, খুব সম্ভব আমি তাই, এই আমার স্বভাবিক রূপ, তুমি তোমার ছক-কাটা ঘরে আমাকে খাপ খাওয়াতে পারনি বলেই তোমার দুঃখ, বা ক্ষোভ—যাই বল ! কিন্তু এটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পার—আমাদের মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে, এতটা কাছে আমরা আসতাম না, ঝগড়া করতাম না, আনন্দ পেতাম না, দুঃখ পেতাম না। শারীরিক পরিচ্ছন্নতার উপর অনুরাগ ছাড়া আর কোনো শুচিবাই আমার নেই, সেক্স-এর ব্যাপারে কিশোর বয়স থেকে কোনো আগ্রহ আমার ছিল না, আজও নেই, যৌন-মিলনের কাহিনী বইতে পড়েছি, গল্প শুনেছি, কিন্তু নিজে কোনো সাড়া বোধ করিনি ; নিশ্চয় ব্যাপারটায় কৌতুক আছে, আমোদ আছে, না হলে লোকে এ-নিয়ে এতটা মাতামাতি করবে কেন ? কিন্তু নিজে কোনো দিন পরীক্ষা করবার প্রবৃত্তি হয়নি। তুমি বলবে, আরও কয়েকটি ঘনিষ্ঠ পরিচিত পুরুষও বলেছে—এটা আমার চরিত্রের ঘাটতি বলেছে আমি অস্বাভাবিক, একজন ত' ঠাট্টা করে বলেছে পরিণত বয়সে হয় মাথা খারাপ হবে, না হয় বাত হবে !'
মন্দাকিনী হাসল।

সুকান্ত তাকাল ঘড়ির দিকে, সাড়ে দশটা বাজে, একটা সিগারেট বার করে প্যাকেট এগিয়ে দিল মন্দাকিনীর দিকে, মন্দাকিনী ঘাড় নাড়ল ; সুকান্ত সিগারেট ধরাল।

'আমার এক ডাক্তার-বন্ধু বলেছেন, না, মাথা খারাপ হবে না, তবে পুরুষ হরমোনের অভাবে আর্থরাইটিস হবার কথা আজকাল কোনো কোনো ডাক্তার বলছেন বটে, কিন্তু এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে কেউ পৌঁছায়নি, বাট দি জোক্ ইজ—আই ডোণ্ট ফিল এনি ডিজায়ার।' শিউলি ফুলের পাঁপড়ির মত এক সারি দাঁত ঝকঝক করে উঠল।

'তার কারণ', বলল সুকান্ত', তুমি কোন পুরুষকেই আজ পর্যন্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারনি। অনেকে তোমার বন্ধু, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু তারা তোমার, যাকে বলে ডাইভারশন্ বা রিক্রিয়েশনই বলতে পার। আসলে মনে মনে তুমি নিতান্তই একাকিনী, বিশেষ করে এই ঘরে যখন সারাদিনের কাজকর্ম হৈচৈ-এর পরে ফিরে আস, তখন তুমি কারুরই স্মৃতি সংগে করে আনো না যার জন্যে হৃদয়ে তুমি সামান্যতম উত্তাপও বোধ করবে। দরজা বন্ধ করলেই বাইরের গোটা পৃথিবীটা পড়ে থাকে দরজার বাইরে। এমনি ঠাণ্ডা, নীরস, নির্বিকার তোমার মন। কিন্তু আজ আমি তোমার বন্ধ দরজার বাইরে নয়, তোমার ঘরে এসেছি, বসেছি তোমারই পাশে, মনে মনে ভাবছি তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছাবার দুর্গম পথটা কেমন করে আবিষ্কার করা যায়।'

দু'মিনিট নীরবে সিগারেট টানল, সুকান্ত, তারপর বলল, 'মন্দাকিনী, তুমি ভালবাসবে।'

সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছিল মন্দাকিনী, মাথার কাছে সুকান্ত, মন্দাকিনী মুখ ফিরাল, 'তুমি ভালবাসবে মন্দাকিনী। যদি কেউ জোর প্রয়োগ করে, তখনই জাগবে তোমার ভালবাসা।'

মন্দাকিনী জোরে হেসে উঠল, 'তুমি নিশ্চয়ই আজকাল জন মাষ্টারস্ কিংবা নিরঞ্জন বর্মণের উপন্যাস পড়ছ সুকান্ত, তাই মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে মুক্তি পাচ্ছে না তোমার মন।' উঠে বসল সে, হাই তুলল হাতের উল্টো পিঠে মুখ চাপা দিয়ে, বুকের আঁচল উঠিয়ে দিল, চুলে একটা পাক দিয়ে বলল, 'ক্ষিধে পেয়েছে, এসো, খাওয়া যাক, ক'টা বাজল তোমার ঘড়িতে? আমার টাইমপীস্‌টা চলছে ঠিক?'

'সাড়ে দশটা, তোমার ঘড়ি ঠিকই আছে।'

মন্দাকিনী উঠল; ঘরের কোন্ থেকে একটা ছোট টেবিল

এনে মাঝখানে রাখল; কলিং বেলটা টিপে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক মিনিট পরেই দরজায় মৃদু করাঘাত, সুকান্ত উঠে দরজা খুলে দিল; মন্দাকিনী খাবার আনতে বলল রফিককে।

'আমি আর কি করতে পারি বল, মন্দা?'

'ধন্যবাদ, আপাততঃ আর কিছু করবার নেই, বোস।'

'দুপুরে কি করবে? ছবি দেখবে?'

'নাঃ আমরা এখানেই থাকব; সেখানে অনেক লোকের ভিড়ে আমরা দু'জন, এখানে শুধু তুমি আর আমি!'

সুকান্ত তাকাল মন্দাকিনীর মুখের দিকে, ওর চোখের উপর চোখ রাখল, 'কই, তুমি ত আমায় স্পেনসার সাহেবের ছবি দেখালে না!'

'দেখাব।'

রফিক একটা প্লেটে ছুরি কাঁটা আর চামচ রেখে গেল। তারপর আনল জল। খাবার এল আরও পাঁচ মিনিট পরে, ধোঁয়া উঠছে, আর মশলার গন্ধ।

খেতে বসল ওরা, রফিক আরও কয়েকটা বাটি রেখে গেল বার কয়েক এসে।

'খাও।' মন্দাকিনী বলল।

'তুমি রাঁধতে পার মন্দা?'

'পারি, চমৎকার পারি! মা'র কাছ থেকে শিখেছি, মা যে কি চমৎকার রান্না করতে পারে—কি বলব তোমায়? যে একবার স্বাদ পেয়েছে—জীবনে ভুলবে না, সামান্য মশলা, সহজ উপকরণ, কিন্তু কি অপূর্ব! তার কিছু কিছু শিখেছি, তোমায় খাওয়াব একদিন। ভাবছি নিজে রান্নার ব্যবস্থা করব, বাথ-রুমের পাশে যে খুপরীটা আমি বক্সরুম তৈরী করেছি, আসলে সেটা কিন্তু রান্নার জায়গা। ওর মধ্যে, ভেবেছি ইলেকট্রিক ষ্টোভ বসিয়ে নেব, আর

সামান্য কিছু বাসন ; শাকসবজির ওপর সাংঘাতিক আমার লোভ, আর ডালের বড়ি, মা'কে চিঠি লিখেছি পাঠাতে, সংগে কিছু আচার। ওসব জিনিসের কথা ভাবলে মাছমাংসের ওপর কোনো আকর্ষণ থাকে না। তা ছাড়া—ঘরে কাজ থাকে না বলেই হোটেলরেস্তর াঁয় সময় নষ্ট আর রাস্তায় ঘোরাঘুরি। আসলে ঘর-মুখো মন আমার, যতই হৈ চৈ করে বেড়াইনা কেন, এই নির্জন ঘরটার জন্য মনটা খাঁখাঁ করে ; আর—নিজের জন্য কিছু পরিচ্ছন্ন কাজ। দেখ, বাজার করতে আমি সত্যিকারের আনন্দ পাই।'

'তুমি খাচ্ছ না।'

'এ যে খাচ্ছি।'

তারপর কয়েক মিনিট আহারে ব্যস্ত রইল ওরা।

'তা ছাড়া', মন্দাকিনীকে কথায় পেয়েছে, 'আর একটা ব্যাপার হচ্ছে—প্রতিদিন এই মাছ-মাংস ডিম—এর উপর আমার জেনিউইন বিরক্তি এসেছে। ভাবছি এগুলো ছেড়ে দেব, মনে হচ্ছে ভাল লাগবে।' আহারে মনোযোগ দিল সে।

'একেবারে মঠে-মন্দিরে গিয়ে ওঠবার আগে আমাকে একটা চান্স দাও, মন্দা ; দিনের পর দিন বাইরের জগৎ ছেড়ে কার জন্যে তুমি ঘরে ফিরে আসবে ? কার জন্যে অপেক্ষা করবে, যদি না থাকে তোমার মনের মানুষ ? তাই বলছিলাম কি—আমাকে একটা চান্স দাও। সকালবেলা আমিই না হয় বাজারটা করে আনব, এই ধর পালং আর পুঁই শাক, টোমাটো আর মুলো, বড়ি আর নারকেল ; তুমি রাঁধবে চচ্চরি-শুকতো-ঘণ্ট। শুধু ভাল রেঁধে লাভটা কি বল, যদি না কেউ থাকে তারিফ করবার ? তারপর—ধর, খাওয়ার পর প্লেট-বাটি-গ্লাসগুলো ধুয়ে ফেললাম, তুমি বুঝতে পারছ না কত পরিশ্রম তোমার বাঁচবে ! তারপর—আগেই ত বলেছি, তোমার নির্জনতায় বিঘ্ন ঘটাব না, সেই যে সেই কবিতার মত : আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর

মত বাসিও। বৈরাগ্যটা একটা রোগ, সত্যিসত্যি চেপে ধরবার আগে বলেছিলাম, আমায় বিয়ে করে ফেল। দেখছ ত, বিয়ের যে-ভয়াবহ রঙটা তুমি এঁকেছিলে, এখন তার রং কত মধুর আর রমণীয় ?'

খাওয়া শেষ করল ওরা। মন্দাকিনী বাসন গুছিয়ে রেখে এল দরজার বাইরে।

'তুমি ত পান খাও না, ঐ যে, ঐ কৌটায় এলাচ আছে। আমি মুখটা ধুয়ে আসি।'

সুকান্ত ওর পিঠের ওপর ছুঁড়ে মারল, 'অযথা মুখ সুগন্ধ করে কিছু লাভ আছে ?'

সোফার হাতলে মাথা রেখে টান হয়ে পড়ল সুকান্ত। সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে রাখল বুকের উপর, এলাচের দানাগুলি আস্তে আস্তে দাঁত দিয়ে গুঁড়ো করতে লাগল।

মন্দাকিনী এসে বসল ; খোঁপাটা ভেঙে পড়ল পিঠের উপর।

'তুমি বিশ্রাম কর, বালিশ এনে দিই।'

'তোমার ঘরে বাড়তি বালিশ ত দেখলাম না।'

'আমার বালিশ ত রয়েছে।'

'না, বালিশের দরকার নেই, তা ছাড়া দুপুরে আমার ঘুমোবার অভ্যাস নেই, আমি বরং তোমার বই দেখছি, শুয়ে শুয়ে পড়ি। নাও, সিগারেট নাও।'

'নাঃ, এখন আর ইচ্ছে করছে না।'

'তুমি ত ঘুমাবে।'

'হ্যাঁ, ছুটির দিনে একটু ঘুমিয়ে নিই।'

'মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দিও, বলা যায় কি ?'

মন্দাকিনী হাসি ছড়াল। বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে। চোখ বুজল, কয়েক মিনিট। তারপর পড়তে আরম্ভ করল ; আধ-ঘণ্টার মধ্যে বুকের উপর খোলা বইটা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সুকান্ত বই পড়ছিল কানটা সজাগ রেখে; না দরজা বন্ধ করবার কোনো শব্দ কানে এল না; গোটা তিনেক সিগারেট টানল সে; গল্পটায় মন দেবার চেষ্টা করল। পারল না। বইটা রেখে আস্তে আস্তে সোফা ছেড়ে মাটিতে দাঁড়াল সে; নিঃশব্দে মন্দাকিনীর ঘরে এল; ঘুমে আচ্ছন্ন মন্দাকিনী, হাত দুটি বালিশের উপর ছড়ানো, কানের দু'পাশে রাশিকৃত চুল, চকচক করছে, একটা পায়ের সংগে আর একটা পা জড়ানো, আশ্চর্য সুন্দর পা, শুধু কিছু ফুলের অভাব। পায়ের পাতায় টোকা মারলে যেন রক্ত ছলকে পড়বে। উরু আর সুবৃত্ত নিতম্বের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বুকের উপর আঁচলে-ঢাকা দুটি স্তবক! সুকান্ত তাকাল ঘরের চারদিকে, আলনার পিছনে উঁকি মারল, আর একবার আশেপাশে। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে এ-ঘরে এল; তেমনি উদগ্রীব চোখে দেখল সমস্ত আসবাবপত্র; বুক-সেলফের পিছনে গলা বাড়িয়ে দেখতে পেল শাড়িতে জড়ানো ক্যানভাস, হাত বাড়িয়ে টেনে আনল, শাড়িটা খুলে ফেলল নিঃশব্দে।

হৃদপিণ্ডের গতিটা তার আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে নগ্ন তেল-ছবিটার দিকে। বুকের টাইমপীসটা কানের কাছে টিকটিক করছে। প্রচণ্ড রাগ, বিদ্বেষ, হতাশা আর ঘুর্ণীর মত ঈর্ষা।

ছবিটা বুক-কেসে ঠেকিয়ে রেখে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল সে। অন্ততঃ দশ মিনিট সময় লাগল তার স্বাভাবিক হতে।

আশ্চর্য ছবি এঁকেছে অখ্যাত শিল্পী এই শ্বেতাঙ্গ যুবক। মন্দাকিনীর এ-রূপটা সে কোনোদিন কল্পনা করতে পারত না, তুলির নিপুণ টানে শরীরের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আর ফুটে উঠেছে দেহাতীত, অশরিরী কোনো পরম রূপ; কোনো এক অনন্ত যৌবনা রমণীর বিশুদ্ধ আত্মার রূপ। শাড়িটা মাটি থেকে কুড়িয়ে তেমনি ভাবে, নিতান্ত যত্নে নগ্ন

দেহ আবৃত্ত করল সে, সাবধানে রেখে দিল বুক-কেসের পিছনে।

সোফায় শুয়ে সিগারেট ধরাল সুকান্ত, বইটা তুলে ধরল চোখের উপর। আত্মা নয়, রক্ত-মাংসের জীবন্ত একটি দেহ বইয়ের পৃষ্ঠায় ভেসে উঠল। সিগারেটটা নিবিয়ে দিল সে, বই বন্ধ করে চোখ বুজল। ঘুমিয়ে শান্ত হতে চায় সে। বোজা চোখের অন্ধকারে সেই নগ্ন দেহ, সেই ভুবন-ভুলানো হাসি, সেই অপরূপ আশ্চর্য চাউনী। ভেজানো দরজাটার দিকে বারবার তাকাতে লাগল সে; দরজাটা খুলে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে পারে ঘুমন্ত মন্দাকিনীকে, আপত্তি করবার বা বাধা দেবার সময় পর্যন্ত পাবে না; চীৎকার মন্দাকিনী করবে না, সেটুকু বিবেচনা তার আছে—এটা সুকান্ত বিশ্বাস করতে পারে। চোখ খুলে উঠে বসল সে, পা টিপে টিপে দবজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, হাত তুলল দরজা খুলবার জন্য, হাত নামিয়ে নিল। ঘুমন্ত অসহায় মেয়েকে কাপুরুষের মত এমন আক্রমণ সে কবতে পারে? সে, সুকান্ত চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয়েব সেরা উপাধি যার, যার প্রোমোশন সুপারিশ হয়ে গেছে তিন মাস আগে।

সুকান্ত নিবৃত্ত হল।

মন্দাকিনী তাকে যখন ডেকে তুলল তখন চারটে বেজে গিয়েছে; কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি; ঘুমের পর সুকান্ত অনুভব করল মনের মধ্যে অনেকগুলি বেসুরো তার বন্ধ করেছে তাদের আর্ত চীৎকার। 'দেখ, দুপুরে ঘুমানো অভ্যাস নেই, তবু কেমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দাঁড়াও মুখটা ধুয়ে আসি।'

মন্দাকিনী স্নান করে নূতন শাড়ি পরেছে, বকের পালকের মত সাদা। এর মধ্যে চুল আঁচড়ে নিয়েছে সে, খোঁপা বেঁধেছে; হালকা প্রসাধন, মৃদু এসেন্সের গন্ধ। 'চায়ের সংগে কি খাবে?'

'কিছুই নয়।' স্নানের ঘর থেকে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে

বেরিয়ে এল সুকান্ত, চিরুণিটা রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করে বুক-কেসের উঁপর রাখল ; চারটে কুড়ি , বাইরে মৃদু হাওয়া আর মিষ্টি রোদ। 'ছবি দেখবে ?'

'দেখা যেতে পারে।'

'তারপর ?'

'তারপর এখানেই খাবে। কি খাবে রাত্রে, বল ?'

'সহজ, সরল কিছু, যা তোমার ভাল লাগে।'

'বেশ।'

রফিক চা নিয়ে এল, জিজ্ঞেস করল আর কিছু আনবে নাকি।

মন্দাকিনী বলল, না, আনতে হবে না।

নিঃশব্দে চা পান শেষ করল ওরা।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে সুকান্ত বলল, 'তোমায় অশেষ ধন্যবাদ,মন্দা!'

'কেন ? হঠাৎ ?'

'এই যে পুরো একটা দিন তুমি আমারই জন্য ব্যয় করলে, হয়তো দিনটা আরও ভাল কাটাতে পারতে, করতে পারতে অন্য কিছু!'

'নাঃ এর চাইতে ভাল আর কি হতে পারত? কিই বা করতাম ? শুয়ে থাকতাম চুপচাপ, বই পড়তাম, আকাশ দেখতাম। তুমি জান না, সু, কুঁড়েমী করতে কি ভাল লাগে আমার। তোমার ধারণা হৈচৈ করেই কাটাতে ভালবাসি আমি যখন চেনা-জানা এত লোক চারদিকে ? না, তা নয়, হুল্লোড় করে দিনের শেষে মনে হয় দিনটা কি বাজেই কাটল, কত সময় না অপব্যয় করলাম!'

'আজও রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমার তাই মনে হবে।'

মন্দাকিনী ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে পড়ল। হঠাৎ বলল, 'না, তা কেন ?'

'আবার ধন্যবাদ।'

মন্দাকিনী হাসল ; দাঁড়াল সে, পেয়ালা-পিরিচ বাইরে রেখে এসে দরজা বন্ধ করল। মন্দাকিনীর সেই হাসি! সোফা ছেড়ে উঠবার সময় স্খলিত আঁচল, অনাবৃত বাহুর একটি ক্ষিপ্র ভংগি, পিছনে শাড়ির নিচে দুটি ঢেউ,—কিছুই সুকান্তর চোখ এড়াল না; বিদ্যুতের মত তার মাথায় চমকাল—বুক-কেসের পিছনে নগ্ন এক ছবি; দাঁড়াল সে, একেবারে বিনা সমারোহে মন্দাকিনীকে দু'হাতে আলিঙ্গন করল; কিছু ভাববার বা বাধা দেবার পর্যন্ত সময় পেল না সে। মুখের উপর মুখ আনবার আগে সহজ বৃত্তি-বশে নিজের মুখের উপর একখানি হাত সে শুধু রাখতে পারল; সুকান্ত প্রায় এক ঝাপটায় মন্দাকিনীর হাত সরিয়ে মুখ দিয়ে ওর ঠোঁট স্পর্শ করবার চেষ্টা করল; কিন্তু ততক্ষণে মন্দাকিনী তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সুকান্তর লক্ষ্যভ্রষ্ট চুম্বন বর্ষিত হল তার কানের উপর। নিতান্তই অস্থির হয়ে পড়ল সুকান্ত, আক্রমণের আগে যে-কথাগুলি ওকে বলবে ভেবেছিল, অন্ততঃ যে-কয়েকটা কথা বলা নিতান্তই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল তার, সমস্তই ভুলে গেল। মন্দাকিনীর গলার উপব মুখ রাখল সে, বাঁ-হাত রয়েছে ওর কটিদেশ বেষ্টন করে, অতি কঠিন বন্ধন, ডান হাত দিয়ে মন্দাকিনীর জামায় টান দিল সে, পিছন দিকে হুক-ক'টি এক সংগে ছিঁড়ে গেল সব, তখনও মুখটা ফিরানো তার। কাঁধের ফিতাদু'টি এমন কিছু বাধা নয়, সুকান্ত ভাবল। জামার হাতাদু'টি আটকে রইল বাহুবদ্ধ হয়ে; মন্দাকিনী তার হাতদু'টি রাখল বুকের উপর; সুকান্ত তাকে এক ঝটকায় তুলে ফেলল বুকের কাছে, নিয়ে এল শোবার ঘরে, খাটে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

কিন্তু মন্দাকিনী আশ্চর্যভাবে দুই হাঁটু আর হাত দিয়ে ধাক্কা মারল তাকে। সুকান্ত ছিটকে গেল কয়েক গজ দূরে, বিস্মিত হল সে; মন্দাকিনী ততক্ষণে খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

আবার এগিয়ে এল সুকান্ত, তখনও বিস্ময় কাটেনি তার, মন্দাকিনী কেমন করে এত জোরে ধাক্কা দিতে পারল ? কিন্তু ঐ একটি ধাক্কা তার উত্তেজনার মাত্রা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ধাক্কাটা তার পেশীতে নয়, তার মনের গভীরে গিয়ে লেগেছে! আবার হাত বাড়াল সে, আর তখনই তার দৃষ্টি পড়ল মন্দাকিনীর চোখের উপর, আশ্চর্য ওর চোখের চাউনী! অনুভূতি-হীন, ভাষাহীন, ভাবলেশহীন দুটি চোখ, তবু মনে হল সেই চোখ দুটি তার দিকে চেয়ে আছে স্থির, নিষ্পলক দৃষ্টিতে—যেন আশ্চর্য, অদ্ভুত কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর দিকে তাকিয়ে আছে, জীবন্ত নয় সে-প্রাণী, কংকাল মাত্র! হাজার হাজার বছর আগে মাটির নিচে যে-কংকাল আবিষ্কার করেছে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক; কাঁচের শো-কেসে এতদিন পরে কোনো এক আধুনিক নারী অবাক-চোখে তাকিয়ে দেখছে সে বীভৎস কংকাল।

সুকান্ত পেছিয়ে এল দু'পা, ঘুরে দাঁড়াল, পাশের ঘরে এসে বসে পড়ল সোফায়; আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরাল, মাথাটা রাখল সোফার পিঠে। বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে।

আধ ঘণ্টা পরে মন্দাকিনী এল ঘরে; আবার স্নান করেছে সে, চেনা সাবানের মৃদু সুবাস লাগল সুকান্তর নাকে, শাড়ি-জামা দুই-ই বদলেছে মন্দাকিনী, আবার নূতন করে চুল আঁচড়েছে সে; ছাপা সিল্কের শাড়ি।

'স্নান করবে ?' জিজ্ঞেস করল মন্দাকিনী।

'তুমি আমায় মাপ কর।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মন্দাকিনী বলল, 'যাও, স্নান করে এস, ভাল লাগবে, আমি ততক্ষণ তৈরী হয়ে নিচ্ছি, ছবি দেখতে যাবে না ? সোয়া পাঁচটা হল প্রায়।'

সিগারেটটা নিবিয়ে দাঁড়াল সুকান্ত।

পৌনে ছ'টার সময় ওরা ছবি দেখতে বেরুলো। ট্যাক্সীতে মন্দাকিনী সুকান্তর গায়ের কাছে ঘন হয়ে বসল; সিল্কের মত কোমল, উষ্ণ স্পর্শ, এসেন্স-এর সুরভি, রাস্তার আলোয় হীরের লকেট ঝলমল করছে। কিন্তু একটুও নড়ল না সুকান্ত, পথের দিকে চোখ, স্থির হয়ে বসে রইল।

সুকান্ত টিকিট কিনল। ছবি দেখল ওরা: আবেগ, বিস্ময়, প্রেম, খুন, হতাশা, কান্না আর হাসি!

ট্যাক্সী। বাড়ি।

ব্যাগ থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল মন্দাকিনী, বলল, 'এসো, সু, একটু বিশ্রাম কর, হাতমুখ ধুয়ে নাও, ন'টা নাগাদ খাওয়া যাবে, কি বল?'

ঘাড় নাড়ল সুকান্ত।

'আমি ততক্ষণ পোশাকটা বদলাই।'

দরজাটা ভেজিয়ে দিল না মন্দাকিনী, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শাড়ি বদলাল; না, কোনো শব্দই শুনতে পেল না সুকান্ত, আর মন্দাকিনী চুড়ি পরে না। রাস্তায় মোটরের হর্ন, আর ট্রামের ঘড় ঘড়, পাশের ফ্ল্যাটে রেডিও বাজছে।

ঠিক ন'টায় খাবার এল। মিহি চালের ভাত, মন্দাকিনী রুটি পরোটার চাইতে ভাতই পছন্দ করে।

খেতে খেতে মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করল, 'তোমার অসুবিধা হচ্ছে না ত?'

'না, একেবারেই নয়।'

খাওয়া সেরে একটা সিগারেট টানতে যতক্ষণ সময় লাগে সুকান্ত ঠিক ততক্ষণই বসল। 'চললাম।'

'আর একটু বসবে না?' মন্দাকিনীও দাঁড়াল।

'না, আর নয়, কি করবে এখন?'

'ঘুমের আয়োজন, পড়ব—যতক্ষণ না ঘুমটা আসে।' দরজাটা খুলে পর্দাটা এক হাতে সরিয়ে পাশে দাঁড়াল মন্দাকিনী।

সুকান্ত বেরিয়ে এল; মন্দাকিনী এল সিঁড়ি পর্যন্ত, রেলিং ধরে দাঁড়াল, হঠাৎ বলল সে, 'কলমটা কিনলে না কি?'

এতক্ষণ পরে পকেটে আটকানো রমলার-জন্য-কেনা কলমটার কথা সুকান্তর মনে পড়ল। কলমটা তুলল সে, 'হ্যাঁ, কিনেছি কাল, তোমার চাই?'

'শনিবার থেকে আমার কলমটা পাচ্ছি না, অফিসের বয়-বেয়ারা কেউ তুলে নিয়েছে হয়তো, তুমি কিনেছ, থাক তোমার কাছে, কাল একটা কিনে নেব।'

'বা রে! এটা নিতেই বা তোমার আপত্তি কি?' দুটো ধাপ উঠে কলমটা এগিয়ে দিল সুকান্ত, 'নাও।'

হাত বাড়িয়ে কলম নিল মন্দাকিনী।

সিঁড়ি ঘুরবার মুখে সুকান্ত থামল এক মুহূর্ত, তাকাল মুখ তুলে, মন্দাকিনী তখনও দাঁড়িয়ে, হাসছে সে, নিখুঁত, নির্ভেজাল, সহৃদয় হাসি। আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল সে, জানে, দাঁড়ানো বৃথা, সারাজীবন যদি এমনি দাঁড়িয়ে থাকে, তবু ডাকবে না মন্দাকিনী, তবু কোনো ইশারা দেখা যাবে না তার চোখে। আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল সে, ঘড়ি দেখল, পৌনে দশ; প্রায় নির্জন পথ। হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তাটা পার হয়ে এগিয়ে গেল সে, দক্ষিণমুখী আরও নির্জন পথ ধরে হাঁটতে লাগল। মনকে অনেক কিছুই নাড়া দিচ্ছে তার, সব চাইতে বেশি নাড়া দিচ্ছে কলমটা, রমলার জন্য কেনা কলমটা।

রমলার পরীক্ষা শেষ হল শনিবার; তাদের সাক্ষাতের দিন বদলায়নি; সেই বুধবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে; যন্ত্রণায় ছটফট করল কয়েকটা দিন; বুধবার সারা বিকেলটা প্রসাধন করে

কাটাল; একটু আলো থাকতে যদি দেখাটা হত—তাহলে সুকান্তকে সে মুগ্ধ করে দিতে পারত। অনেক দিন সুকান্ত তার পোশাকের তারিফ করেনি, অনেক দিন বুঝি তাকায়নি বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে।

সাড়ে পাঁচটা বাজবার আগেই সে বেরিয়ে পড়ল, পাড়ার দুর্বৃত্ত ছেলেদের নজর এড়াবার জন্য বেশ খানিকটা ঘুর-পথে তাকে লেকে আসতে হল। ঝুলানো পুলের উপর কয়েক মিনিট দাঁড়াল সে; লেকের জলে পড়ন্ত সূর্যের আলো গলানো সোনার মত জ্বলছে। আরও সরে দাড়াল সে গাছের ছায়ায়। পথের দিকে তাকাল, না, এত শিগগির সুকান্ত আসেনি কখনও, আসবার কোনো কারণও নেই; আসবে, এটা ঠিক, এই কথা ছিল তার সঙ্গে, এক মাস আগে; তবু রমলা জানে, সুকান্ত ভুলবে না, ভোলেনি কোনো দিন, তিন বছরে একটি দিনের জন্য নয়।

এগিয়ে গেল সে—আস্তে আস্তে, সুগন্ধ ছড়িয়ে, মায়া ছড়িয়ে। তরুণদের আগমন তখনও ঘটেনি। কিছু বায়ু বিলাসী পরিণত-বয়স্কের ভীড়—যাদের সন্ধ্যা না হতেই বাড়ি ফিরবার তাড়া। ডান দিকের মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে, শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি পা চালালো সে, বাঁ-দিকে ঘুরল. ফিরিওয়ালার কাছ থেকে বাদাম কিনল।

জলের ধারে গাছের নিচে বাঁধানো আসন, বসল সে। সামনে জল টলমল করছে, লাল আভা মিলিয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে গোধূলির আলো।

কথাটা কি-ভাবে বলা যায়—পরীক্ষার পরদিন থেকেই ভেবেছে সে, গভীর রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা ঝংকৃত হয়েছে তার মগজে, কিন্তু কোনো কথাই পছন্দ হয়নি। আজ সে সুকান্তর কাছ থেকে কথা আদায় করবে। সুকান্তর তরফ থেকে প্রস্তাবটা আসবে তার বাবার কাছে। না, কারুরই আপত্তি হবে না। রমলার মুখে এক টুকরো হাসি ছলকে গেল। আপত্তি? তাকাল সে আশে পাশে।

পিছনে রাস্তায় যেন গাড়ি থামল, রমলা খেয়াল করল না, জলের দিকে তাকিয়ে, ঘনায়মান অন্ধকারে রীতিমত চোখ মেলে স্বপ্ন দেখছে।

ভীষণ চমকে উঠল সে, একেবারে তার পিঠের কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে; ভয়ে ভয়ে মুখ ফিরাল। সুকান্ত।

সুকান্ত তার কাঁধের উপর হাত রাখল, 'ট্যাক্সীটাকে দাঁড়াতে বলেছি, যাবে কোথাও? না এখানেই বসবে? বিকেলে খেয়েছ ত কিছু? কতক্ষণ এসেছ?'

এজন্যই সুকান্তকে এত ভাল লাগে তার, এমনি সব ছোটো-খাটো ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর ওর—খাওয়া হয়েছে কিনা ঠিক মত, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি ত? রাত জেগে পড়ছ না ত? মুখ শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কি তোমার এত ভাবনা?

'এখানেই বসি।' বলল রমলা।

সুকান্ত হাতের ইশারায় ট্যাক্সীকে যেতে বলে দিল, বসল রমলার পাশে।

প্রায় সন্ধ্যা, স্বাস্থ্যান্বেষী বয়স্ক আর আমোদবিলাসী তরুণদের ভীড় বাড়তে লাগল; লেকের এ-পারে ভীড় অনেক কম; ওপারে আইসক্রীম, লালিপপ আর কোল্ড ড্রিংক, চাকতি-খোঁপা, লিপষ্টিক আর ব্রাসিয়ার।

'তোমার হাতে কি?'

'বাদাম, খাবে?'

'দাও।'

দুজনে বাদাম চিবোতে লাগল; আরও অন্ধকার, আরও নির্জনতা।

'কেমন পরীক্ষা দিলে?'

'ভালই ত মনে হচ্ছে।'

'সিক্সথ ইয়ারটা ভাল করে পড়তে হবে। বাবা বলছেন কি

হবে কতগুলো পাশ করে? শেষকালে বুড়িয়ে যাবি, বিয়ে হবে না।' রমলা হেসে উঠল।

'ঠিকই ত বলছেন, তবে তোমার যা স্বাস্থ্য, অন্ততঃ আরও কুড়ি বছর নিশ্চিন্ত থাকতে পার, যত তোমার বয়স বাড়ছে, রমলা, তত বাড়ছে তোমার লাবণ্য।'

'শুনতে ভাল, কিন্তু লাবণ্য নিয়ে কি ধুয়ে খাব?'

'কেন? আমি কি টাহিটি পালাচ্ছি, না টিম্‌বাকুটু?'

এই ত সময়! অস্পষ্ট অন্ধকার; লেকের জলে নক্ষত্র কাঁপছে, 'তোমাকে পাচ্ছি কোথায়? তুমি ত তোমার জীবন নিয়ে দিব্যি আছ।'

সুকান্ত একখানি হাত তুলে নিল নিজের হাতে, রমলা সরে এল সুকান্তর গায়ের কাছে; দূর থেকে সুকান্ত হৃদয়কে বার বার প্রশান্ত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু রমলার স্পর্শে কি গভীর উন্মাদন', সে সৎ হবে, পরিচ্ছন্ন করবে মনকে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একজন মানুষের কাছে তার থাকবে না কোনো দ্বিধা, কোনো সংশয়। 'কেন এ-কথা তুমি বলছ, রমলা? মিথ্যাই কি তোমায় ভালবাসি? কেন ভালবাসি যদি গ্রহণ করবার সামর্থ্যটুকু না থাকে?'

'তোমাকে ধন্যবাদ, সু।'

'তার কোনোই দরকার নেই, তুমি আমার চাইতে কম মূল্যবান নও, বরং বেশি।'

রমলা ঝুঁকে পড়ল সুকান্তর দিকে, নিশ্বাস ভারি হয়ে এল তার, সুকান্ত দু'হাতে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করল তাকে, মুখ রাখল ওর মুখের উপর; রমলার হাত থেকে শেষ কয়েকটি বাদাম পড়ে গেল মাটিতে।

একদল ছেলে আসছিল হৈ চৈ করে, রমলা সুকান্তর বাহু মুক্ত করে সরে বসল। ছেলের দল চলে যাবার পর রমলা বলল, 'পড়াশুনোয় তোমার মা আপত্তি করবেন না ত?'

'আপত্তি ?' সুকান্ত হেসে উঠল, 'কিসের আপত্তি ? আমাদের কি বিরাট সংসার যে তোমাকে সামলাতে হবে ?'

'না, তা নয়, তিনি হয়তো পছন্দ না-ও করতে পারেন।'

'করবেন। শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে আমার মা, তখনকার দিনেই বেশ কিছু লেখাপড়া করেছেন, আমি ত মা-র কাছেই পড়েছি স্কুলের পড়া। ওসব তোমার ভাবতে হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

আরও অন্ধকার ; আর—ওরা এক সংগে মুখ তুলে দেখতে পেল এক খণ্ড চাঁদ।

এবারে রমলা তুলে নিল সুকান্তর হাত ; ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল সে, পরম তৃপ্তির নিশ্বাস।

'চল, একদিন আমাদের বাড়ি,' বলল সুকান্ত, 'মা-র সংগে আলাপ করে খুশী হবে তুমি।'

'তা হব, কিন্তু কি বলবে তুমি মা-কে ?'

'তুমি ভাবছ এতদিন আমি চুপ করে ছিলাম, সব বলা হয়ে গেছে।'

'বেশ। চল সামনের রবিবার।'

বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল সুকান্ত ; এমন আশ্বাস রমলাকে সে দিতে চায়নি, কোনো দিন নয়। সংসারে অন্ততঃ একজনের কাছে সৎ থাকবে, এই ছিল তার সংকল্প, অন্ততঃ বিশ্বস্ত থাকবে। এ সামান্য চরিত্রবলটুকু তার নেই! শুধু এই নয়, নিজেকে ধিক্কার দিল সে—কোন্ অধিকারে রমলাকে সে এমন কথা দিতে পারে ? নিতান্ত অশুচি মন নিয়েই মন্দাকিনীকে কামনা করেছিল সে, আর ঠিক সেই মন নিয়েই রমলার মনে বিস্তৃত করেছে ইন্দ্রজাল। মন্দাকিনী সাহসী, নির্ভিক, জীবনে প্রতিষ্ঠা আর নিরাপত্তা অর্জন করেছে সে ; রমলা নিতান্তই ভীরু, নম্র আর নির্ভরশীলা মেয়ে। আশ্রয়ের জন্য, ভালবাসার জন্য সে দুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নিঃসংকোচে, নির্ভাবনায়।

'কি ভাবছ?' রমলা সুকান্তর হাতে মৃদু চাপ দিল, 'নিশ্চয় তুমি কিছু খাওনি।'

'খাইনি, কিন্তু খাবার প্রয়োজনও বোধ করছি না, তুমি যখন পাশে আছ—'

'না, না, সে কি কথা? চল, এসপ্লানাডে যাই, কিছু খাওয়া যাবে, বেড়ানো যাবে, মনে হচ্ছে কতদিন তোমার সংগে বেড়াইনি। ওঠ!' রমলা উঠল, সুকান্তকে হাত ধরে টান দিল।

'চল।'

ল্যান্সডাউন পর্যন্ত হেঁটে এল ওরা। তারপর ট্যাক্সী।

চৌরঙ্গীর এক রেস্তরাঁয় ঢুকল। পুরু পর্দা-খাটানো কেবিন, খাবারের নির্দেশ দিয়ে সুকান্ত অভ্যাসমত রমলাকে কাছে টানল, বাধা দেবার কোনো প্রশ্নই রমলার মনে জাগেনি কোনো দিন।

পায়ের শব্দে আবার সোজা হয়ে বসল দু'জনে।

ধূমায়িত খাবার; ঝিমিয়ে পড়া পেশী আগেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল; আহারের সংগে সংগে আরও সতেজ হয়ে উঠল সুকান্ত।

খাবারের পর আউটরাম ঘাট, কেল্লা, রেস কোর্স-এর নির্জনতা, রমলা সারাটা পথ পড়ে রইল সুকান্তর বুকের মধ্যে, সুকান্তর কোনো রকম উচ্ছৃংখলতাকে সে কোনো দিন বাধা দেয়নি, আজও দিল না; ওর বুকের মধ্যে মুখ রেখে রমলা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আরও দেরি করবে নাকি?'

'না আর দেরি নয়, এখন চৈত্রের শেষ, এই ধর, সামনের জ্যৈষ্ঠ, কিংবা—'রমলার নিবিড় স্পর্শ অতিক্রম করে বুকের গভীরে কোথায় ঘা লাগল তার; মন্দাকিনী? মন্দাকিনী কি এমনি নিঃশব্দে চলে যাবে তার জীবন থেকে? শুধু তার অস্তিত্বের সুরভিটুকু রেখে? তাকে এমনি উদভ্রান্ত করে? যে-মন্দাকিনী মিশে গেছে তার রক্তের সংগে? হঠাৎ একটা অসহ্য আবেগে

জর্জরিত হয়ে উঠল সে, আর বার বার কেঁপে উঠল! আর রমলা করল ভুল, পরম আগ্রহে সে সুকান্তকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। নিশ্বাসটা ঘন হয়ে উঠল সুকান্তর, বাসনায় নয়, ছুর্জয় রাগে। এর প্রতিশোধ সে নেবে! কিন্তু কার উপর? মন্দাকিনী কোথায়? মন্দাকিনী কত দূরে? বিয়ের কথা পরে ভাবব; কে দেবে আমার ব্যর্থতার মূল্য? কে?

ট্যাক্সী থেকে নামবার আগে সুকান্ত আবার স্মরণ করিয়ে দিল, 'সামনের রবিবার, কেমন? তুমি রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করবে, এই—সকাল আটটা, কেমন? দেখতে পাবে আমায়, আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য, বলে এসো কোনো বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছ, সেখানে খাবে।'

ঘাড় নাড়ল রমলা।

রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ট্রাম-লাইনে ঘাসের শিশির তখনও শুকোয়নি; ফুলশিরিষের ডালে ছু'জোড়া শালিক তখনও খাদ্যের তাগিদ অনুভব করেনি, আনন্দে ঘাড় নাচাচ্ছে, রাস্তায় বিরল জনতা। সুকান্ত একটা সিগারেট ধরাল; কেমন যেন উৎসাহ পাচ্ছে না সে, সকাল থেকে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছে তাকে; সাহস নয়, নকল কোনো উদ্দীপনা। সেদিনের সে-ছুর্বল অভিসন্ধির তাৎপর্যটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে তার মনে। মন্দাকিনীকে স্পর্শ করবে না কিছুই, মত্তাবস্থায় সে যদি নর্দমায় পড়ে থাকে, তবুও নয়, যদি আধা ডজন কুমারীর সতীত্ব হরণ করে, তাহলেও নয়। তবে কেন এই অধঃপতনের মোহ? শেষ ভদ্র-পরিচিতির কেন এই হীন বিসর্জন? সুকান্ত ঘনঘন কয়েকটি টান দিল সিগারেটে। রমলা আসছে, আঙুলে শিশিরের স্পর্শ লাগিয়ে নিষ্পাপ, নিষ্কলংক রমলা বিশ্বাস এগিয়ে আসছে তার দিকে, তার কাছে।

রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে সুকান্ত চৌধুরী রমলার দুটি হাত নিজের হাতে তুলে নিল, 'এলে ?'

রমলা হাসল, সকালবেলার ফুলের মত পরিচ্ছন্ন, নির্মল হাসি।

'কাল সন্ধ্যেবেলা মা হঠাৎ বলে বসল কৃষ্ণনগর যাবে, সেখানে আমার এক মাসী থাকেন,' সুকান্ত আর একটা সিগারেট বার করল প্যাকেট থেকে, 'অবশ্য ফিরবেন কাল পরশু।'

রমলার মুখের হাসি নিবে গেল, ম্লান গলায় সে বলল, 'কি আর করা যাবে, সামনের রবিবার না হয়—'

'না, রবিবার কেন ? পরশু আমার ছুটি আছে, সেদিনই দেখা হবে মা'র সংগে, মন খারাপ কোরো না।'

'ন, মন খারাপ করব কেন ? চল লেকে গিয়ে বসি।'

'লেকে কেন ? চল, আমার বাড়ি যাই, আমি যে তোমার খাবার ব্যবস্থা করেছি, মনুয়াকে বলেছি কি কি রান্না করবে।'

'মনুয়া কে ?'

'ভৃত্য-পাচক-পরিচারক সব, চমৎকার রান্না করে।'

'কিন্তু তোমার মা যখন জানতে পারবেন—কি ভাববেন ? এমন একটি গোল্ডেন প্রস্‌পেক্ট নষ্ট করে দেব শেষকালে ?'

'না, না, কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমাকে ; এক নম্বর : মনুয়া, বা আমার মা'র রাঁধবার প্রৌঢ় ব্রাহ্মণী—কোনো দিন ওরা মুখ খুলবে না, আর যদি বা কিছু বলে—আমার মা কোনো দিন কিছু বলবে না, চল।' সুকান্ত তার হাত ছেড়ে দিল।

মিনিট দশেকের পথ, হেঁটেই এল ওরা। কাছ থেকে দূর থেকে —অনেকদিন রমলা বাড়িটা দেখেছে ; আজ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় বুকের মধ্যে তার হাতুড়ি-পেটা শুরু হল। পালিশ-করা দেওয়াল, চকচকে রেলিং, ঘষা-কাচের শার্শি। কোনো একদিন এমনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসবে সে, খালি পায়ে ? না, পায়ে

জুতো থাকবে ? চট করে ঠিক করতে পারল না রমলা। হালকা সবুজ রঙের পর্দাটা তুলে ধরল সুকান্ত, হাসিমুখে বলল, 'আসতে আজ্ঞা হোক।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে ঘরে ঢুকল রমলা, ঝকঝকে, সাজানো ঘর দেখে মুগ্ধ হল সে। 'ওটা স্নানের ঘরের দরজা, যদি স্নান করতে চাও, স্বচ্ছন্দে। বোস, রমলা, ঘরে লক্ষ্মী এল এতদিন পরে, কি দিয়ে লক্ষ্মীর অভ্যর্থনা করি! আমার ত ধূপ-চন্দন বা ফুলের যোগার নেই।'

রমলার মুখে রক্তাভা দেখা দিল। 'এ-ঘর তোমার, যেখানে খুশি বসে পড়, স্নানের জন্য শাড়ি দিতে পারব না, কিন্তু ধোপার বাড়ির শান্তিপুরী ধুতী দিতে পারি।'

রমলা বলল, 'আমি স্নান করেই বেরিয়েছি, সকালে স্নান করা আমার অভ্যাস।'

'বেশ! কই, বোস!'

রমলা খাটের উপর বসল পা ঝুলিয়ে, 'এদিকে তুমি ত কম শৌখিন নও!'

'শৌখিনতা কি দেখলে রমলা?' টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা কলম বার করল সুকান্ত, 'এই নাও। তুমি বলেছিলে তোমার কলম হারিয়ে গেছে!'

কলমটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল রমলা, 'এত দাম দিয়ে কলম কিনে ফেললে, সু?'

'কি আর দাম? যখনই দেখবে—মনে পড়বে আমার কথা!'

'তা ছাড়া আর মনে পড়ত না, না?'

হাত-ঘড়ি দেখল সুকান্ত, 'এখন আটটা বাজে, কি খাবে বল? যা তোমার খেতে ইচ্ছে করে, চা ত হবেই, ছুটির দিনের দ্বিতীয় কাপ, টোস্ট, বিস্কিট, ডিম হাতের কাছেই আছে, তা ছাড়া গরম সিঙ্গাড়া, নিমকি, সন্দেশ, রসগোল্লা—'

'থাম। এত সমারোহের কি আছে? চা টোস্ট হলেই হবে, হাংগামা কোরো না।'

'বেশ চা-টোস্ট আর ডিমের কথা বলে দিই, ওমলেট না সিদ্ধ?'

'ওমলেট।'

রান্নাঘরেই পাওয়া গেল মনুয়াকে, সুকান্ত তাকে যথারীতি নির্দেশ দিয়ে এল। কলমটা রমলার ব্লাউজে আটকানো; কাঁধের আঁচলটা নামিয়ে দিয়েছে সে; রাস্তায়, এমন কি কলেজে সব সময়েই তার কাঁধে আঁচল থাকে।

সুকান্ত তার পাশেই বসল তেমনি পা ঝুলিয়ে একটা হাত রমলার কাঁধের উপর রেখে।

রমলা সরে বসবার চেষ্টা করল, অস্ফুট গলায় বলল, 'কেউ এসে পড়বে।'

'এসে পড়বার কেউ নেই, বাড়িতে মনুয়া ব্যস্ত, ব্রাহ্মণীর ছুটি, আসবেটা কে? দরজাটা বন্ধ করে দেব।'

'না, না, দরজা বন্ধ করবে কেন?' প্রায় ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল রমলা।

সুকান্ত জোরে হাসল রমলার ভয় দূর করবার জন্য। 'এমন ঘাবড়াবার কি আছে? তোমায় কি হরণ করে নিয়ে এসেছি? না, তোমার ধর্মহানির উদ্যোগ করছি!'

রমলা লজ্জিত হল, মনে হল তার: ট্যাক্সীতে বা রেস্তরাঁর কেবিনে সে ত' এমন আঁৎকে ওঠেনি কোনো দিন! হঠাৎ এ কি হল তার? সুকান্তর সংগে তার ত নূতন পরিচয় নয়। দুর্বল গলায় সে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, সু, এমনি হঠাৎ বলে ফেলেছি! ভয় পেয়ে বলেছি তা নয়, তোমার কাছে ভয় করার মত হাস্যকর আর কি থাকতে পারে!'

'যাক গে।' সুকান্ত রমলার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে অনেকখানি সরে বসল।

আর—এর জন্য রমলা আহত হল, যেন নিখুঁত কোনো গানের তাল কেটে গেল, হঠাৎ। তাকাল সে সুকান্তর মুখের দিকে। ততক্ষণে মুখের রেখাগুলি রীতিমত কঠিন করে তুলতে পেরেছে সে। একি হল? আশংকায় ব্যাকুল হয়ে উঠল সে, এমন একটি সোনার দিনকে সে কি নষ্ট করে দিল না কি! সুকান্তর সংগে এমন একটি নির্জন ঘর, এমন একটি বিরল ক্ষণ সে কি বহুদিন মনে মনে কল্পনা করেনি? শব্দহীন, বাধাহীন কয়েকটি নিভৃত মুহূর্ত? শুধু চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকা; মৃদু, অস্পষ্ট ভাষায় হৃদয়ের অব্যক্ত-গুঞ্জন! নিঃশব্দতা! শব্দহীন বাতাসের অনাগোনা! সাদার্ন অ্যাভিন্যুর গাছ থেকে একটি ঘুঘুর উদাস ডাক, কিংবা একটি চোখ গেল; বা রাত্রির ইস্পাত নীল আকাশে তারাদের ফিস্‌ফিস্! অসহ্য এক আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠল রমলার সারা অন্তর; সে সুকান্তর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, সামনে ঝুঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে, ওর বুকের মাঝখানে সুকান্তর মুখ, সুকান্তর ঘন চুলের মধ্যে মুখ রাখল রমলা।

নিঃশব্দতা, শব্দহীন বাতাসের আনাগোনা; সাদার্ন অ্যাভিন্যু থেকে ঘুঘু বা চোখ গেল পাখির ডাক নয়, মোটরের হর্ন।

আস্তে আস্তে রমলা সুকান্তর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। বন্ধন ঠিক নয়, সুকান্ত আলগা হাতে বেষ্টন করেছিল মাত্র!

মনুয়া গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল চা আনবে নাকি।

সুকান্ত বলল, হ্যাঁ, চা আনবে বৈ কি!

চা এল, তারপর খাবার।

'ভাল করে পা তুলে বোস, রমলা।'

বিছানায় বসে ওরা চা-পর্ব শেষ করল।

তারপর গল্প করল এগারোটা পর্যন্ত!

'স্নান করবে না—ঠিক ত?'

'না, তুমি যাও স্নান করতে, পরে আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে নেব।'

সুকান্ত গেল স্নান করতে।

ছোট খাবার ঘরে আনন্দ করে ওরা আহার শেষ করল।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রমলা বলল, 'এবারে আমি যাই, তুমি বিশ্রাম কর।'

'এই রোদে তোমার বাড়ি ফেরবার কি দরকার পড়ল? তুমি ত বাড়িতে বলেই এসেছ। বিশ্রাম কর, ঘুমাও, বিকেলে সিনেমা দেখে বাড়ি যাবে, সিনেমায় যদি না যেতে চাও, চা খেয়ে বাড়ি চলে যেও।'

রমলা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল তোয়ালেটা হাতে নিয়ে, সুকান্ত হাত বাড়িয়ে তোয়ালে নিয়ে আলনায় রাখল, 'তুমি এ-ঘরে বিশ্রাম কর, আমি মা-র ঘরে যাচ্ছি, ঐ আলমিরার নিচের তাকে কিছু বই আছে, দেখত পার।'

'তোমার অসুবিধে হবে, আমি তোমার মা-র ঘরে শুচ্ছি।'

'না, আমার কোনোই অসুবিধে হবে না, তুমিই যখন আলাদা ঘরে রইলে তখন আর আমার অসুবিধেটা কি? পরম শান্তি, আমারও, তোমারও।' সুকান্ত হাসল।

কিন্তু—তখনও রমলা দাঁড়িয়ে রইল।

খুব হালকা গলায় সুকান্ত আবার বলল, 'অত হাংগামা কি দরকার? এমন কি বিরাট সমস্যা এটা—যার জন্য দু'জনে দাঁড়িয়ে মাথা খারাপ করে ফেলছি। খাটটি ত বেশ বড়ই, দুজনে একসংগে শুতে আপত্তিটা কিসের?' কথা শেষ করে হেসে উঠল সে।

রমলা ঠিক হাসতে পারল না, একটা প্রফুল্ল ভংগি করল মাত্র। লুব্ধ দৃষ্টিতে সে একবার খাটের দিকে তাকাল, তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে, সুকান্ত তার পিছনে এসে আঁচলটা ধরে ফেলল, 'চলে যাচ্ছ কেন?'

রমলা মুখ নিচু করে রইল, আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে।

সুকান্তর মা'র ঘরে গিয়ে ঢুকল, দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল।

খাটের উপর সুজনী পাতা ছিল, হাত দুটি মাথার উপর ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজল সে। ঘুমিয়ে পড়ল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল! উঠে বসল সে। দরজাটার দিকে চোখ পড়ল তার, তেমনি ভেজানো। বাইরে এল সে। রান্না-ঘরের পাশে স্নানের ঘরে মুখটা ধুয়ে নিল। ছেলেটি, মনে হল, চা তৈরী করছে।

সুকান্ত জানালার ধারে চেয়ারটা নিয়ে বই পড়ছিল, রমলার পায়ের শব্দে চোখ তুলে হাসল; 'ঘুম হল? বেশ নিশ্চিন্ত ঘুম?'

'তুমি ঘুমাওনি?' রমলা চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়াল।

'এই সামান্য একটু তন্দ্রা। বোস, চা আনতে বলেছি!'

রমলা বসল অন্য চেয়ারে।

'ছ'টার শো-তে ছবি দেখবে? না বাড়ি যাবে?'

'বাড়িতেই যাই, পড়াশুনো যখন নেই—তখন সংসারের কাজে মা'কে একটু সাহায্য করি, খুশী হবেন।'

'বেশ! সেই বুধবার পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তুমি আসবে কিন্তু, মা'র সঙ্গে দেখা করবে, আমিই নিয়ে আসব তোমায়। কেমন?'

রমলা ঘাড় নাড়ল।

চা এল; তার সংগে নিমকি আর রসগোল্লা।

'এত খাওয়া যাবে কেমন করে?' রমলা অনুযোগ করল।

'এমন কিছু নয়, খেয়ে ফেল। সেই কখন ভাত খেয়েছ, আমার ত প্রায় ক্ষিধে পেয়ে গেল!'

'তোমার ত সব সময়ই ক্ষিধে!'

'তবু ত ভাল—পেটের ক্ষিধেয় খাবার মেলে!'

রমলা সুকান্তর এ-মন্তব্য না-বুঝবার ভান করে একটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিল। এক সময়ে সে বলল, 'তুমি কিন্তু আর দেরি কোরো না, সু।'

সুকান্ত হাসল। বলল, 'না দেরি হবে না, বুধবারেই মা'র সংগে কথা পাকা করে ফেলব, তারপর একদিন মা-ই না হয় যাবে প্রস্তাবটা নিয়ে তোমার মা'র কাছে।'

খুব সুখের কথা, ভাবল রমলা, আশাতীত সুখ; এমন সুখ রাখবার জায়গা নেই তার।

মন্নুয়া চায়ের ট্রে নিয়ে গেল।

সুকান্ত দাঁড়াল। তাকাল একবার রমলার দিকে। এগিয়ে গিয়ে দরজায় খিল দিল। রমলা চমকাল একটু। খাটের কাছে দাঁড়িয়ে সুকান্ত মৃদু গলায় ডাকল, 'এখানে আসবে?'

রমলা এল চেয়ার ছেড়ে, সুকান্ত ততক্ষণে উঠে পড়েছে খাটের উপর। রমলা খাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুকান্ত তার কোমর ধরে জোরে আকর্ষণ করল, নিতান্তই জোরে, বিস্মিত হবার আগেই রমলাকে সুকান্তর পাশে উঠে আসতে হল। আর যাই করুক সুকান্ত, সে যে এমন করে জোর প্রয়োগ করবে, এটা সে বিশ্বাস করতে পারল না।

জানালার বাইরে স্পষ্ট দিনের আলো। কাক ডাকছে, রাস্তায় মোটরের হর্ন, কলতলায় অস্পষ্ট বাসন-মাজার শব্দ। সুকান্তর দুটি-হাত রমলার খোলা পিঠ পর্যন্ত পৌঁচেছে। আড়াই বছর পরে রমলার মনে হল সুকান্তর নখগুলি বড় আর ধারালো। অন্ধকার, নির্জন রাস্তায় বা রেস্তরাঁর কেবিনে কোনো দিন এমন আতংকিত হয়ে ওঠেনি সে। সেখানে শ্লীলতা বা শিষ্টতার কোনো প্রশ্ন জাগেনি তার মনে, কিন্তু আজ বহু-গোপন-প্রার্থিত মুহূর্তে সে যেন চরম পরীক্ষার মুখোমুখি এসে পড়ছে; প্রতি মুহূর্তে আবেগহীন বাসনা আর প্রেমহীন ভালবাসার নিষ্ঠুর পীড়নে অসীম যন্ত্রণা অনুভব

করতে লাগল। সুকান্তর অন্তত: একটি হাত সরাবার জন্য যথেষ্ট জোর প্রয়োগ করল সে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তবু—তার মনে হল, বড় কারণে এটুকু অপমান সে সহ্য করতে পারবে, অন্তত: তার পারা উচিত। কিছুটা অধিকার সে এই একটি মাত্র পুরুষকে নিজেই একদিন দিয়েছিল। তার সামান্যতম মূল্য তাকে দিতে হচ্ছে—এই সান্ত্বনাটুকুই তার মনকে প্রবোধ দিল। কিন্তু কতটুকু মূল্য! কতটুকু সুকান্তর চাওয়া? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে তার মেরুদণ্ড শিরশির করতে লাগল। যেন একটা ঠাণ্ডা সাপ তার পিঠের মধ্যে ল্যাজ নাড়ছে প্রবল বেগে। সুকান্তর হাত সরিয়ে দিল সে; আবার আক্রমণ করল সুকান্ত; রমলা এই সুযোগে সুকান্তর অন্য হাতের বন্ধনটা আলগা করে খানিকটা সরে আসতে পারল।

নির্দয় আকর্ষণে শাড়িটা অনেকখানি ছিঁড়ে গেল। রমলা উঠে বসল এক ঝটকায়, বুকের কাছে দু'হাঁটু চেপে। খোলা চুল, খোলা জামা, লুটানো শাড়ির আঁচল। সুকান্ত আধ-শোয়া অবস্থায় রমলার দু'বাহু ধরে টান মারল। রমলা পড়ল তার বুকের উপর। শাড়ির একই প্রান্ত ধরে দু'জনে টানাটানি করতে লাগল, শাড়িটা আরও খানিকটা ছিঁড়ে গেল; সুকান্ত সোজা হয়ে বসে চড় মারল রমলার গালে, একটি চড়ে শান্ত হল না সে, আবার মারল আরও জোরে। সুকান্ত দেখতে পেল না ওর দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মুখের ভিতর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে! আরও কুৎসিৎ, আরও নোঙরা মনে হল সুকান্তর সমস্ত ব্যাপারটা। নিজের উপর অসহ্য রাগ হল তার। আর সেই প্রতিক্রিয়ায় সে রমলাকে ধাক্কা মারল খাট থেকে। রমলা ছিটকে পড়ল মাটিতে, মাথা সামলাতে গিয়ে চোট লাগল কনুই আর হাঁটুতে। অসহ্য যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীরটা বার বার মোচড় দিয়ে উঠল। তবু—মুখ দিয়ে সামান্যতম শব্দও সে উচ্চারণ করল না; আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুকান্তর চোখে পড়ল

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ওর চিবুকের পাশ দিয়ে; এক মুহূর্তে মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। খাট থেকে নেমে পড়ল। কেমন করে, কি ভাবে এমন পাশবিক ব্যবহারের ক্ষতি-পূরণ করবে সে? রমলা তখনও মাটি থেকে উঠে বসতে পারেনি, সুকান্ত ওর গায়ের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু ওকে স্পর্শ করে দ্বিতীয়বার কলুষিত করবার তার সাহস হল না। হাত সরিয়ে আনল সে। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়াল রমলা। মুখের রক্তটা আঁচলে মুছে, কাঁধের উপর ফিতে আটকে, জামার হুক লাগাতে লাগাতে সে বেরিয়ে এল বারান্দায়। দু'প্রান্তে তাকাল একবার। ছেলেটিকে দেখা গেল না, রান্নাঘরের পাশে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর কল খুলে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুল সে, যতক্ষণ না রক্ত বন্ধ হয়, আঙুলের স্পর্শে বুঝতে পারল দাঁতের ধাক্কায় গালের ভিতরে খানিকটা কেটে গিয়েছে। শাড়িটা খুলে ফেলল, ছেঁড়া সামলে আবার পরতে বেশ বেগ পেতে হল তাকে। ভাল করে দেখল সে, রক্তের দাগ আর ছেঁড়া অংশটুকু কোনো রকমে ঢাকা পড়েছে। দরজা খুলে বাইরে এল সে। খোঁপা বাঁধল, অনেকগুলি চুলের কাঁটা খোয়া গেছে।

পা টিপে টিপে সুকান্তর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল, চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল রমলা, কেউ শুনল না তার চটির শব্দ! এমন কি সে নিজেও না।

চীনে রেস্তরাঁয় সাত্ত্বিক ডিনার খাবার পর একটা ঢেকুর প্রায় উঠে আসছিল। রুমালটা ঠিক সময়ে মুখে চাপা দিয়ে শব্দটা সভ্য

ভাবে চাপতে পারল সুকান্ত, জিজ্ঞেস করল, 'আধ পেগ হুইস্কী হবে না কি ?'

মন্দাকিনী ঘাড় দুলিয়ে হাসল, নীচু-গলার জামা, গোলাপী চামড়ার উপর হীরে ঝলসাচ্ছে, আর লাল চুনীর দ্যুতি। বেগুনী-রঙের সিফন, তার নিচে হাতা-হীন ব্লাউজ, শালিক পাখির ঠোঁটের রং। 'হুইস্কী! আধা পেগ কি হবে? পুরো পেগ অর্ডার দাও, ইট্‌স্‌ অন মী।'

'ডোন্ট্‌ বদার। বয়!'

দু'পেগ হুইস্কীর পর সুকান্ত আবার অর্ডার দিচ্ছিল, মন্দাকিনী হাতের ইশারায় বারণ করল, 'ওসব অটো-ইরটিক প্লেজার, সু, যাই তুমি বল, ওতে নৈরাশ্য আটকানো যাবে না, ব্যাপারটা কি? হোয়াটস্‌ ইটিং ইউ?'

টেবিলের উপর হাত ছিল মন্দাকিনীর, সুকান্ত তার কয়েকটি আঙুল স্পর্শ করে বলল, 'আমায় বিয়ে কর, মন্দা!'

মন্দাকিনী তাকাল, কাঁধের উপর আঁচল দিয়ে বলল, 'আজ তিন তারিখ, পঁচিশে জুন আমাকে ভারতবর্ষ ছাড়তে হবে। আমাদের অফিসের লণ্ডন ব্রাঞ্চে ছ'মাস শিক্ষানবিশী করতে হবে, একটা স্পেশালাইজড্‌ জব, তারপর এখানে একটা সেক্‌শনের বড় গিন্নী, কিছু তলব-বৃদ্ধি! বুঝলে? এই হচ্ছে পরিস্থিতি!'

'অভিনন্দন জানাচ্ছি, মন্দা, সত্যিই আনন্দিত হলাম। কিন্তু ছ'মাস পরে ত' তোমার মত বদলাতে পারে, ইচ্ছে হতে পারে বিয়ে করবার, আমি অপেক্ষা করব, তোমারই জন্য!'

'করবে?'

'নিশ্চয়! তা ছাড়া আমার আর কিছুই করবার নেই, এটা তুমি বিশ্বাস করতে পার।'

'দেখ, এর মধ্যে কোনো সুন্দরীর যদি সাক্ষাৎ পেয়ে যাও, মত যদি তোমার বদলায়!'

'না, বদলাবে না,' নিতান্ত দৃঢ় গলায় ঘোষণা করল সুকান্ত, হয়তো পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই। 'তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি, তোমারই জন্য।'

দাম চুকিয়ে বাইরে এল ওরা; তারপর ট্যাক্সীতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল; একটি কথা বলল না ওরা; সুকান্ত একবারও স্পর্শ করল না মন্দাকিনীর হাত।

বুধবার, কি একটা উপলক্ষে সুকান্তর ছুটি। সাতটার সময় রাস্তায় এল, রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে পায়চারী করল কয়েক মিনিট, রমলাকে দেখা গেল না। আগের দিন যে-জায়গায় দেখা হয়েছিল —সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, ঘড়ি দেখল, সাড়ে সাতটা বাজে; সিগারেট ধরাল, শেষ করল; আবার একটা ধরাল; রমলাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল; কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রইল—যেখান থেকে ছোট, একতলা বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। বাজারের থলি-হাতে রমলার বাবা বেরুলেন, লেকবাজারেব দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। মনে আছে: নিউ মার্কেট থেকে এক সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে সবে তারা লিণ্ডসে স্ট্রীট দিয়ে কয়েক পা হেঁটেছে, এমনি সময়ে ভদ্রলোকের সংগে একেবারে মুখোমুখি দেখা, রমলার একখানি হাত তখনও তার মুঠোর মধ্যে! হাত ছেড়ে দিয়ে একটু পিছনে সরে দাঁড়িয়েছিল সে। দু'তিন মিনিট কেটে যাবার পরও ভদ্র-লোকের বিস্ময় যায়নি। রমলা বলেছিল, আমার বন্ধু বিচিত্রার দাদা, আর—আমার বাবা। ভদ্রলোক শুধু বলেছিলেন—এমন ঠাণ্ডায় এই পাতলা জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস?

এর পর যে-ছেলেটি বেরুলো—চেহারা দেখে মনে হল রমলার ছোট ভাই, এক মুহূর্তের জন্য সুকান্তর ইচ্ছা হল ওর কাছে রমলার খবরটা নেয়; কিন্তু ভরসা পেল না। বড় বেশি-রকম স্মার্ট ছেলেটি।

নিচের দুটি ঘরের চারটি জানালায় পর্দা খাটানো; পুরো একটি ঘণ্টা সে তাকিয়ে রইল জানালাগুলির দিকে, যদি একবার অন্ততঃ রমলা পর্দা সরিয়ে দাঁড়ায় জানালার কাছে, বা আসে দরজার বাইরে। শেষকালে তার মনে অদ্ভুত এক সন্দেহ হল—রমলা বোধ হয় বাড়িতেই নেই, বোধ হয় গেছে বেড়াতে কলকাতার বাইরে।

সুকান্ত বাড়ি ফিরল। সারাদিন বাড়িতেই রইল সে; মন্দাকিনী গেছে দিল্লী, তার মা-বাবার সংগে দেখা করতে, কুড়ি তারিখ ফিরবে। মন্দাকিনীর জন্য অপেক্ষা করবে, সে অবশ্য এমন প্রতিশ্রুতি দিতে চায়নি, সে সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারে, মন্দাকিনীর তাতে আসে-যায় না কিছুই। কোনো দিন হ্যাঁ বলবে না সে। মন্দাকিনীর সংগে তার বিয়ে যদি হয়, সেটা হবে একটা দুর্ঘটনা, তার নয়, মন্দাকিনীর জীবনে। তার জীবনে সেটা হয়তো একটা স্মরণীয় দিন, কিন্তু মন্দাকিনীব তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের একদিন। হয়তো বিলেত থেকেই বিয়ে করে ফিরবে সে, বলা যায় না কিছুই, ওর পক্ষে সবই সম্ভব। অতএব রমলাকেও হারালে তার চলবে কেমন করে? কি নিয়ে সে থাকবে? কোথায় পাবে এমন সবুজ স্নিগ্ধ সান্নিধ্য? এমন করে হৃদয়ের দাব-দাহ শীতল করবে কে?

সন্ধ্যেবেলা আবার সে রমলাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘুরে বেড়াল। তাবপর গেল লেকে, বসে রইল সেই গাছতলায়; অন্ধকার ঘনিয়ে এল, বিষণ্ণ ম্লান অন্ধকার। লেকের জলে তেমনি হাজার তারা জ্বলজ্বল করছে, গাছের মাথায় তেমনি অস্পষ্ট মর্মর; পাঞ্জাবীর পকেটে সেই কলমটি—যেটা সেদিন রমলা ফেলে গেছে তার বিছানার উপর, কলমের সংগে ফেলে গেছে তার ভালবাসা, স্নেহ, বন্ধুত্ব! আর রেখে গেছে ঘৃণা; কেমন যেন সারা মন দিয়ে সুকান্ত অনুভব করতে পারে এই ঘৃণা। জীবন থেকে এমন একটি মলিন, অশিষ্ট দিন সে যদি বাদ দিতে পারত—চিরকালের জন্য!

ঘড়ি দেখল, আটটা; উঠে পড়ল সে। বাড়িতেই এল; চোখে

চশমা লাগিয়ে তার মা নিত্যময়ী রামায়ণ পড়ছিল, সুকান্ত পাশে বসে পড়ল মাটিতেই।

নিত্যময়ী রামায়ণ বন্ধ করল, চশমাটা খুলে খাপে ঢুকিয়ে রাখল 'মাটিতে বসলি কেন ? আসনটা নিয়ে বোস !'

'মাটিতেই বেশ, তোমার পড়ায় বাধা দিলাম, মা।'

'না কিছু না, কি বলবি ?'

'আমার কি বিয়ের বয়েস হয়নি, মা ?'

'কে বলছে হয়নি ?'

'তবে ?'

'তবে কি ? গেল বছর বারীন ঘোষের মেয়ের জন্য মাথা ফাটাফাটি করলাম সবাই, বিয়ে করলি কোথায় ? মেয়েটি দেখতে শুনতে সুলক্ষণা ছিল ; বারীন বাবু তোর বাবার অফিসে চাকরি করেছেন, অতি সৎ লোক !'

'বারীন বাবুর মেয়ে ছাড়া আর কি মেয়ে নেই সংসারে ?'

'কোথায় আছে, বল্ না ?'

'আছে, সতেরো নম্বর মনোহরপুকুর রোডে হলদে রঙের ছোট একতলা বাড়িতে, মেয়ের নাম রমলা বিশ্বাস, বয়স—একুশে পড়েছে, এম, এ, দেবে। বাড়িটা নিজেদের, বাবা পোর্ট কমিশনার্স অফিসে চাকরি করেন। সজ্জন ব্যক্তি, মেয়েটি নীরোগ, স্বাস্থ্যবতী আর লাবণ্যময়ী। তাই বলছিলাম কি—তুমি একদিন যাও মা, ওঁদের বাড়িতে, অবশ্য একটু বেনিয়মী ব্যাপার হয়ে যাবে, চিরাচরিত প্রথামত পাত্রীপক্ষ থেকেই প্রথম প্রস্তাবটা আসা উচিত, আমরা না হয় নিয়মটা একটু শিথিল করলাম, মা। তোমার আপত্তি নেই ত ?'

'না, আপত্তি নেই। বেশ সামনের রোববার যাওয়া যাবে বিকেলের দিকে !'

'আমি তোমায় গাড়িতে পৌঁছে দেব, মা, তারপর তুমি ত একাই ফিরতে পারবে।'

'খুব, বাড়িটা চিনিয়ে দিলেই হবে।'

'আমাদের কিন্তু এক পয়সা দাবি-দাওয়া নেই, বুঝলে?'

'কিন্তু যদি ওঁরা স্বেচ্ছায় মেয়েকে গয়নাগাঁটি দিতে চান? বা অন্য যৌতুকাদি?'

'কিসছু নয়, মা, একটি ফুটো পয়সাও নয়, বুঝলে?'

'তোর সংগে ভাব হল কি করে রে?'

'সে হয়ে গেছে মা, হঠাৎ।'

'জিজ্ঞেস করেছিস তাঁকে, বিয়ে করবে ত ঠিক?'

চট করে উত্তর দেবার আগে থামল সুকান্ত; তার মা'র প্রশ্নটা মনে মনে নাড়াচাড়া করল; এমন প্রশ্ন তার মনে কোনোদিন জাগেনি, নির্ভীক গলায় উত্তর দিতে পারল না, কিন্তু বলতে হল, 'করবে মা, কেন করবে না?' হো হো করে হেসে উঠল সে—যেন নিজের আশংকাটা দূর করবার জন্যই, 'এমন পাত্র ওরা পাবে কোথায়?'

কয়েকটা দিন তার নিতান্তই উদ্বেগের মধ্যে কাটল, না, আর কোন দাবি নেই তার, তাই দূত-মারফত এই অনুরোধ, অনুরোধও নয়, বিনীত প্রার্থনা। শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ল সুকান্ত—মন্দাকিনীর আশা নেই। ছ'মাস পরে বিলেত থেকে সে যে ফিরবে তারই বা স্থিরতা কি? আর ফিরলেই যে বিয়েতে রাজি হবে—এমন কোনো কথা নেই। তার চরিত্রের এক হীন পরিচয় সে কি মন্দাকিনীকেও দেয়নি কোনো এক অশুভ দিনে? যদি সে একবার অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্য রমলার সংগে দেখা করতে পারত! তার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে রাজি করাতে বেগ পেতে হত না। হ্যাঁ, ক্ষমাই চাইত সে। ভালবাসে সে, বিয়ে করবে, তাই না এমন অসংযম সে প্রকাশ করতে পেরেছিল। শুধুমাত্র রমলার উপরেই ত তার কিছুটা অধিকার আছে, সে-ই ত' তাকে দিয়েছে এমন অন্তরংগ হবার স্বাধীনতা!

মা'কে রমলাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সেই যে বিছানায় পড়ে রইল সুকান্ত, আর এক পেয়ালা চা তৈরী করতে বলবে কিনা—এটা ভাবতে ভাবতে যখন ঘণ্টা খানেক কেটে গেল, তখনও সে উঠল না বিছানা থেকে। কিন্তু শুয়েও স্বস্তি পেল না, সারা বিছানায় যেন কাঁটা ছড়ানো, বকের পালকের মত সাদা আর নরম বিছানায় যে এত যন্ত্রণা—এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। প্রত্যেকটি শব্দ তার কানকে প্রতারণা করে চলেছে, কোনো শব্দই তার মা'র পায়ের শব্দ নয়। চারটের সময় সে তার মা'কে পৌঁছে দিয়ে এসেছে রমলাদের বাড়ি। এখন—সাতটা বেজেছে নিশ্চয়। যদি তার মা'র প্রস্তাবটা ওরা সরাসরি বাতিল করে দিত—তাহলে এতক্ষণে ত ফিরে আসা উচিত ছিল। কিন্তু—অন্ধকারে, ছটফট করতে করতে সে না ভেবে পারল না—পাত্র হিসাবে নাকচ করে দেওয়াটা কি একটু শক্ত হবে না ওঁদের পক্ষে? রমলা? যা-ই ঘটে থাক—রমলা কি এত সহজে তাকে ত্যাগ করতে পারবে? পারবে? এই প্রশ্নটাই ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলতে লাগল তার মাথার মধ্যে: পারবে রমলা? তাহলে? তাহলে কি করবে সে? মন্দাকিনীর কথা ভাববার চেষ্টা করল। মন্দাকিনী এখনও দিল্লীতে, আগামী সপ্তাহে আসবার কথা। পঁচিশ তারিখ সে চলে যাবে। আর রমলাও থাকবে না তার জীবনে, কোথাও। এবারে সত্যিই পায়ের শব্দটা সে শুনতে পেল, বাইরে, বারান্দায়।

'কি রে! এমন সময় শুয়ে আছিস কেন? শরীর খারাপ করল না কি?' বাতির সুইচ টিপল নিত্যময়ী।

তৎক্ষণাৎ চোখ খুলল না সুকান্ত, তেমনি পড়ে রইল!

নিত্যময়ী এগিয়ে এসে তার কপালে হাত রাখল।

সুকান্ত উঠে বসল, যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল এতক্ষণ। 'না, শরীর খারাপ হয়নি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বোস, মা।'

নিত্যময়ী খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসল। বলল, 'বড় ভাল

লোক ওঁরা, কত্তা গিন্নি হু'জনাই। বিয়ে হলে চমৎকার হবে। দেখলাম মেয়েটিকে, ভারি মিষ্টি চেহারা, ডাকতেই গায়ের কাছে এসে বসল, ওঁরা ত খুবই রাজি, কিন্তু মেয়েটি ত' একবারও হাঁ বলল না।'

'না বলেনি ত? শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কি?' বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ হয়ে পড়ল সুকান্তর গলার শব্দে। একটু লজ্জিত হল সে।

'কত্তা বললেন—মেয়ে ত' তাঁর ছোট্টটি নয়। মেয়ের মতামতই সব। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে ওঁরা হু'একদিনের মধ্যে খবর দেবেন। হ্যাঁ রে! তোর সংগে ভাব আছে ত বিয়েতে রাজি হচ্ছে না কেন?'

'রাজি না হয়ে যাবে কোথায়? দর বাড়াচ্ছে। তবে কি জান মা! আজকালকার মেয়েরা ভাব করতে ওস্তাদ, বিয়ের বেলা ওরা সাতবার ভাবে! রাজি ঠিক হবে!'

সুকান্ত নকল বিশ্বাসের সংগে বলল বটে, কিন্তু মনে মনে একেবারেই ভরসা পেল না। তার মনে হয়েছিল ঐ শান্ত নম্র মেয়েটির মনটা প্রয়োজনে ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠতে পারে। আজ সে-বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হল। নিত্যময়ী বলল, 'দেখা যাক কি বলে। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে! আমি যাই, আহ্নিকের দেরি হয়ে গেল।'

সুকান্তরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইতিমধ্যে যেমন করে হোক রমলার সংগে তার দেখা করতে হবেই। মুখে না বললেও মনে মনে খুশী হবে তার মা। কিন্তু নিজের কাছে জবাবদিহি করবার কি রইল তার? কি থাকবে? রমলা কি সত্যিই তাকে এমন অপমান করতে পারে? তার সম্মান, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—সবই কি রমলা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে না কি?

নাম-লেখা, হালকা সবুজ প্যাড আর কলম নিয়ে সে বসল টেবিলে। রমলাকে চিঠি লিখল—প্রানমন উজার করে দিয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক লাগল তার তিন পৃষ্ঠা চিঠি শেষ করতে। এক পৃষ্ঠা ক্ষমা, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নূতন করে প্রেম-নিবেদন, তৃতীয় পৃষ্ঠায় বিবাহের আবেদন। সুন্দর করে নাম আর ঠিকানা লিখল সে; রাস্তায় এল, ডাক-বাক্সে ফেলল চিঠি; রাত প্রায় দশটা, রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। হাঁটতে হাঁটতে রাসবিহারী এ্যাভিন্যুতে এসে পড়ল সে। রমলাদের বাড়ির একেবারে সামনে দিয়ে হাটাহাঁটি করল বার কয়েক। রাস্তার দিকে দুটো ঘরেই আলো জ্বলছে। সাড়ে দশটা নাগাদ একটি ঘরের বাতি নিবল। প্রায় জনশূন্য পথ। শুধু তারই জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর গাছেব পাতার শব্দ! ও জানে, যে-ঘরে আলো জ্বলছে, সেটা রমলার ঘর। বই পড়া অভ্যাস তার—অনেক রাত পর্যন্ত! সে নিজে তাকে এই সেদিন পর্যন্ত বই কিনে দিয়েছে। সুকান্ত ঘড়ি দেখল। সোয়া এগারোটা, কেমন এক অদ্ভুত খেয়াল হল তার—যতক্ষণ না বাতি নিববে—ততক্ষণ সে এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে পথের ধারে। সে জানে কাল সকালে ঘুম ভেঙে এই পাগলামীর জন্য সে হাসবে, নিজেকে ধিক্কার দেবে, তবু আজ রাত্রে সে বাড়ি ফিরে যেতে পারল না। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার অপর প্রান্তে। এক প্যাকেট সিগারেট কখন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে বাতিটা হঠাৎ নিবে গেল। অন্ধকার ঘর, জানালার পর্দা-ক'টা হাওয়ায় দুলছে। আরও কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল সুকান্ত, তারপর আস্তে আস্তে শ্রান্ত পায়ে বাড়ি ফিরল। বার বার মনে হতে লাগল তার—পর্দাটা সরিয়ে হাত বাড়ালেই সে রমলাকে স্পর্শ করতে পারত!

সারাটা দিন সুকান্তর কাটল মন্দাকিনীর সংগে ঘোরাঘুরি করে, জিনিসপত্র কিনে। শেষ-রাত্রে দমদম বিমান ঘাঁটি থেকে প্লেন

[illegible]। সুকান্তই তাকে পৌঁছে দেবে বলল। রাত্রে মন্দাকিনীর ফ্ল্যাটে খাওয়া শেষ করে সুকান্ত যখন বাড়ি ফিরল তখন সাড়ে এগারোটা। মাকে বলল, চারটের সময় যেন জাগিয়ে দেয়। নিত্যময়ী সাড়ে তিনটা থেকে চারটের মধ্যেই উঠে পড়ে, সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে ছ'টার মধ্যে।

কিন্তু মা-র উপর ভরসা করে কিছুতেই সে ঘুমাতে পারল না, প্রায় জেগে রইল সমস্ত রাত্রি। আগের দিন একটি ট্যাক্সীওয়ালাকে ডবল-ভাড়ার লোভ দেখিয়ে আসতে বলেছে তিনটের আগে। বাতি জ্বেলে ঘড়ি দেখল সুকান্ত, পৌনে তিনটে। স্নানের ঘরে ঢুকল মুখ ধোবার জন্য, শুনতে পেল ট্যাক্সীচালক হর্ন বাজাচ্ছে। মুখ ধুয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামা-কাপড় পরে নিল সে। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালল, সিগারেট ধরাল, আলমিরা থেকে এক গোছা নোট নিয়ে পকেটে রাখল।

ট্যাক্সীতে যখন উঠে বসল সুকান্ত তখন সোয়া তিনটা। রাত্রির বাতাসে রীতিমত উত্তেজনা। ট্যাক্সী ছুটল, একেবারে নির্জন পথ। মনে হল রাস্তার বাতিগুলি পর্যন্ত তন্দ্রায় ঢুলছে। আকাশের দিকে তাকাল সে, ইস্পাত-নীল আকশে তারা ছিটানো। এমনি আকাশে উড়ে যাবে মন্দাকিনী! বুকের ভিতরটা কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল!

রাস্তা থেকে দেখতে পেল মন্দাকিনীর ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। ঠিক সময়েই এসেছে সে। চারটে পঞ্চাশে প্লেন ছাড়বে। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে সে এল উপরে, সাধারণতঃ কোলাপ্‌সিবল্ দরজায় মোটা তালা লাগানো থাকে। মন্দাকিনীর নির্দেশে দরজাটা খোলাই ছিল। মন্দাকিনীর দরজায় টোকা মেরে অপেক্ষা করতে হল না তাকে, মন্দাকিনী দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'এসো, সু! তোমাকে এমন দৌড়ঝাঁপ করাচ্ছি,—ভাল লাগছে না!'

সুকান্ত ভিতরে এল, 'তবু ত জানলাম তোমার জন্ত সামান্ত কিছু করতে পেরেছি। নাহলে এত দূরে গিয়ে মনে থাকত কেমন করে ?'

'থাকত, সু, নিশ্চয় থাকত।'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুকান্ত। হালকা সবুজ রঙের সিল্ক, খোঁপাটা আর একটু উঁচু, কনুই পর্যন্ত জামার হাতা, এ—যেন আরও শোভন, আরও সুন্দর। গলায় হীরের লকেট ঝুলছে! কালো চোখেব পাতায় মাস্‌কারা লাগানো, রক্তাভ দুটি ঠোঁট, রক্তাভ গাল —পালিশ করা নখ।

'কি দেখছ এমন করে ? বোস!'

'বিশ্বাস করতে পারি না, মন্দা, তুমি আমারই কাছে ফিরে আসবে।'

বাঁ-হাতের মুঠোয় চাবি ছিল মন্দাকিনীর। বুক-কেস বন্ধ করল সে। জানালার একটা পাল্লা খুলে দিল, মুখ বার করে রাস্তা দেখল। সুকান্ত তখনও অপেক্ষা করছে মন্দাকিনী যদি কিছু বলে, কোনো কথা, সামান্ত একটু আভাস, সামান্ত একটু আশ্বাস!

ঘুরে দাঁড়াল মন্দাকিনী, বলল, 'বোস, সু, আমার সবকিছুই বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে, কাল রাত্রেই সেরে বেখেছি সব, কটা বেজেছে ?' ঘড়ি দেখল সে, 'তিনটে চল্লিশ! রাস্তায় ট্যাক্সীটা তোমারই ত! আমি কিন্তু গাড়ি ঠিক করিনি!'

'ট্যাক্সীটা আমারই।'

'তাহলে বেয়ারাটাকে ডাকি, আমি রেডি। এক ঘণ্টায় পৌছানো যাবে না ?'

'খুব। এখন রাস্তা ত একেবারে ফাঁকা।'

মন্দাকিনী ঘণ্টা বাজাল।

দরজা খোলাই ছিল, বেয়ারাটি এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

জিনিসপত্র সামান্তই ছিল। দুটো ছোট স্যুটকেস।

শুধু জুতোটা পায়ে আটকে নিল মন্দাকিনী, 'জানালাগুলি বন্ধ কর না সু, প্লীজ!'

জানালা বন্ধ করল সুকান্ত।

বাইরে এল ওরা, মন্দাকিনী দরজায় চাবি লাগাল, সিঁড়ির কাছে দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তার হাতে চাবি দিয়ে সে বলল, 'চললাম, হীরা সিং। বাবুজীকে আমার সেলাম জানাবে।'

প্রৌঢ় হীরা সিং সস্নেহ হাসল।

ট্যাক্সী উড়ে চলল। প্রায় পনেরো মিনিট আগে তারা বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছাল। ঘুমন্ত শহর পেরিয়ে তারা যেন হঠাৎ একটি ছোট লোকালয়ে এসে পড়ল, এখানে অনেক আলো, লোক, ব্যস্ততা! না, কিছুই ঘটল না গাড়িতে, কিছুই নয়, কোনো আবেগ নয়, উচ্ছ্বাস নয়, এমন কি কোনো অন্তরংগ কথা পর্যন্ত নয়। না, সুকান্ত একবারও মন্দাকিনীর হাত তুলে নেয়নি নিজের হাতে, একটুও সবে বসেনি ওর গায়ের কাছে। পার্ক সার্কাসে ওদের মাঝখানে যে-ব্যবধান ছিল, বিমান-ঘাটিতে সেই ব্যবধান অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। শুধু তু'হাতে ছোট তুটি ব্যাগ নিয়ে লোহার রেলিংয়ের ওপাশে একটুখানি থেমে পায়ের কাছে ব্যাগ তুটি নামিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মন্দাকিনী, সুকান্ত তার হাত ধরল, একটিবার মুখের কাছে তুলে ধরবার এক তুর্জয় বাসনা অনেক কষ্টে দমন করল সে।

'গেলাম, সু।'

এবারে, এই মুহূর্তে আসল ব্যথা অনুভব করল সুকান্ত, অনুভব করল, মন্দাকিনী কতখানি জুড়ে ছিল তার হৃদয়মন। একটা লোকের কাছে থাকা আর দূরে চলে যাওয়ার মধ্যে কি গভীর পার্থক্য!

'এসো, মন্দাকিনী, শুভ ইচ্ছা!' তার গলাটা কি একটু কাঁপল?

'ধন্যবাদ!' ব্যাগ দুটি তুলে নিল মন্দাকিনী, আর একবার তাকাল।

প্লেনের আলো দেখা যাচ্ছে; একটি ঘণ্টা বেজে উঠল; আরও কয়েকটি যাত্রীর ভীড়ে মন্দাকিনীকে বার বার হারাতে লাগল সুকান্ত; সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত অস্পষ্ট চেনা গেল তাকে।

সিঁড়ি সরিয়ে নেয়া হল।

প্লেনের আলোটা যখন আকাশে হারিয়ে গেল, তখনও সুকান্ত তাকিয়ে রইল আধো-অন্ধকার শূন্যের দিকে; কিছু নক্ষত্র তখনও জ্বলজ্বল করছিল।

মন্দাকিনী কথা দিয়েছিল লণ্ডনে পৌঁছে চিঠি দেবে। তিন সপ্তার মধ্যে কোনোই খবর এল না তার। একবার ভাবল ওদের কলকাতার অফিসে খোঁজ করে, কয়েকবার টেলিফোন করতে গিয়েও রিসিভার নামিয়ে রাখল। মন্দাকিনীর চিঠির অপেক্ষায় রমলা কিছুদিন তার মন থেকে দূরে সরে রইল। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে সে ঠিক করল নিজে একদিন যাবে ওদের কলকাতার অফিসে। কিন্তু অবশেষে চিঠি একদিন এল। দীর্ঘ চিঠি—কোথায় আছে, তার থাকবার জায়গা থেকে অফিস কত দূরে, কেমন করে সন্ধ্যা কাটায়, কোথায় খাওয়া-দাওয়া করে, কয়েকজন বাঙালীর সংগে তার আলাপ হয়েছে, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে বাদ দিয়ে আর সবাই প্রায় ইতিমধ্যে প্রেম নিবেদন করে ফেলেছে, প্যারিসে গিয়েছিল বেড়াতে, লুভ্যর মিউজিয়ামে একটি ছেলের সংগে আলাপের এক ঘণ্টা পরে সরাসরি সে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। ব্যারিস্টারী পড়তে এসেছে লণ্ডনে, সাত বছর কাটিয়েছে। অপাততঃ প্যারিসে আছে। বলল, অনেক প্রণয়িনী তার, একজনকে ত প্রায় বিয়েই করে বসছিল, অনেক

কষ্টে সামলে নিয়েছে। মন্দাকিনীকে দেখবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে কি সব নকল সুন্দরীদের পিছনে সে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে। 'কিন্তু সু, এ-সবকিছু সত্ত্বেও এখানে আমি একা বোধ করছি, ভাল লাগে না কিছু, মাঝে মাঝে ভয়ানক এক নৈরাশ্য চেপে ধরে। অনেক কষ্টে এই নৈরাশ্য কাটিয়ে উঠতে পারি। আজ মনে হচ্ছে—কলকাতায় মাঝে মাঝে আমি এমনি বোধ করতাম। দিনের শেষে কোনো কোনো দিন যে-ক্লান্তি শরীরে বোধ করেছি, আজ বুঝতে পারছি, সেটা শরীরের ক্লান্তি একেবারেই নয়, পরিপূর্ণ মানসিক ক্লান্তি। সু, এখানে আমার ঘরে নির্জনে বসে তোমায় চিঠি লিখছি, আব বার বার আমার মনে হচ্ছে—মেয়েরা সারা জীবন একা কাটাতে পারে না, কাটাতে পারা উচিত নয়, যতই তারা ডিনার-ক্লাব সিনেমা বন্ধু আর অফিস করুক। একান্তই তাদের অন্তর্মুখী মন, তারা মুখে যাই বলুক একান্ত ভাবেই তারা কোনো বিশেষ একজনের সংগ চায় সংসার চায়, সন্তান চায়। তাই মনে হচ্ছে ছ'মাস পরে, কলকাতায় ফিরে এই সমস্যাটার একটা সমাধান কবে ফেলতে হবে, অন্ততঃ এই ব্যাপারটা নিয়ে জোরালো ভাবে মাথা ঘামাতে হবে। তোমারই ত ফার্স্ট চান্স পাওয়া উচিত, নয় কি ? ইতিমধ্যে কারুর সংগে ভিড়ে যেয়ো না যেন ! তবে খুব যদি বোরিং লাগে—কিছুদিন কারুর সংগে প্রেম করতে পার—সময় কাটাবার জন্য, অবশ্য তার আগে একটু বোঝাপড়া কবে নিও। ভাল থেকো, ভালবাসা নিও। মন্দাকিনী।'

বার বার চিঠিখানি পড়ল সুকান্ত, বাড়িতে নিয়ে গেল চিঠি, অফিসের জামা গায়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ল দু'বার। সন্ধ্যার পর একটা বার-এ গিয়ে একা একা সেলিব্রেট করল। এগারোটার সময় টলতে টলতে রাস্তায় এসে নামল সে। নির্জন পার্ক স্ট্রীট, দোকান থেকে নীয়ন বাতির ছটা রাস্তায় এসে পড়েছে, আকাশে

এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে, লাল আর নীল বাত্তি চমকাচ্ছে। মুখ তুলে তাকিয়ে রইল সুকান্ত, মন্দাকিনী ফিরে এল নাকি? বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল তার; লাল নীল আলো মিলিয়ে গেল শূন্যে, সাত দিনের জন্য সেও স্বচ্ছন্দে লণ্ডন ঘুরে আসতে পারে। হ্যাঁ, তাই সে যাবে, এখন সে যেতে পারে মন্দাকিনীর কাছে, নিঃসন্দেহে, নিঃসংকোচে। মন্দাকিনী যদি উত্তরমেরুতে থাকে, সেখানেও, হ্যাঁ, সে উত্তরমেরুতে যাবে। 'উত্তরমেরু যাব আমি।' বিড়বিড় করতে লাগল সে। একটা ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল ফুটপাত ঘেঁষে, 'যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, যাব!' হাত বাড়িয়ে দরজা খুলতে গিয়ে পারল না, পা টলে গেল, 'হ্যাঁ, যাব, উত্তরমেরু যাব!'

ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল, দু'একবার চেষ্টা করে উঠে বসল সে, পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

'কোথায় যাবেন?'

সাড়া নেই।

'কোথায় যাবেন, স্যার?'

'উত্তর—উত্তর মেরু, স্যার।'

ট্যাক্সী-চালক কয়েক মিনিট ভাবল; রোগটা আগেই বুঝতে পেরেছিল সে, গাড়ি থেকে নামল, জানালার ভিতরে হাত বাড়িয়ে সুকান্তর কাঁধে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, 'শুনছেন, ও মশাই?'

প্রশান্ত চোখ মেলে সোজা হয়ে বসল, 'অ্যাঁ, পৌঁছে গেছি উত্তর মেরু? বরফ কই? স্লেজ্ গাড়িতে মন্দা—মন্দাকিনী কৈ?'

'মন্দাকিনী নয় মশাই, এটা পার্ক স্ট্রীট, আপনি ট্যাক্সীতে বসে আছেন, স্লেজগাড়ি নয়, কোথায় যাবেন—সেটা বলবেন ত?' আরও একটা ঠেলা মারল সে—যাতে আবার না ঘুমিয়ে পড়ে।

'পার্ক স্ট্রীট? পার্ক স্ট্রীট কেন? আমি যাব সাদার্ন অ্যাভিন্যু; এত দূরে নিয়ে এলেন কেন?'

'সাদার্ন অ্যাভিন্যু ? ঠিক ত ?'

'আরে ঠিক মশাই ! আপনি চলুন ত !'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েও ওর সন্দেহ গেল না।

সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে চালক আবার ডাকাডাকি শুরু করে দিল, সুকান্ত একেবারে বেহুঁস। আবার সেই ধাক্কা শুরু হল ; সুকান্তকে ধাতস্থ করতে অনেক বেগ পেতে হল তাকে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে চিঠিটাই খুঁজল সুকান্ত ; পাঞ্জাবীর পকেট থেকে চিঠি বার করে পড়তে লাগল সে।

রমলা বিশ্বাস নেই তার জীবনে, কোথাও না। কোনো একদিন যে ছিল তারও কোনো চিহ্ন রইল না সুকান্তর জীবনে। অফিসে সব কাজ ফেলে লম্বা চিঠি লিখল মন্দাকিনীকে। টেলিফোন বাজছে, রিসিভার নামিয়া রাখল, কয়েকটি কেসের উপর "জরুরি" ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে কাগজের টুকরোগুলি ঢুকিয়ে রাখল পকেটে ; হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে একটি ভদ্রলোক এল দেখা করতে, কার্ডটির উপর একবারমাত্র চোখ বুলিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠাল বাড়িতে দেখা করতে। বাঁশি বাজছে, আশ্চর্য এক বাঁশি বাজছে তার হৃদয়ে, মনে, শরীরেব সমস্ত স্নায়ুতে ; ঘর-ছাড়ানো, কূল-ছাড়ানো এ-সুর ; প্রাণ-যমুনার পারে ব্যাকুল এই বাঁশির ডাক ; এমন চিঠি কেমন করে লিখল সে ? এমন ভাষা কে দিল তাকে ?

সাবধানে চিঠি বন্ধ করল সে—যেন খামের উপর সামান্য একটু দাগও না পড়ে, নিজে গিয়ে ডাক-ঘরে দিয়ে এল।

ইতিমধ্যে ট্যাক্সীতে যেতে যেতে সে হঠাৎ একদিন রমলাকে দেখতে পেল ট্রামে ফিরছে। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, বুকের কাছে বই ধরে। হঠাৎ একটু দুলে উঠল তার মন। একবার একটু ইচ্ছে হল রাসবিহারী আর মনোহরপুকুরের মোড়ে ট্যাক্সীটাকে

দাঁড় করিয়ে রাখে, লেকে জলের ধারে গিয়ে বসবার অনুরোধ করে। সেই নির্জন সন্ধ্যা, ঝিঁঝিঁর ডাক, পাতার মর্মর, বাতাসের নীরব কাকুতি, লেকের জলে ভাঙা চাঁদ! প্রায় সে ট্যাক্সী-চালককে নির্দেশ দিয়ে বসছিল, সামলে নিল। না, ওরা তার মা-র প্রস্তাবের উত্তরে কোনোই খবর দেয়নি। এটুকু ভদ্রতা-জ্ঞান যাদের নেই—কি তাদের সংগে সম্পর্ক? ভালই হয়েছে। সামান্য একটু হাসির আভাস ছলকে গেল তার মুখে—যদি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে প্রস্তাব পাঠাত, একটু মুশকিলেই তাকে পড়তে হত। সরাসরি রমলাকে না বলে পাঠানো অন্যায় হত নিশ্চয়। এতদিনকার মধুর সম্পর্কের পর এমন কঠিন আঘাত রমলাকে সে কেমন করে দিতে পারত? যাক্, রমলাই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে! কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় তার জ্বলতে লাগল। অপমানের জ্বালা! রমলা কিনা তাকে জীবন থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারল এমন সহজে? এমন অবলীলাক্রমে? এমন নিঃশব্দে, বিনা সমারোহে? এর উত্তর সে শিগগিরই দেবে, ছ'মাস কেটে গেছে, আর চার মাস পরে রমলার কাছে নিজে গিয়ে সে দিয়ে আসবে বিয়ের চিঠি, ডাকে পাঠালে রমলা আসবে না, সে জানে। নিজে দিয়ে আসবে। তারপর এক আলো-ঝলমল রাত্রে কলকাতার সেরা সুন্দরীকে দেখে—সুকান্ত শব্দ করেই হেসে উঠল। সুকান্ত চৌধুরীর যে-পরিচয় তুমি একদিন পেয়েছ—সেটাই তার সবটুকু পরিচয় নয়। সামান্য একটা দিনের ক্ষণিক-দুর্বলতার পরিচয় একটা মানুষকে জানবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, রমলা। তার আরও পরিচয় আছে, তার মূল্য তোমার কাছে না থাকতে পারে। যেখানে তার মূল্য পাবার কথা, যার কাছে তার মূল্য পাবার কথা—সেখানেই সে পেয়েছে শ্রেষ্ঠ মূল্য। তুমি দেখ রমলা, চোখ তুলে ভাল করে দেখ, আর রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজের সংগে তুলনা করে দেখ, কে জিতল, আর কে হারল। ঈর্ষার আগুনে না জ্বলে এটুকু চিন্তা করে অন্ততঃ একটি বিনিদ্র রজনী

অভিবাহিত কোরো, রমলা বিশ্বাস। যে-দুর্বলতার জন্য আমি সারা জীবন তোমার কাছে অস্পৃশ্য হয়ে রইলাম, সেটা যে-কোনো সভ্য, শিক্ষিত মানুষের দুর্বলতা হতে পারত, হয়েও থাকে ; ওটা স্বাভাবিক মানুষের পরিচয়, সুস্থ মানুষের পরিচয় ; তুমিই হয়তো একদিন প্রকাশ করে ফেলতে ও স্খলনটুকু, জোর করে বলতে পার না তুমি। তুমি ত অনেকখানিই দিয়েছ আমায়, বাধা দাওনি, কোনো দিন অন্যায়বোধ জাগেনি তোমার মনে। যদি গান থাকত, বসন্তের বাতাস থাকত, যদি চাঁদের আলো থাকত, যদি থাকত রবীন্দ্রনাথের কবিতা, ধর চিত্রাঙ্গদা, আর—আমি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতাম, অর্থাৎ সত্যিকারের আর্টিস্ট হতাম—তাহলে তুমি ভাবতে—জীবনের পরম অভিজ্ঞতা লাভ করলে তুমি—ইন্ এ মোস্ট্ আর্টফুল ওয়ে। ওরই ওপরে তুমি হয়তো একটি স্মরণীয় কবিতা লিখে রাখতে। গুড্ বাই, গুড্ বাই রমলা, ডারলিং!

কিন্তু—মন্দাকিনীর চিঠি আসবার দিন পেরিয়ে গেল ; কাজে মন দিতে পারল না সুকান্ত, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে না, খেয়ে শান্তি নেই, বেড়িয়ে, আড্ডা দিয়ে সুখ নেই। একটি মাস কেটে গেল, কোনো সাড়াশব্দ নেই মন্দাকিনীর ; সুকান্ত আর একখানি চিঠি লিখল, হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে ; যদিও, কলকাতায় তিন বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যও ওকে সে অসুস্থ হতে দেখেনি। কিন্তু শরীর সব সময়েই ভাল যাবে তার নিশ্চয়তা কি! নিশ্চয় বেচারি অসুখে পড়ে আছে তার ঘরে, কে দেখছে ওকে? অসুখ যদি গুরুতর হয়—কে ওর সেবা করছে? কিন্তু এমনই তার অসুস্থতা যে কয়েকটা পংক্তি লিখে সে খবরটা পর্যন্ত দিতে পারছে না? কেমন যেন সন্দেহ হল তার। কিন্তু চিঠির জবাবটা শেষ পর্যন্ত এল। মন্দাকিনী লিখেছে: অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ সে চিঠির জবাব দিতে পারেনি ; লণ্ডন থেকে

সত্তর মাইল দূরে একটা কোম্পানীর কারখানা দেখতে গিয়ে সেখানে তিন সপ্তা থাকতে হয়েছিল। লণ্ডনে পৌঁছে কাজের চাপ অনেক বেড়ে গেছে। ঠাণ্ডা পড়েছে খুব; খাবার পরেই কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ে, আর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। সুকান্ত কেমন আছে? কি ভাবে সন্ধ্যা কাটাচ্ছে সে? নূতন কি কি বই পড়ল; বড় তাড়াতাড়ি; আগামী সপ্তায় লম্বা চিঠি লিখবে—সমস্ত খবর-বার্তা দিয়ে।

যে-চিঠি সে লিখেছিল—তার এই জবাব? এমন ঠাণ্ডা জবাব? কিছু একটা ঘটছে মন্দাকিনীর জীবনে, নূতন কোনো নেশা, আরও তীব্র, আরও উত্তেজক; হয়তো নূতন কোনো পুরুষ। মন্দাকিনী এমন এক মেয়ে যার পক্ষে সবই সম্ভব। খুব সাবধানে চিঠি লিখল সে, প্রত্যেকটি শব্দ নির্বাচন করতে অনেক সময় লাগল তার। মন যদি পড়ে থাকে অন্য কোনো দিকে, যতই ঘন আর রসালো কথায় ভরিয়ে দিক কাগজের পৃষ্ঠা, কোনোই ফল হবে না। ওকে ঠোঁট উল্টিয়ে হাসতেও দেখেছে সে। চিঠিখানি ডাকে দিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল সে; যতদিন না মন্দাকিনীর জবাব পাচ্ছে ততদিন কিছু আর করছে না সে। আরও দুটো মাস কেটে গেল; দু'মাস রীতিমত ধৈর্যের পরীক্ষাই দিল সে; কিন্তু চিঠি এলনা; আর তিন সপ্তাহ পরে মন্দাকিনীর ফিরবার কথা, হয়তো সে-জন্যই আর চিঠি লিখবে না সে; কিন্তু—যদি জানতে পারত তার পৌঁছাবার তারিখ, যেত সে দমদম বিমান-ঘাঁটিতে মন্দাকিনীকে নিয়ে আসতে! এটুকু আনন্দ থেকে সে সুকান্তকে বঞ্চিত করবে—এটা সে কল্পনা করতে পারেনি; সত্যিকারের আঘাত পেল সে; এ-কথা মন্দাকিনীকে সে একদিন বলবে, এখন নয়, বিয়ের পর।

কিন্তু পেরিয়ে গেল; মন্দাকিনীর ফিরে আসবার দিন পেরিয়ে গেল। সুকান্ত ভেবে পেল না কি করা যায়। না, চিঠি সে লিখবে না, কোনো কারণেই নয়। দুপুরবেলা সে একদিন ওদের

কলকাতার অফিসে হাজির হল ; জমজমাট অফিস, সাহেবস্থবোর ভীড় ; স্পেনসারের খোঁজ করল সে ; স্পেনসার একমাস আগে লণ্ডন অফিসে বদলী হয়ে গেছে ; আর ত' সে ফিরবে না ; ভারত-বর্ষে নিজেরই ইচ্ছায় এসেছিল সে , লণ্ডন ফিরে গেছে স্বেচ্ছায়। সে কি স্পেনসারের ঠিকানা চায় ?

হতবুদ্ধি দৃষ্টিতে সুকান্ত তাকিয়ে রইল প্রৌঢ় ইংরেজ ভদ্রলোক-টির দিকে। রাস্তায় এসে মনে পড়ল তার—ধন্যবাদ দিতে পর্যন্ত সে ভুলে গেল কেমন করে ? সে প্রায় মন্দাকিনীর খবরটা জিজ্ঞেস করে ফেলছিল, কবে সে ফিরে আসবে, কলকাতার অফিসে যোগ দেবে কবে ? কিন্তু ঠিক সময়ে সামলে নিতে পেরেছিল। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে তাব, মন্দাকিনী এখন ফিরবে না, একেবারেই ফিরবে কিনা সে-সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহ জন্মাল তার। তা ছাড়া, স্পেনসার যখন লণ্ডন গিয়ে পৌঁছেছে ! ওর হঠাৎ লণ্ডন যাবার কি দরকার পড়ল ; দু'য়ে আর দু'য়ে চার হয়, এর উপর আর দ্বিতীয় কথা কি থাকতে পারে !

অতএব অফিস কামাই করে ইউনিভার্সিটির সামনে কড়া রোদে বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে নিতান্তই ছেলেমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করবার মত তার আর কিছুই রইল না। সাড়ে চারটের সময় ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বেরোতে লাগল ; প্রায় হতাশ হয়ে উঠছিল সে, এমন সময় দেখা গেল রমলাকে, সংগে আরও দুটি মেয়ে ; বুকের ভিতরে কেমন যেন দোলা লাগল তার ; তেমনি সুন্দর, তেমনি শান্ত, সুকুমার আর কান্তিমতী। চুলের টানটা আরও আধুনিক, হাঁটবার ভংগিটা আরও সপ্রতিভ ! এই ত ! এমন একটি মেয়েই ত ছিল চিরকালের আদর্শ ; এমন একটি মেয়েকেই ত চিরকাল সে সংগিনী খুঁজেছে। সত্যিই অবাক হয়ে গেল, কেমন করে রমলাকে এতদিন ভুলে ছিল সে ! দেখা মাত্রই মনে হল রমলা তার চিরকালের আপন, চিরকালের প্রিয়।

সৌভাগ্যক্রমে মেয়েদুটি রমলার সংগে রাস্তার এ-পারে এল না। ফুটপাতে পা দিয়েই সে দেখতে পেল সুকান্তকে। সুকান্ত আনন্দে প্রায় আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু অদ্ভুত সামলে নিল সে। ম্লান, বিশীর্ণ একটু হাসল। একটু চমকে উঠেছিল রমলা, কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। সুন্দর হাসল সে, কোনো বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই। বলল, 'কি, তোমার চাকরি গেছে না কি?' পড়ন্ত সূর্যের আলোয় সাদা দাঁতগুলি তার ঝকঝক করে উঠল।

বিস্মিত হল সুকান্ত, রমলার গলার স্বরে এতটুকু জড়তা নেই, সংকোচ নেই। ভংগিতে অসামান্য দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাস। সুকান্ত হুঁশিয়ার হল। 'না, চাকরি যায়নি, দাঁড়িয়ে আছি, যদি দেখা হয়।'

'কি হল তোমার, সুকান্ত? দেখা হওয়ার ভাগ্যের কথা ত আমারই ভাবার কথা, আমারই ত রোদে, ধুলোয় অপেক্ষা করার কথা তোমার জন্য, কখন তোমার মনে পড়বে, যদি বা মনে পড়ল, কখন তোমার লগ্ন আসবে। কিন্তু তোমার এ-দুর্দশা কেন?'

আরও অবাক হল সুকান্ত। বলল, 'হ্যাঁ, বড় ধুলো আর রোদ, দাঁড়িয়েও আছি প্রায় ঘণ্টাখানেক। একটু চায়ের জন্য অনুরোধ করতে পারি তোমায়?' এও কিছু নয়, সুকান্তর বুঝতে দেরি হল না আরও অনেক দূরে নামতে হবে তাকে, প্রস্তুতও হল সে অনেক বিনয় আর অনেক প্রার্থনার জন্য, 'পারি অনুরোধ করতে?'

ঘাড়ের অদ্ভুত এক ভংগি করল রমলা মাথাটা পিছন দিকে দুলিয়ে, 'পার, নিশ্চয় পার। পুরোণো দিনের খাতিরে আরও অনেক গভীর অনুরোধ তুমি করতে পার, সুকান্ত। চল, ঐ ত একটা বাস আসছে, ভীড় নেই, ওঠা যাবে, তা তুমি ত আবার বাসে চড় না।'

'কেন চড়ব না?' সুকান্ত এগিয়ে গেল, বাস থামল, 'এসো।'

রমলার পাশে বসবার সুবিধে পেল না সে, হাতল ধরে দাঁড়াল কাছে।

চৌরঙ্গীর এক ঠাণ্ডা রেস্তোরাঁয় ঢুকল তারা। কেবিন নেই, তবে একটা খালি টেবিল তারা পেয়ে গেল।

'কি খাবে?' জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

'যা হোক কিছু বল! আমি কিন্তু পরে একটা আইসক্রীম খাব এরা খুব ভাল করে।'

'নিশ্চয়! আপাততঃ কফি খাওয়া যাক, কি বল?'

রমলা ঘাড় নাড়ল।

'কেমন আছ?' সুকান্ত জিজ্ঞেস করল।

'চমৎকার, এমন ভাল আগে থাকিনি কোনোদিন। তোমার খবর কি?'

'ভালই, আজ তোমার সংগে দেখা করবার বিশেষ একটা কারণ আছে।'

'এখন বলবে, না কফির পর?'

সুকান্ত শুকনো হাসি হাসল 'ক'মাস তোমার সংগে দেখা হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই কি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে তোমার, তুমি যেন অন্য মানুষ!'

'হবে। কিন্তু আমার পরিবর্তন তোমার সংগে দেখা না হওয়ার মুখাপেক্ষী, এটাই বা ভাবছ কেন?'

'ভাবছি না, তুমি জান, তা আমি বলিনি, বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কয়েকমাসের মধ্যে অনেক বদলে গেছ তুমি।'

'কেন বদলাব না বল? বদলানোটাই ত স্বাভাবিক।'

'আর দুটো জিনিস তুমি অর্জন করেছ।'

'যথা?'

'আত্মবিশ্বাস, আর—'

'থামলে কেন?'

'আর শ্লেষ।'

হেসে উঠল রমলা, 'না, তোমাকে শ্লেষ করা আমার একেবারেই উদ্দেশ্য নয়, কারুকেই নয়; তার কারণ কোনো মানুষের উপরই আমার বিদ্বেষ নেই।' ওর গলার শব্দ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'যদি কেউ আমায় দুঃখ দিয়ে থাকে, আঘাত দিয়ে থাকে, আমি ভাবি—সে দুঃখ, সে-আঘাত আমার প্রাপ্য, যদি আমায় কেউ ফিরিয়ে দেয়, পরিত্যাগ করে, ভাবব, তার জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, সে-জন্য সামান্যতম খেদ আমার থাকবে না; যে স্নেহ করত, ভালবাসতো একদিন, সে যদি আর আমায় ভালবাসতে না পারে, ভাবব যে-টুকু আমার প্রাপ্য ছিল সেটুকু আমি পেয়েছি; যা পেয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, যা পাইনি, তার জন্য আমার দুঃখ নেই, তাহলেই দেখ, শ্লেষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।'

আর একটি দল ঢুকল, ঝকঝকে, পালিশ-করা যুগল তরুণ তরুণী, যাদের কোনো দিন ধুলো লেগেছে কিনা সন্দেহ, ক্ষুধার আঁচড় যারা কোনো দিন অনুভব করেছে কিনা সন্দেহ! বেশ ঘটা করে জাঁকিয়ে বসল ওরা, মেয়ে দুটি তাদের রূপের পসরা মেলে ধরল; আর বাঙালী গ্যালাহাড দুজন উঁচিয়ে রইল স্নায়ুতে টগবগে রক্তের স্রোত নিয়ে।

'তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে, রমলা। তোমার উপর যে অমানুষিক ব্যবহার করেছি তার জন্য আমি দুঃখিত, ক্ষমাপ্রার্থী। আমি আশা করি, আমি যে পুরোপুরি পশু নয়, এটা প্রমাণ করবার একটা সুযোগ আমায় দেবে।'

'ভুলে যাও ওসব কথা। একদিন যেমন তুমি বীভৎস হয়ে উঠেছিলে, তেমনি তুমিই ত দিয়েছ অনেক মধুর মুহূর্ত! তার কোনোই মূল্য নেই ভাবব, এতবড় হৃদয়হীন আমাকে মনে করবার কোনো কারণ নেই। তবে শক্ত হয়েছি, এটা ঠিক, যাকে তুমি

গোড়াতেই বলেছ আত্মবিশ্বাস। সইতে পারব, কোনো বেদনায় জ্বলব না।'

'না, আমি তোমায় আর কোনো দিন ব্যথা দেব না, প্রতিজ্ঞা করছি। বিশ্বাস কর রমলা!' পুরোণো অভ্যাসের বশে সুকান্ত প্রায় তার হাত ধরে ফেলেছিল, সময়মত সামলে নিল। তাকাল রমলার চোখের দিকে ; অচঞ্চল, শান্ত দুটি চোখ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, অনুভূতিতে গভীর।

রমলা বলল· না কিছু, শুধু লুকাতে পারল না মমতা। ও নিজেই জানে না মুখের রেখাগুলি তার কখন কোমল হয়ে উঠেছে, নিতান্তই কোমল।

কফি আর খাবার এল। ওরা খেতে আরম্ভ করল।

'চিনি বাড়িয়েছ না কমিয়েছ ?'

'না, ঠিকই আছে। বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি আমার!' সুকান্ত খুব সহজ, স্বাভাবিক হাসতে পারল এতক্ষণ পরে।

কিন্তু আসল কথাটা কি আজই বলবে, না অপেক্ষা করবে ?

ঠিক করতে পারল না সে। হৃদয় বাধা মানতে চাইল না, মস্তিস্ক বিরতির নির্দেশ দিল। এই বিষম এক দ্বন্দ্বে দুলতে লাগল সে। অনেক কথাই সে বলল, গলায় সেই পুরোনো সুর, ভংগিতে সেই অন্তরংগতা। কিন্তু বলতে সে পারল না কিছুতেই। আর— অনুভব করল, মনের কোন্ এক প্রান্তে বার বার একটা বেসুরো ঝংকার শুনতে পাচ্ছিল সে, মন্দাকিনী, সাগর-পারের মন্দাকিনী। কিন্তু মন্দাকিনীকে সে নির্বাসিত করল, আর অজস্র কথা দিয়ে চাপা দিল বেসুরো ঝংকারটি।

ঠাণ্ডা ঘরের দরজা খুলে ওরা চৌরঙ্গীর ফুটপাতে নামল। কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সুবেশ যুবক যুবতীর ভীড়, সিনেমা ফেরতাদের কলরবে মুখর পথ। ট্যাক্সী নিয়ে ওরা বালিগঞ্জে এল 'কলেজ থেকে বাড়ি যাওনি, না হয় কিছুক্ষণ লেকে বসা যেত!'

'আর একদিন!' স্বচ্ছন্দ গলায় বলল রমলা।

ট্যাক্সীতে বেশ খানিকটা ব্যবধান বজায় রেখে বসেছিল সুকান্ত। শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যবধান আর হ্রস্ব হল না, সুকান্ত একবারও স্পর্শ করল না ওর হাত, বরং ট্যাক্সীর ধাক্কায় যাতে কাঁধের সংগে কাঁধ না ঠেকে—সেজন্য তাকে দু'একবার চেষ্টাও করতে হয়েছে।

বাড়ির কাছে রমলাকে সে নামিয়ে দিল, জিজ্ঞেস করল, 'কবে আবার দেখা হবে?'

'রবিবার।'

'কোথায়?'

রমলা তাকাল, রাস্তার আলোয় ওর চোখের কৌতুকটা স্পষ্ট দেখতে পেল সুকান্ত; জবাব দিল না, হাসল সে। যতক্ষণ না দরজার ওপাশে তার শরীরটা মিলিয়ে গেল—ততক্ষণ ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে রাখল সুকান্ত।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে সে ভাবল: যদি আসে মন্দাকিনীর চিঠি? যদি সে ফিরে আসে নিজে? আর চিঠিতে যদি থাকে স্পষ্ট কোনো ইংগিত? সে কি ফিরাতে পারবে তাকে? পারবে না, সে জানে! তাই, মনে হল তার, ঝোঁকের মাথায় আজকেই প্রস্তাবটা না করে বরং বুদ্ধিমানেরই পরিচয় দিয়েছে সে; রমলা যে একেবারেই এখন বিয়ের কথা ভাবছে না সে-সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ তার নেই। রমলাকে সে অপমান করেছে একদিন, কিন্তু ওর কাছে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে—এটা সহ্য করা মুশকিল হ'ত তার।

পরদিন ডাকের চিঠির সংগে মন্দাকিনীর চিঠিটা দেখে হৃদপিণ্ড তার লাফিয়ে উঠল। খাম ছিঁড়বার সময়, সে অবাক হয়ে গেল দেখে, তার হাত কাঁপছে। একটু হেসে উঠল সে; দোলানো-দরজার দিকে একবার তাকাল।

খামটা ছিঁড়ে ফেলল সে। মন্দাকিনী লিখেছে: না, কলকাতায়

তার ফেরা হল না; আরও ছ'মাস তাকে থাকতে হবে লণ্ডনে, অফিসের কাজে! সে কেমন আছে? চাকরীতে তার পদোন্নতি হল কি? তার অভাবটা মন্দাকিনী মাঝে মাঝে বিশেষ করে অনুভব করে। কলকাতার সে-চমৎকার দিনগুলির জন্য প্রায়ই বড্ড মন খারাপ হয় তার। ছ'মাস আর ক'টা দিন? দেখতে দেখতে কেটে যাবে। সে নিজে সময় করে লিখে উঠতে পারে না, কিন্তু সুকান্ত ত তাকে লিখতে পারে—অন্ততঃ সপ্তায় একখানি চিঠি—কলকাতার খবরবার্তা দিয়ে। 'সত্যিই, সু, কবে যে আবার ফিরে যাব কলকাতার ধোঁয়া, ধুলো, হৈচৈ, লোকের ভীড়ে। আর এসপ্লানাডে সন্ধ্যা! মনটা গুমরে ওঠে। তুমি ভাল আছ ত? ভালবাসা নিও। তোমার মন্দা।"

তোমার মন্দা। সুকান্ত মুখের একটা ভঙ্গি করল। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল, ছুঁড়ে মারল বাজে-কাগজের ঝুড়ির দিকে।

যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সমস্ত দায়িত্ব তার ফুরাল আজ থেকে। জীবনের একটা পরিচ্ছেদ চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেল।

রবিবারে পুরোপুরি সন্ধ্যা হবার আগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে লেকের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল সুকান্ত। এখানে, জলের ধারে, গাছের ছায়ায়, পরিচিত পরিবেশে অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করতে লাগল সে। মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, কোনো প্রশ্ন-পরিতাপ নেই, নাচ-ঘরের চাঞ্চল্য এখানে নেই, নেই পান-ঘরের উন্মত্ত উল্লাস। শীত শেষ হয়ে এল, বাতাসে উষ্ণ মাদকতা। লেকের জল কাঁপছে! গাছের মাথায় আঁধার ঘনিয়ে এল। কাল, দিনের আলোয় সবুজ পাতা দুলবে, সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়বে সাদার্ন অ্যাভিন্যুর রাস্তায়, সবুজ আলোর প্রলেপ লাগবে তার হৃদয়ে, তার মনে। রমলা এমনি এক আশ্চর্য স্নিগ্ধ সবুজ আলো—সমস্ত হৃদয়-মনে যা পরিপূর্ণ শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে

দেয়, সমস্ত দাহ যায় জুড়িয়ে, সমস্ত জ্বালা যায় ফুরিয়ে। লাল শিখা অনেক পুড়িয়েছে তাকে, যন্ত্রণায় অনেক কাতর করেছে তাকে। আর নয়, আর নয়।

অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা দেখা যায় না; মনে হল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে সে। রমলা কি আসবে? তাকে ত কথা দেয়নি সে। একবারও বলেনি আসবে। না আসবার অনেক যুক্তি অনেক কৈফিয়ৎ তার আছে। এমনি জলের ধারে এই পরিচিত পরিবেশে বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করবার শাস্তিও তার প্রাপ্য। না, তার কোনো ক্ষোভ, কোনা তুঃখ থাকবে না। সে ফিরে যাবে। তেমনি আর একদিন দাঁড়িয়ে থাকবে ধুলো আর রোদে। অপেক্ষার ক্লান্তি আর সংশয় তার ডুবে যাবে সাক্ষাতের আনন্দে।

কিন্তু কেউ যেন আসছে, ক্ষিপ্র পায়ে, অস্পষ্ট, সাদা স্বপ্নের মত! সুকান্ত দাঁড়িয়ে পড়ল; রমলা তার কাছে এসে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার! দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছি!'

রমলা হাসল, বলল, 'বোস। আমি ভাবলাম মশা কামড়াচ্ছে!'

ওরা বসল।

'মশা কেন, যদি সাপে কামড়াত—তাহলেও টের পেতাম না!'

হেড-লাইটের খণ্ডিত আলো এসে লাগল তাদের গায়ে, গাড়ি চলে গেল, মিলিয়ে গেল শব্দ আর আলো। গ্যাস-লাইটের আলোটা কাঁপছে লেকের কালো জলে, গাছের পাতায় অস্পষ্ট বাতাসের শব্দ।

'আমি সত্যই ভাবছিলাম তুমি বোধ হয় এলে না, রমলা। ভাবলাম তুমি বোধ হয় ক্ষমা করতে পারলে না আমায়।'

'একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করেছ, সু? আমরা জীবনকে যেন একটু বেশি রকম নাটকীয় করে তুলছি! তাই না? এতটা প্রয়োজন ছিল? প্রয়োজন আছে?'

সুকান্ত সাবধান হল; কথা বলতে, যে-কোনো কথা বলতে যে পরোয়া করেনি, দ্বিতীয় বার ভাবেনি, কথা বদলাবার যার প্রয়োজন হয়নি কোনো দিন, তাকে আজ ভাবতে হবে প্রত্যেকটি কথা বলবার আগে; প্রত্যেকটি কথা তাকে নির্বাচন করতে হবে, ওজন করে দেখতে হবে।

'যদি তাই হয়, বুঝতে হবে আমরা সত্যিকারের জীবন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি, আর তার জন্যে আমিই দায়ী। আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছি এক নকল পরিবেশে—যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে হৃদয়ের সহজ, সরল যোগাযোগ, আর—' সুকান্ত হঠাৎ থেমে গেল; কেমন যেন নিজের কানেই বক্তৃতার মত শোনাচ্ছিল কথাগুলি।

তেমনি চুপ করেই রইল সে, কথা বলল না খানিকক্ষণ। তারপর—এক সময়ে কথাবার্তার ফাঁকে যখন তাদের মধ্যে ফিরে এল সেই সহজ পুরোণো সুর, তখনই নিতান্ত প্রশান্ত গলায় কথাটা বলে ফেলল সে।

রাত সাড়ে আটটা হবে, কি ন'টা; প্রায় নির্জন লেক।

রমলা বলল, 'তুমি আর একবার ভেবে দেখ, সু। তোমার ত অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা আছে, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমায় মনে রাখতে হবে বিয়েটা পুরোপুরি অ্যাড্‌ভেঞ্চার নয়।'

'তোমাকে কাছে পেলে সমস্ত অ্যাড্‌ভেঞ্চার আমার শেষ হবে।'

রমলা চুপ করে রইল।

আর সুকান্ত জানল এই তার সম্মতি। এবারে সে রমলাকে কাছে টানতে পারে, অন্ততঃ একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? কোমরে হাত রেখে মৃদু আকর্ষণ করল সে, রমলা সরল না। অতএব সুকান্ত রমলার কাছে সরে বসল রমলার গা ঘেঁষে, দু'হাতে চিবুকটা নিয়ে তুলে ধরল; মুখটা নামিয়ে আনল।

রমলার হাত দু'টি তেমনি পড়ে রইল কোলের উপর, একটু নড়ল না, একবিন্দু কাঁপল না তার শরীর ; পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রইল সে।

গাছের শাখায় ডানা ঝাপটালি একটা পাখী ; একটা মোটর দৌড়ে গেল রাস্তা দিয়ে। সুকান্ত হাত নামিয়ে আস্তে আস্তে সরে বসল ; ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় তার শরীরটাই একটু কেঁপে উঠল। মৃদু গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'উঠবে এবার ?'

'হ্যাঁ, চল, যাই।'

লেকের একটি প্রান্ত হেঁটে এল তারা, কথা নেই। সুকান্ত না জিজ্ঞেস করে পারল না, 'তা হলে কবে নাগাদ ?'

'এটা ত ফাল্গুন, ধর জ্যৈষ্ঠ মাসে।'

দু'একটা কথা মারামারি করল সুকান্তর জিভের আগায়, কিন্তু সুকান্ত চুপ করে রইল ; ও জানে ফাল্গুনেই বিয়েটা হতে পারত, এখনও তিন সপ্তাহ সময় আছে ; রমলা ইচ্ছে করেই দেরি করছে ; তা করুক, তার বক্তব্য সে শেষ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে রাজিও করাতে পেরেছে, এটা কম কথা নয়। কোনোই কথা বলল না সে—এমন কি রমলাদের বাড়ির কাছাকাছি এসেও ; এর পরে কোন্ দিন দেখা হবে সেটাও জিজ্ঞেস করল না সে।

'গেলাম তা হলে !' সুকান্ত তবু একবার না বলে পারল না।

'এসো, আবার দেখা হবে।'

'হবে ?'

'নিশ্চয় !' রমলা হেসে উঠল ; প্রায়-নির্জন রাস্তায় ওর হাসি আশ্চর্য এক মায়া সৃষ্টি করল। সুকান্ত মুগ্ধ হয়ে গেল।

ফাল্গুন কেটে গেল। রমলার সংগে দেখা হয়নি। সুকান্ত একটা চিঠি লিখল, অনুরোধ করল যেন রবিবার সন্ধ্যায় লেকে আসে। রমলা জবাব দিল, লেকে সে আসতে পারবে না,

বাড়িতে লোকজন আসবে, সে না থাকলে ভাল দেখাবে না; পরের রবিবার সে যেতে পারে। সুকান্ত সুস্থ আছে ত?

তার পরের রবিবারেও রমলা এল না; সুকান্ত রাত্রি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিতান্ত হতাশ আর বিরক্ত মনে বাড়ি ফিরে এল; তার মনে হল রমলা তাকে নিয়ে খেলাই শুরু করেছে। রাগে আর অপমানে জ্বলতে লাগল সে; ঠিক করল আর নয়, চিঠি লেখা নয়, দেখা করা নয়।

সেরেফ চুপ করে বসে রইল সে; অফিসের একটি লোয়ার ডিভিশন মেয়ের সংগে ভাব করবার চেষ্টা করল। কেসে নোট পাঠানোরই চল ছিল; অনাবশ্যক গোলমাল বাধিয়ে মেয়েটিকে ডেকে পাঠাল তার ঘরে, মিষ্টি হেসে বসতে বলল চেয়ারে, চা খাওয়াল, আজেবাজে গল্প করল। সাজ-গোজ-করা, টান-করা চুল, আঁটসাঁট লোয়ার ডিভিশন মেয়েটির অন্ততঃ এক ডজন অ্যাডমায়ারার দোলানো দরজার বাইরে। আধঘণ্টার কথায় মুহূর্তের জন্য প্রকাশ করল না ক্লাস ওয়ান সুকান্ত চৌধুরীর এই বদান্যতায় এতটুকু অনুগৃহীত বোধ করেছে। দু'একটি আভাস ইংগিত করল সুকান্ত, মেয়েটি ঘাড় দুলিয়ে হাসল। গালে টোল পড়ে, চম্পকবর্ণা না হলেও মরালগ্রীবা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মন্দ কি? বেশ খানিকটা তেতে ওঠা গেল ত! শক্ত ঘাঁটি, তা হোক, খেলার কৌশলটাও পোক্ত করে তুলবে সে!

'আচ্ছা আসুন, অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম আপনাকে!'

'না, কিছু নয়।' মেয়েটি দাঁড়াল। সুকান্ত ভেবেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ছোট্ট একটি নমস্কার সে করবে, কিস্‌ছু নয়, চলেই যাচ্ছিল সে।

পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল সুকান্ত, 'কোথায় থাকেন আপনি?'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল, এগিয়ে এল সামনে, চেয়ার ধরে দাঁড়াল,

'টালীগঞ্জ, প্রিন্স আনোয়ার সা রোডের প্রায় কাছাকাছি। আপনি ত সাদার্ন অ্যাভিন্যুর দিকে।'

'আপনি জানলেন কেমন করে?'

'দু'দিন ট্রাম থেকে দেখেছি আপনার ট্যাক্সী মোড় নিচ্ছে সাদার্ন অ্যাভিন্যুর মোড়ে।'

'হ্যাঁ, সাদার্ন অ্যাভিন্যুতেই আমার বাড়ি, ঢুকেই বাঁ দিকে হল্‌দে তিনতলা বাড়ি। আসুন না একদিন অফিস-ফেরত, এক সংগেই যাওয়া যেতে পারে।'

মেয়েটি ঝপ্‌ করে প্রশ্ন করে বসল, 'বৌ নেই?'

সুকান্তর ভাল লাগল না এমন প্রশ্ন একটি লোয়ার ডিভিসনের কাছ থেকে। তবু হজম করল সে; একটি সুযোগও পেল সে, 'বউ থাকলে স্বামীদের অন্য কোনো মেয়েকে ভাল লাগতে নেই নাকি মিস্ গুপ্তা?'

মিস্ গুপ্তাও এতটা আশা করেনি, তবু কোনোই ভাবান্তর দেখা গেল না তার মুখে, 'না, কোনো বাধা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন, আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি আপনার এই অনুরাগের কথা; বৌ থাকলে মুশকিল ত আছেই, না থাকলেও মুশকিল। যেমন ধরুণ বাইরে অন্ততঃ জন দশেক অনুরাগেরও এক ধাপ ওপরে উঠে গেছে!' মিস্ গুপ্তা হাসল সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁতের শোভা বিস্তার করে; রীতিমত হাত তুলে খোঁপা ঠিক করল সে।

বেশ জমেছে খেলা, এমন একটি মেয়েই সে খোঁজ করছিল, সেও হাসল, খুবই স্বচ্ছন্দ হাসি। 'তা হলে আমার নম্বর এগারো বলুন!'

এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না মিস গুপ্তা; আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল দোলানো দরজা ঠেলে। আর ঠিক তখনই, সুকান্তর মনে হল, কেন এতদিন এমন একটি মেয়ের উপর চোখ

পড়েনি তার। আধ ঘন্টার মধ্যে মনের মধ্যে সে খানিকটা নকল অনুরাগ ঘনিয়ে তুলল, বুকের মধ্যে অতি মোলায়েম ভাবে বিঁধতে লাগল কাঁটা। গোলাপ ফুটে উঠবে নাকি শেষ পর্যন্ত ?

কিন্তু কাঠগোলাপ নয়, আসল গোলাপ ফুটে উঠল পরের রবিবারে—যখন মনুয়া নিয়ে এল সিঁড়ি থেকে অশ্বিনী বাবুকে। নামটা জানা ছিল না ভদ্রলোকের, সংকোচবশতঃ কোনো দিন রমলাকেও জিজ্ঞেস করতে পারেনি তার বাবার নাম। বাইরের ঘরে ঢুকেই একটু চমকে উঠল সুকান্ত, হাত তুলে যতখানি শ্রদ্ধা দেখানো যায়—ততটা সম্ভ্রমভরেই সে নমস্কার করল।

'বসুন—বোস।' চাদরটা কাঁধ থেকে নামিয়ে সোফার হাতায় রাখল অশ্বিনী বাবু, হাসল। কালো ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে খুলে কোঁচার খুঁটে মুছল। 'আড়াই বছর আগে তোমার সংগে এক সন্ধ্যেবেলা দেখা হয়েছিল, হ্যাঁ, মলীও ছিল ; তা তোমাদের ধৈর্য আছে। আজকালকার দিনে এমন ত দেখা যায় না।' অশ্বিনীবাবু আবার হাসল।

হাসিটা সহজ বলে মনে হল না সুকান্তর, তা ছাড়া ভদ্র-লোকের কথার মধ্যে ব্যঙ্গ আছে কিনা সেটাও ঠিক ধরতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। হয়তো, বলা যায় না, রমলাই পাঠিয়েছে ওর বাবাকে, খানিকটা শাসিয়ে যাবেন, সম্পর্কটা শেষ করে দিয়ে যাবেন আজকেই ; শুরুতেই এমন বাঁকা কথা ?

'বাড়িটা নিজের ?'

সুকান্ত চমকে উঠল। 'আজ্ঞে হ্যাঁ। একতলা আর দোতলা ভাড়া দেওয়া আছে।'

'কত ক'রে ?'

'দু'শ করে।'

'শুনেছি তোমার বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'তোমাদের দেশ ফরিদপুর, মাদারীপুর সাব-ডিভিশন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দেশের বাড়িতে আমার এক কাকা থাকেন; তিনি পাকিস্তানেই কাজ করেন।'

'এ-বাড়ির স্বত্ব দাবি করবেন না ত?'

'না। এটা বাবাই তৈরী করেন মৃত্যুর আড়াই বছর আগে; মার নামেই বাড়ি তা' ছাড়া ওঁর যথেষ্ট আছে, সন্তানাদি নেই। কলকাতা তিনি পছন্দই করেন না।'

গলার অনেকটা নিচে থেকে অশ্বিনী বাবু শব্দ করল, 'হুম্।'

'আপনি—'

'না, চা আমি খাই না, ধুমপানও নয়। অন্য কিছু খাবারও আমার অভ্যাস নেই সকালবেলা। তুমি বরং তোমার মা-কে খবর দাও।'

সুকান্ত ঘরের বাইরে এল, না, তেমন কিছু বিপজ্জনক পরিস্থিতি নয়, কিংবা হয়তো মা-কেই বলবে দু'একটা অপমানজনক কথা।

নিত্যময়ী কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকল, পিছনে লক্ষ্য করল সে, অশ্বিনী বাবু নমস্কারটা ঠিক করল। পাশের সোফাটা দেখিয়ে বসতেও বলল। সুকান্ত তার ঘবে গিয়ে বসল, সিগারেট ধরাল। না, সন্দেশ কিনে পয়সা ব্যয় করবে না সে; আগে দেখা যাক—ব্যাপারটা কি?

ঘণ্টাখানেক পরে উঠল ভদ্রলোক, সুকান্ত বেরুল না তার ঘর থেকে।

অশ্বিনী বাবুকে নিচে নামিয়ে দিয়ে নিত্যময়ী হাসিমুখে ঘরে ঢুকল, 'আমি ত কথা দিলাম রে। উনিশে বৈশাখ—দিনটাও ঠিক

হয়ে গেল। পাঁজিটা আমায় একবার দেখতে হবে। উনি বললেন, পাঁজি ওর দেখা হয়ে গেছে। তুই ভট্‌চাজ্জি মশাইকে একবার আজই বলে আসবি আমার সংগে দেখা করতে।'

'তোমরা দিনও ঠিক করে ফেললে মা?'

'কেন? তোর কি মত বদলাল না কি? ঝগড়া করেছিস না কি?'

'না; না ঝগড়া করব কেন? তুমি কিছু চেয়ে টেয়ে বসনি ত, মা?'

'তুই যে বারণ করেছিলি? তবে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার দাবিদাওয়া কি। বললাম এক পয়সাও নয়।'

'ভাল বলেছ। তা'হলে শেষ পর্যন্ত তোমার বউ আসছে, মা?'

নিত্যময়ী জবাব দিল না হাসল।

আর উনিশে বৈশাখ রাত্রি এগারোটার লগ্নে বাতাস যখন দালদা আর বেল ফুলের গন্ধে ভারি হয়ে এসেছে, রাস্তার অন্য দিকে কলাপাতার আর ভাঙ্গা গ্লাসের মাঝখানে আধা ডজন কুকুর যখন মারামারি আরম্ভ করে দিয়েছে, তখনই রমলা বিশ্বাস আর সুকান্ত চৌধুরীর শুভদৃষ্টি শেষ হল।

আর—বিশ তারিখ সন্ধ্যেবেলা কপালে-গালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে, খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়িয়ে রমলা চৌধুরী সুকান্তর তিনতলা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার শোবার ঘরে এসে ঢুকল নিঃসঙ্কোচ, নির্ভিক মনে, যে-ঘরে সে একদিন ঢুকেছিল দুরুদুরু বুকে, চোখে জ্বালা নিয়ে, বুকে বেদনার সহস্র কাঁটা নিয়ে। হ্যাঁ, এই তার ঘর, এই তার সংসার। সুকান্ত যদি কাণফাটা শব্দে দরজায় খিল দেয়, আর সেই শব্দে যদি বাড়ির লোকের ঘুম ভেঙ্গে যায়, একটু চমকাবে না রমলা, একবার তাকাবে না মুখ তুলে। এই দরজার খিল দেওয়া এমনি নির্বিকার মনে, এই হচ্ছে বিয়ের চরম

কথা, শ্রেষ্ঠ লাভ। নিত্যময়ী এল বধূ বরণ করতে সংগে এল এক দঙ্গল পাড়ার মেয়ে। সারা সন্ধ্যে চলল হুল্লোড়।

পরদিন বউ-ভাত। চকচকে গাড়ির ভিড়ে আধ ঘণ্টা বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে রইল। হৈ চৈ শেষ হতে রাত একটা। ফুটপাতের ঘেরা-জায়গায় আলোগুলি তখনও জ্বলছে। সতরঞ্চির উপর শানাইওয়ালা তার দুই সাকরেদ নিয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন। একটা কুকুর শুয়ে আছে দুটি উল্টানো-চেয়ারের মাঝখানে। সিঁড়ির ধাপে একটা মাড়ানো গোলাপ।

দরজাটা শব্দ করেই বন্ধ করল সুকান্ত। বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেল ত!'

বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল রমলা। কিছু গয়না ড্রেসিং টেবিলের উপর খুলে রেখেছে। সোনালী বুটি-তোলা জাফরান রঙের বেনারসী বদলে ম্যাজেণ্টা রঙের মহীশূর সিল্ক পরেছে সে। জানালার কাছে ছোট টেবিলের উপর একগোছা তাজা ব্ল্যাকপ্রিন্স। মৃদু হাওয়ায় ঘরের বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে পাখা চলছে। শেড-দেয়া-টেবিল-ল্যাম্পে নরম নীল আলো। হ্যাঁ, রাত হল।' বলল, রমলা।

আলনার পিছনে দাঁড়িয়ে ধুতির বদলে পা-জামা পরল সুকান্ত, সিল্কের পাঞ্জাবী টাঙ্গিয়ে রাখলো আলনায়। 'বাতিটা নিভিয়ে দেব?'

'দেবে? দাও!'

সুকান্ত এল খাটের উপর। পিছনে বালিশে হাত দুটি ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'এই ত।'

'হ্যাঁ, এই ত।'

সাতদিনের জন্য পুরী গেল ওরা।

সাত দিন যেন এক ফুঁয়ে উড়ে গেল।

আবার অফিস, দশটা-পাঁচটা অফিসের কথা সুকান্ত প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সারা অফিস গিয়েছিল নিমন্ত্রণ খেতে। না ডাকতেই মিস গুপ্তা ঘরে ঢুকল। সুকান্ত হাসিমুখে বলল, 'বসুন।'

বেশ বউ হয়েছে আপনার।

তাই না কি ? ধন্যবাদ। এখন ত আর কোনো চান্সই রইল না আমার। চা আনতে বলব ?'

এইমাত্র চা খেলাম এখন আর আপনার চান্সের দরকার হবে না অন্ততঃ বছর দু'য়েক।

এত জানলেন কোথা থেকে ?'

জানা আর শক্ত কি ? তাছাড়া, কেনই বা চান্স খুঁজবেন ?'

উত্তর দিতে পারলাম না। সত্যি কেনই বা খুঁজব ?'

মাস চারেক সত্যিই পৃথিবীতে কিছুই খুঁজতে হল না সুকান্তকে; অদ্ভুত এক নেশায় মশগুল হয়ে রইল সে। সারা দেহেমনে এমন পরিপূর্ণ শান্তির অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। শ্রাবণ মাসের শুরু। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ। সুকান্ত তার শোবার ঘরের জানালা থেকে সাদার্ন অ্যাভিন্যুর গাছের মাথায় ঝড়ের মাতন দেখতে পায়, কখনও বা বৃষ্টির তীর—ঝাঁকে ঝাঁকে দৌড়ে আসছে আকাশ থেকে। রমলা কয়েক দিনের জন্য গেছে ওর মা-বাবার কাছে। ছুটির দিন। বাইরে ঘনঘোর বর্ষার সমারোহ। ভিজে বাতাসে বিরহের কবিতা। সুকান্ত বিস্মিত হল: পাঁচ মাসের মধ্যে একদিনও সে রমলাকে বলেনি, তোমায় ভালবাসি, রমলা। একবারও নয়। কৌতুক বোধ করল সে। স্বামীরা কি স্ত্রীদের কোনোদিন বলে না, ভালবাসি ? আজ পর্য্যন্ত কোনো স্বামী কি বলেছে, ভালবাসি ? কোনো স্ত্রী কি বলেছে, ভালবাসি ? যদি না দু'পক্ষের কারুর ভালবাসা প্রমাণ করবার প্রয়োজন ঘটে ?'

না, কাল অফিস-ফেরত সে নিয়ে আসবে রমলাকে। এমন

কালো মেঘ, এমন ঝোড়ো হাওয়া, গাছের শাখায় ঝড়ের এই মাতন—এসব কখনও একা উপভোগ করা যায় না। এ-কথাটাই কাল রাত্রে সে বলবে রমলাকে, আর তাই হবে তার প্রেমের ঘোষণা।

পরদিন অফিসে সারাদিন সে দৈত্যের মত কাজ করল। আর—বিকেলের দিকেই এল মন্দাকিনীর চিঠিটা, কি আশ্চর্য। তেমনি হৃদপিণ্ড দুলে উঠল, চিঠি খোলবার সময় তেমনি কাঁপতে লাগল হাত।

"প্রিয় সু, জানি তুমি আমার উপর রাগ করবে, ভীষণ রাগ, তোমাকে চিঠি না লেখার জন্য। কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ লণ্ডনে ছিলাম না, ইয়োরোপের সব বড় সহরগুলি দেখলাম ঘুরে ঘুরে, রাত্রে শুধু-মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার সময় পেয়েছি। যেখানে যত ভাল জিনিস দেখেছি, যেখানে যত আনন্দ পেয়েছি—বার বার তোমারই কথা মনে পড়েছে, মনে হয়েছে তুমি যদি কাছে থাকতে কি গভীর আনন্দই না বোধ করতাম। আনন্দের যদি অংশীদার না থাকে—তবে সে-আনন্দের মূল্য কি ? আর—তুমিই ত কতভাবে কত দিক থেকে জড়িয়ে আছ আমার জীবনে। প্রথম ভালবাসা, এবং হয়তো শেষ ভালবাসা। অনেক ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এবারে ঘরে ফিরব। একটি ঘরের জন্য সারা মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু এবার আর সে-ঘরে থাকব না, তুমিও থাকবে সংগে ; এর মধ্যে আবার বিয়ে করে বসনি ত ? তা তুমি করবে না, জানি। একুশ তারিখ কলকাতা পৌঁছাব। মনে হচ্ছে তোমারই কাছে ফিরে যাচ্ছি। ভালবাসা নিও। তোমারই মন্দা।"

চিঠিটা হাতের মুঠোয় রেখে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সুকান্ত, সারা টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো, হাওয়ার ঝাপটায় কয়েকখানি চিঠি মাটিতে উড়ে পড়ল। বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে, সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি।

পাঁচটা বেজে গেল কখন, দোলানো দরজার বাইরে থেকে আর একটিও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। বেহারাটা এক সময়ে উঁকি মারল, চারটের সময় চা আনবার জন্য তার ডাক পড়েনি। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল সে : ঘড়ি দেখল, পাঁচটা চল্লিশ। চিঠিটা খামে ভরল, খামটা রাখল পকেটে, চেয়ারে ছোট একটা ঠেলা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, টেবিলে তেমনি পড়ে রইল ছড়ানো কাগজপত্র, মাটিতে পড়ে রইল চিঠি। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। লিফ্‌টের লোকটি তাকে নমস্কার করল, খেয়াল করল না সুকান্ত। রাস্তায় এসে একটা সিগারেট বার করে দুই ঠোঁটের মাঝখানে রাখল, বাঁ-হাতের মুঠোয় দেশলাই, ফুটপাতে অফিস ফেরত কেরাণীর মিছিল! হাঁটতে লাগল সে মন্থর পায়ে, গায়ে অনেক লোকের ধাক্কা লাগল। এসপ্লানাড পর্যন্ত হেঁটে এল সে, রাস্তায় জল-কাঁদা, বাতাসে ইলশেগুঁড়ি ; বিদ্যুৎ চমকাল। কাঁধে হাত দিয়ে দেখল, বর্ষাতি নেই। অফিসে ফেলে এসেছে। চৌর-ঙ্গীতে বৃষ্টি নামল, সামনেই যে-চায়ের দোকান সেখানে ঢুকে পড়ল সে। একটা খালি টেবিলে বসে চায়ের নির্দেশ দিল। আর কি খাবে সে চায়েব সংগে ? বেয়ারাটি জিজ্ঞেস করল। কি খাবে ? যা-হোক কিছু একটা আনলেই হবে। যা-হোক কিছু ? ভাজা-ভুজি ? না কেক পেস্ট্রি ? কেক পেস্ট্রিই আনতে বলল সে।

চায়ের পর রাস্তায় এল সে। বৃষ্টি বেড়েছে, আঁধার নেমেছে, এখানে-ওখানে গাড়ি-বারান্দার নিচে লোক জড়ো হয়েছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল সে, গেঞ্জি-জামা ভিজে গায়ের সংগে সপসপ করছে। লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে এসে সে ট্যাক্সী পেয়ে গেল। সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে যাবার কথা বলে হেলান দিয়ে বসল। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় কয়েকবার কেঁপে উঠল। ভিজে সিগারেটটা চায়ের দোকানে টেবিলের উপর ফেলে এসেছে। আর একটা সিগারেট ধরাল সে, আস্তে আস্তে টানতে লাগল।

ভাড়া চুকিয়ে বাড়ি ঢুকল সে। কোনো তাড়া নেই, উদ্বেগ নেই। দোতলায় সিঁড়ির কাছে খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাঁট আসছিল ; জানালাটা বন্ধ করে দিল সে। ঘরে এসে জামা-কাপড় বদলাল, ভিজে কাপড়ের স্তূপ ছুঁড়ে মারল বারান্দায়, মন্নুয়ার দেখা নেই। বারান্দার আলো ঘরে এসে পড়েছে, শোবার ঘরের বাতি জালল না সে, ইজি-চেয়ারটা জানালার কাছে নিয়ে বসে রইল চুপচাপ। বাইরে বৃষ্টি, ভিজে বাতাসে দাপাদাপি!

একদিনও অফিস-ফেরত সে রমলাকে আনতে গেল না ; দিন সাতেক পরে সে নিজে এসে হাজির হল একদিন। কি ব্যাপার? তোমার যে পাত্তাই নেই! আমার সন্ধ্যেগুলি এমন করে মাটি করলে তুমি? কত কি আমার কেনা-কাটা ছিল!'

'শরীরটা একেবারেই ভাল ছিল না, বিশ্বাস কর, কয়েকদিন ত সর্দি-কাশিতে একেবারে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিলাম, কাল ভাবছিলাম, যাব। এসেছ, ভালই করেছ, একা একা আর ভাল লাগছিল না!'

'সর্দি-কাশি হয়েছে—একবার গেলেই ত পারতে! মা-বাবাকে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, কেমন আছ এখন?'

'তুমি যখন এসে পড়েছ—তখন আর ভাবনা কি? এই দেখ না, তোমায় দেখেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছি!' সুকান্ত এগিয়ে এল দু'হাত বাড়িয়ে।

দরজার দিকে একটা ক্ষিপ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রমলা বলল, 'চল, বেরোই।'

ততক্ষণে সুকান্ত তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে।

পরদিন রবিবার, ঝলমল করছে রোদ, শ্রাবণের আকাশে এক খণ্ড মেঘ নেই, যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে এত বড় আকাশটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নীল হয়ে উঠেছে। সতেজ' সবুজ গাছের পাতা দুলছে

বাতাসে। সুকান্ত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, 'চল, দক্ষিণেশ্বর বেড়িয়ে আসি, যাবে ?'

'চল !' রমলা খুশীতে উপচে উঠল।

দুপুরে দুটো নাগাদ ট্যাক্সী হাঁকিয়ে তারা দক্ষিণেশ্বর এল; ঘণ্টা খানেক ঘুরে বেড়াল; তখনও আকাশে রোদ, নীল আকাশ; খটখটে, শুকনো দিন।

'স্নান করবে ?' সুকান্ত সাবধানে প্রস্তাব করল।

'সাঁতার জানিনা, যদি ডুবে যাই !'

'পূর্ব-বঙ্গের মেয়ে, সাঁতার জান না কি ?'

'একটু একটু জানি, গংগায় সাঁতার দেবার মত নয়।'

'সাঁতারের দরকার কি ? অনেক দূর পর্যন্ত ঘাট, বেশি দূরে যাবে কেন ?'

'কাপড় ?'

'তুমি আমার ধুতিটা পর, আমি উড়ে ঠাকুরের কাছে একটা গামছা চেয়ে নিচ্ছি !'

তাই হল।

ধুতি বদলে গামছা পরে নিল সুকান্ত। খালি-গায়ে এমন অপূর্ব বেশ দেখে রমলা হেসে উঠল। ধুতি নিয়ে মেয়েদের কাপড় ছাড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকল সে; ধুতি জড়িয়ে বেরিয়ে এল; 'বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে ত।' বলল সুকান্ত।

ঘাটে লোক নেই; উড়িয়া ঠাকুর রমলাকে দেখে যা একটু নড়েচড়ে বসল, গলাটা একটু লম্বা করল।

আস্তে আস্তে জলের মধ্যে এগিয়ে গেল রমলা সুকান্তর হাত ধরে। গলা-জলে দাঁড়িয়ে ওপারে তাকাল। একটা লঞ্চ যাচ্ছে, হুইসেল বেজে উঠল। খানিকটা দূরেই একটি জেলে নৌকায় বসে ছিল ছিপ নিয়ে' ফাত্না-হীন সুতোর দিকেই তাকিয়ে ছিল জোয়ান ছেলেটি, ওদের দিকে একবারমাত্র তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

হাতে সুতোর স্পর্শ, মনে মাছের স্বপ্ন। নোঙর-বাঁধা নৌকা; মৃদু হাওয়ায় দুলছে।

সুকান্ত দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে ঝাঁপ দিল, সুপটু হাতে সাঁতার কেটে অনেকটা এগিয়ে গেল সে। রমলা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইল। একবার প্রায় সে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল। ও আসুক ফিরে। নৌকার ছেলেটি বিরক্তচোখে তাকাতে লাগল, মাছ পালিয়ে গেল সব।

অনেক দূর থেকে ফিরে এল সুকান্ত, রমলার কোমর ধরে দাঁড়াল, টেনে আনল তাকে বুকের মধ্যে, কয়েকটা চুমো দিল।

'কি হচ্ছে? ছাড়! আমি একটু সাঁতার কাটব।'

'বেশ ত! এসো, এখনও জোয়ার আসেনি, স্রোতের টান নেই।'

'ডুবে যাব না ত?'

'আমি থাকতে ডুববে কি? এসো! এই খানিকটা।'

সুকান্ত সাঁতার দিল, অপেক্ষা করল—যতক্ষণ না রমলা তার পাশে এসে পড়ে।

আস্তে আস্তে, সাবধানে কিছুটা এগিয়ে গেল তারা।

'তুমি ত চমৎকার সাঁতার কাট!' বলল সুকান্ত।

ওর মন্তব্যে উৎসাহিত হয়ে রমলা জোরে হাত চালিয়ে সুকান্তর সামনে এগিয়ে গেল। তীরের কাছে স্রোতের টানটা বোঝা যায়নি। এবারে জলের তোরে পড়ে গেল রমলা। জোরে জোরে সাঁতরেও কোনো ফল হল না। ঘুরবার চেষ্টা করল, তীরের দিকে ফিরতে পারল না। স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল। ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল সে, আর সেই মুহূর্তেই হাত দুটি অবশ হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল; সুকান্ত অনেক পিছনে। আতঙ্কের সেই চরম ক্ষণে রমলা বুঝতে পারল না সুকান্ত তার সাহায্যে এগিয়ে আসছে কিনা মনে হল না: এগিয়ে আসছে সে—তার দিকে।

কেমন যেন মনে হল : আরও পেছিয়ে পড়ছে সুকান্ত। খানিকটা জল গিলে ফেলল সে, নাকের মধ্যে ঢুকল জল। একটা মর্মান্তিক চীৎকার করে সে ডাকল, সুকান্ত। আমি—আমি ডুবে যাচ্ছি। আমাকে বাঁচাও!'

সুকান্ত হয়তো একবার তাকাল, রমলার বোঝবার শক্তি নেই, ডুবছে, আর ভাসছে সে।

নৌকায় যে-ছেলেটি মাছের স্বপ্ন দেখছিল—তার বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল বটে—ভদ্রলোকের মেয়েমানুষটা তলিয়ে যাচ্ছে। ঝাঁপ দিল সে, আর মাছের মত তীরের বেগে এগিয়ে গেল রমলাকে লক্ষ্য করে, পনেরো সেকেণ্ডে, বা কুড়ি। জ্ঞানহীন রমলাকে ঠিক সময়েই ধরে ফেলল সে। ধরল কোমরের কাপড়ে, কোমরের বাঁধনটা তখনও ছিল, বাকি ধুতির প্রান্তটা জলের মধ্যে।

বাঁ হাতে ধরে, ডান হাতে আর পায়ে অদ্ভুত কৌশলে তীরের দিকে এগোতে লাগল জোয়ান ছেলেটি, পেশীর ঘায়ে জল অবলীলা-ক্রমে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা ঠাণ্ডা বাতাসের ধাক্কায় গংগার জল কেঁপে কেঁপে উঠছে, বিদ্যুৎ চমকাল পশ্চিম দিগন্তে। সুকান্ত এগিয়ে গেল, রমলার পা ধরে টান মারল, কিন্তু ছেলেটি ছাড়ল না রমলাকে। অতএব যে-হাতে ছেলেটি সাঁতার কাটছিল—সে-হাতটা ঝাপটে ধরল সে। আর জলের মধ্যেই ছেলেটি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সুকান্তর পেটে লাথি মারল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সুকান্ত অনেকখানি ঘোলা জল গিলে ফেলল, অসাড় শরীরে বেশ খানিকটা ভেসে গেল সে। নেহাৎ বাঁচবার তাগিদেই ভেসে রইল। আবার তীরের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল।

ছেলেটি ঘাটে এসে পড়েছে; এক বুক জলে দাঁড়িয়ে ধুতিটা সে জড়িয়ে দিল রমলার গায়ে, তারপর দু'হাতে তুলে নিয়ে উপরে উঠে এল।

ঘাটে ততক্ষণে আট দশ জন লোক জমায়েত হয়েছে।

রমলা মাটিতে শুয়ে; প্রথম বৌ! এমন রূপ। গংগায় ডুবে যাচ্ছিল? মন্দিরে নিয়ে চল; মেয়েদের কাপড়-ছাড়বার ঘরে নিয়ে চল। ডাক্তার ডাক। সাধুজীকে ডাক। হৈ চৈ, আর বিশৃংখলা কে ওকে ধরবে, কে গায়ে হাত দেবে, কাপড়টা বুকের উপর আর একটা পাক দিয়ে দিলে হত না? রমলার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস, বুক উঠছে, নামছে।

সুকান্ত উঠে এল ঘাটে, ওর দিকে তাকিয়েই সবাই বুঝতে পারল সে-ই মালিক; সময় নষ্ট করল না সুকান্ত, দু'হাতে তুলে নিল রমলাকে, আর রমলা তখন চোখ বুঝল; তাকাল সে শূন্য দৃষ্টিতে। সুকান্ত তাকে মেয়েদের কাপড় ছাড়বার ঘরে নিয়ে গেল।

'তুমি কাপড় পরতে পারবে?'

'তুমি পরিয়ে দাও।'

রমলাকে মোটামুটি এক রকম দাঁড় করাতে অনেকখানি সময় লাগল সুকান্তর। ধুতিটা নিঙড়ে পরে ফেলল সে।

'তুমি যেতে পারবে বাইরে? মন্দিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করা দরকার।'

'তুমি ধর।'

সুকান্ত ওকে দু'হাতে দাঁড় করাল, আস্তে আস্তে নিয়ে গেল মন্দিরে।

সন্ধ্যার আগেই গাড়ি পাওয়া গেল।

যাবার সময় মন্দিরের বাইরে গাড়ির চার পাশে আবার কিছু লোক জমায়েত হল; ভিড়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল সেই ছেলেটি; সেদিনকার মত আর মাছ ধরা তার হল না।

'ডুবে যাচ্ছিলাম, না?'

রাস্তায় অনিশ্চিত আলো, বৃষ্টি পড়ছে; গাড়ির কাঁচ তোলা।

'ডুবলেই হল, না?'

'তোমাকে ডেকেছিলাম, শুনতে পেয়েছিলে?'

সুকান্ত ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। 'তুমি কি পালাবার মতলব করছিলে?'

'কোথায় যাব তোমাকে ছেড়ে?'

বিদ্যুৎ চমকাল। ঘনঘোর বর্ষা, দুর্যোগের রাত। রমলা সুকান্তর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'গায়ে কাপড় ছিল ত?'

সুকান্ত ছোট একটু হাসল।

স্টারলিং কেমিক্যাল ইন্‌ডাসট্রিস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুব্রত মল্লিক হেসে উঠল, 'তুই আর্সেনিক কি করবি? এতদিন পরে কি মনে করে এসেছিস্; সত্যি বলত সুকান্ত? আর্সেনিক না হাতি! আসল ব্যাপারটা কি বল ত? বিয়ে করেছিস? না সেই মেয়েটাকে এখনও—'

'সত্যি! আর্সেনিক বা সাইনাইড—যা-হোক একটা দরকার। ইঁদুরের উৎপাতে রাত্রে ঘুমাতে পারি না!'

'ইঁদুর মারবার জন্য সায়ানাইড নিতে হবে শেষকালে? কত রকমের র‍্যাটকীলার বাজারে বিক্রী হচ্ছে!'

'দু'একটা ব্যবহার করে দেখেছি, একেবারে বাজে, শুধু বিজ্ঞাপনের হিড়িক। না, বিয়ে করি নি, মেয়েটি বিলেতে চলে গেল রে! তাই আপাততঃ একা কাটাচ্ছি! কলকাতা মরুভূমি!'

'নো বডি দেয়ার আফটার?'

'নান্। দিবি?'

'দিচ্ছি, দাঁড়া! সত্যিকারের রূপসী মেয়ে, কি যেন নামটা?'

'মন্দাকিনী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মন্দাকিনী! যেমন রূপ তেমনি নাম।' সুব্রত মল্লিক

চেয়ারে একটা ঠেলা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল; বড় ঘড়ের ছ'দিকের দেয়াল-ঘেঁষে চারটি আলমিরা; একটা আলমিরার কাঁচের উপর লেখা: পয়জন। চাবি লাগিয়ে আলমিরা খুলল সুব্রত, একটা বোতল নিয়ে এল টেবিলে, খামের মধ্যে খানিকটা পাউডার ঢেলে বলল, 'সাবধানে রাখিস, যেন ছেলেপুলের হাতেও না পড়ে!' খামটা এগিয়ে দিল সে।

আরও আধ-ঘণ্টা বাজে গল্প।

সুকান্ত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আর অফিসে গেল না সে; বাড়ি ফিরে এল।

প্রায় এক ঘণ্টা ভাবল সে খামটা কোথায় রাখা যায়; শেষ পর্যন্ত জায়গা একটা খুঁজে বার করল।

সকালে এক সঙ্গে চা খায় তারা; রমলার আগে ঘুম ভাঙে, মনুয়া চা নিয়ে এলে সুকান্তকে ডেকে তোলে সে; কিন্তু কয়েকদিন থেকে সুকান্ত আগে উঠতে লাগল। চা এলে তবে সে রমলাকে জাগিয়ে দেয়।

রমলা বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি তাড়াতাড়ি উঠতে আরম্ভ করেছ?'

'ভাবছি সকালে একটু শরীর-চর্চা করলে মন্দ হয় না।

রমলা হাসল, 'হঠাৎ?'

'বয়স হচ্ছে ত!'

'শোন, কয়েকদিন ধরে ভয়ানক শরীর খারাপ লাগছে। বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার। মনে হচ্ছে একটা শক্ত অসুখ হবে!'

'দূর!' সুকান্ত হেসে উড়িয়ে দিল ওর কথা। 'শরীর খারাপ হবার কি কারণ থাকতে পারে? এক কাজ কর, বরং মা'র কাছে থেকে এস কিছুদিন!'

'না। ওখানে আমার ভাল লাগে না। তুমি আমায় ডাক্তার দেখাও!'

'বেশ ত। হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে তোমার?'

'দেখ না! সপ্তাখানেক বা দু'সপ্তা। আমার বাবার ত খুব বিশ্বাস, আমাদের পাড়ায় যোগীন ডাক্তার, খুব ভাল চিকিৎসা করেন।'

তাই ঠিক হল। আজ-কাল দু'দিন তার ফিরতে রাত্রি হবে অফিস থেকে, পরশু দিন সে একেবারে ডাক্তারকে নিয়েই আসবে।

পরদিন চা খাবার পর থেকেই সে আর চেয়ার থেকে উঠতে পারল না, এমনি তার অবস্থা। সারা শরীর তার জ্বলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে হৃদপিণ্ডের গতি দুর্বল হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন! ব্যাপারটা যে কি কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারল না। তার মত স্বাস্থ্যবতী মেয়ে কলেজে ত ছিলই না, সারা দক্ষিণ কলিকাতায় আছে কি না সন্দেহ। আর—নিয়মিত এমন পুষ্টিকর খাবার অনেক বাড়িতেই কল্পনার অতিত। কি হল তার? কখনই ক্ষিধে পায় না। যে-সব খাবার সে ভালবাসত, এখন চোখে দেখলেই তার বিতৃষ্ণা আসে। দিন সাতেক হল চোখে ঘুম নেই। রাত্রেও আধ ঘণ্টার জন্যও তার ঘুম আসে না, নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে সে সুকান্তর পাশে। কখনও বা একটু তন্দ্রা আসে। থানার ঘণ্টা শুনতে পায় সারা রাত্রি। এমনি এক নিদারুণ যন্ত্রণার রাত্রে সে ভেবেছিল, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে নিচে। সুকান্ত অফিসে, তবু—ও যতক্ষণ থাকে কেটে যায় এক রকমে, কিন্তু দুপুরে অসহ্য লাগে তার। যদি বিষ পেত। খেয়ে ফেলত সে। এমন করে বাঁচতে পারে না মানুষ। রমলা আস্তে আস্তে উঠল বিছানা থেকে। বই পড়া তার অনেকদিনের অভ্যাস, তবু—সে ভাবল যদি কোনো গল্পে কিছুক্ষণের জন্য মন দিতে পারে।

সুকান্তর বইএর আলমিরা খুলল সে মাটিতে বসে, একটা একটা বই নামিয়ে দেখতে লাগল। ইংরেজী বাংলা নানা

রকমের বই দেখতে ভাল লাগছিল তার। কিছু বই তার বাবার আমলের।

একখানি মোটা বই খুলতেই তার কোলের উপর পড়ল পরিষ্কার একটি খাম। উপরে লেখা: স্টারলিং কেমিক্যাল ইনডাসট্রিস লিমিটেড। নূতন খাম, ক্লিপ দিয়ে আঁটা। খাম খুলে ফেলল সে। আঙুল ঢুকিয়ে দেখল: পাউডার। খামের উপর সদ্য চায়ের দাগ। রমলার মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করে উঠল। হৃদপিণ্ড লাফাতে লাগল প্রচণ্ড বেগে, কেউ যেন কানের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে! খামটা তেমনি সে লুকিয়ে রাখল বইএর মধ্যে। আস্তে আস্তে বই রেখে দিল আলমিরায়। ডালা বন্ধ করল।

মাটি থেকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল রমলা। মাটিতে ভড় দিল না। হঠাৎ যেন শরীরের রক্ত-চলাচল তার বেড়ে গেল। সে যেন কোন আশ্চর্য কারণে বেশ খানিকটা ভাল বোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল সে। মাথা ঘুরল না একবারও, জানালার বাইরে তাকাল সে। মেঘলা আকাশ। খেয়াল হল, ঘণ্টাখানেক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে! জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে লাগল, মেঘলা আকাশ আবার তার ভাল লাগছে।

সুকান্ত খুব আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল, তাকাল, রমলার ঘুম। দরজাটা খুলে দিয়ে স্নানের ঘর থেকে মুখ ধুয়ে এল সে। সকাল সাড়ে ছটা হবে। মঙ্গুয়া চা রেখে গেল ছোট টেবিলে। আর দুটি প্লেটে সিদ্ধ ডিম আর টোষ্ট।

খুব সাবধানে আলমিরা থেকে খামটা বার করল সুকান্ত; রমলার দিকে পিছন ফিরে সবটুকু পাউডার ঢেলে দিল একটা পেয়ালায়। আর ঠিক সেই সময়ে রমলা একবার চোখ খুলে

তাকাল। পেয়ালাটা নিয়ে খাটের কাছে দাঁড়াল সুকান্ত। সস্নেহে ডাকল, 'রমলা, এই!'

রমলা চোখ মেলে তাকাল। বলল, 'চা দিয়ে গেছে?' বিছানায় বসে চা খাওয়া তার অভ্যাস।

'হ্যাঁ, নাও। কেমন আছ আজ?' হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা রমলার প্রসারিত হাতে দিল।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে রমলা বলল, 'আজ যেন একটু ভাল বোধ করছি, শেষ রাত্রে ঘুমিয়েছি বেশ!'

'আরে কিছুই তোমার হয় নি! অযথা ভয় পাচ্ছ! তুমি ত সহজে ভেঙে পড়বার মেয়ে নাও!'

রমলা হাসল। আধ-শোয়া অবস্থায় চায়ের পেয়ালা নিয়েছিল সে, বাঁ হাতে গায়ের চাঁদর সরিয়ে উঠতে গিয়ে তার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা পরে গেল মাটিতে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সুকান্তর সমস্ত মুখটা কালো হয়ে গেল, 'তোমার হল কি আজ?' না বলে পারল না সে।

রমলা হেসে উঠল, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল সে।

'অমন উন্মাদের মত হেস না।' আরও উষ্ণ গলায় সে বলল, 'সকালবেলা একটা অনর্থ করে দিব্যি হাসছ?'

'একঘেয়েমী থেকে এও এক ব্যতিক্রম, বুঝলে? প্রত্যেকদিন ঘড়ির কাঁটার মত দম থেকে ওঠা, চা-পান, তুমি খবরের কাগজ খুলে বসবে, আমি চুপচাপ পড়ে থাকব বিছানায়, তোমার স্নান, খাওয়া, অফিস চলে যাওয়া, তারপর আমি উঠব বিছানা থেকে, স্নানের ঘরে গিয়ে স্নানের অভিনয়, খাবার টেবিলে বসে খাবার অভিনয়, বিছানায় শুয়ে ঘুমের অভিনয়, কি চমৎকার জীবন কাটাচ্ছি বল ত! আর সামান্য একটা পেয়ালা ভাঙবার জন্য বকছ আমায়?'

সুকান্ত লজ্জিত হল। 'না, না,' বকিনি। মুখের চা-টা ফেলে দিলে মাটিতে, তাই বলছিলাম। দাঁড়াও মহুয়াকে বলি আর এক পেয়ালা চা আনতে।'

সুকান্ত বাইরে গেল। রমলা আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল, তাকাল জানালার বাইরে—একবার মেঘ, আর একবার রোদ। বেশ ভাল একটা দিন। হয়তো নির্জন দুপুরে বৃষ্টি পড়বে ঝমঝম করে। জানালায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছ দেখবে সে, আশ্চর্য সুস্থ বোধ করছে সে আজ সকালবেলা।

সুকান্ত ঘরে ঢুকল, হাসিতে উজ্জ্বল তার মুখ, চায়ে চুমুক দিয়ে রমলার পাশে এসে বসল, তাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে।

'তুই একটা হোপলেস, সুব্রত।' সুকান্ত দামী সিগারেটের প্যাকেট বার করে স্টারলিং কেমিক্যাল ইনডাস্ট্রিস-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুব্রত মল্লিকের দিকে এগিয়ে দিল; 'তোর জন্য আমার বাবার পাঁচশ টাকার শালটা ইঁদুরে কেটে ফেলল। অফিস যাবার সময় দেখলাম বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে, আলমিরা থেকে শালটা বার করে চেয়ারে রোদে রেখে এসেছিলাম, অফিস থেকে ফিরে গিয়ে দেখি বেশ বড়সড় একটা গর্ত করে ফেলেছে। সত্যি। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল, বাবাকে দেখেছি কত যত্ন করে জিনিসটা তিনি ব্যবহার করতেন। তুই আমায় একটু পটাসিয়াম সায়ানাইড দে।'

'নিজে খাবি না ত?'

দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠল।

'মন্দাকিনী বিলেত চলে গেল, তুই আর বেঁচে থেকে কি করবি!'

আবার হাসির ঝড় বয়ে গেল।

আরও খানিকক্ষণ।

হোমিওপ্যাথী শিশিটায় মারাত্মাক জিনিসটা পকেটে নিয়ে সুকান্ত রাস্তায় এল। মুখে তার তৃপ্তি হাসি, বুকটা আড়াই ইঞ্চি ফুলে উঠল। পরশু মন্দাকিনী পৌঁছাবে কলকাতা, অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে সুকান্ত, দমদম যাবে ওকে আনতে। "যত ভাল জিনিস দেখেছি, যত আনন্দ পেয়েছি, বার বার তোমারই কথা মনে পড়েছে,...তুমি ত কত ভাবে কত দিক থেকে জড়িয়ে আছ আমার জীবনে, বলতে গেলে তুমিই ত আমার জীবনে প্রথম ভালবাসা,... একটি ঘরের জন্য সারা মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।...মনে হচ্ছে তোমারই কাছে ফিরে যাচ্ছি।" অফিসে গিয়ে মন্দাকিনীর চিঠিটা কয়েকবার পড়া তার একটা নিয়মিত কাজ হয়েছে। চিঠিটা ড্রয়ারে রাখতে আজ সে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে। পকেটেই আছে।

সেখান থেকে সুকান্ত পার্ক ষ্ট্রিটে তার ডাক্তার-বন্ধুর চেম্বারে এল। স্কুলে এবং কলেজে পড়েছে এক সঙ্গে। অল্প বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। বত্রিশ থেকে চৌষট্টি হতে আর বেশি দেরি নেই। সুকান্তর জন্যই অপেক্ষা করছিল ডাক্তার; বেশি কথা বলতে হল না সুকান্তকে; দু'হাজার টাকার বাণ্ডিলটা তার হাতে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, অ্যাণ্ড এ থাউজেণ্ড লেটার, বুঝলি?

টাকাটা ট্রাউজারের পকেটে রেখে ডাক্তার হাসল।

একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরল সুকান্ত। রমলা আধ-শোয়া অবস্থায় বই পড়ছিল। সুকান্ত তার জন্য কিছু বাংলা উপন্যাস কিনে এনেছে কয়েকদিন আগে।

'যাক, শেষ পর্যন্ত সময় কাটার একটা উপায় খুঁজে পেয়েছ তুমি।'

'হ্যাঁ বেশ লাগছে বইটা। তোমার দেরি হল।'

'অফিসের এক ভদ্রলোকের প্রোমোশন হল। রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেলেন চা খাওয়াতে।'

'হঠাৎ পান খাচ্ছ যে।'

সুকান্ত পান চিবানো বন্ধ করে বলল, 'চমৎকার পান। খাবে? তোমার জন্যে এনেছি একটা।' সাবধানে সে কাগজে-মোড়া পানটি বার করল পকেট থেকে।

'আমি পান খাই না তুমি ত জান, টেবিলের উপর রাখ, মা-কে দেব। মা পান খেতে ভালবাসেন, বিশেষ করে দোকানের পান খুশী হবেন।'

কিন্তু পানটি সুকান্ত রাখল না টেবিলের উপর। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল দু'আঙুলে ধরে। বলল, 'মা নিজের হাতে সাজা পান খায়, বিধবা মানুষ, দোকানের পান আর নাই দিলাম!'

'ও।' রমলা বইতে মন দিল।

সুকান্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে জানালার কাছে গেল, পানটা ছুঁড়ে মারল রাস্তায়, রাত্রে ধুয়ে যাবে বৃষ্টির জলে। রমলা চকিতে একবার তাকিয়ে চোখ নামাল।

সুকান্ত জামা খুলল গা থেকে, টাঙ্গিয়ে রাখল হ্যাঙ্গারে, রমলার দিকে তাকাল ঘরের কোণ থেকে। রমলার মুখ ডুবানো বই-এর মধ্যে, চিঠিটা বার করে নিঃশব্দে আলমিরা খুলল, আবার তাকাল মুখ ফিরিয়ে, রমলা বই পড়ছে। চিঠিটা বই-এর ফাঁকে রাখবার সময় রমলা চোখের কোণ থেকে এক লহমায় দেখে নিল।

আলমিরা বন্ধ করে সে পাশের বসবার ঘরে এল। পা টিপে টিপে। রমলা তাকাল।

সুকান্ত যখন কয়েক সেকেণ্ড পরে শোবার ঘরে এল—রমলা তখনও মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

'কেমন আছ, আজ?'

'ভালই ত আছি।'

'তা'হলে আর ডাক্তারের কাছে এখন না-ই গেলে।'

'না, এখন থাক, আরও কয়েকটা দিন দেখি।'

দুর্যোগের রাত্রি। বাইরে বৃষ্টির দামামা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ ডাকছে।

রাত দু'টো হবে, কিংবা তিনটে।

রমলা জেগে আছে ; সুকান্তর ঘুম, মাঝখানে পাশ-বালিশ।

এই সময়ে সুকান্তর একবার ঘুম ভাঙ্গবে, বাথ-রুমে যাবে, জল খাবে, রমলা জানে—এটা সুকান্তর বহুদিনের অভ্যাস।

প্রচণ্ড বাজ ডাকল ; সুকান্তর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসল সে বাথ-রুমে গেল, জানালার পাশে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে পান করল। অন্ধকার ঘর, তবু রমলা প্রায় স্পষ্টই দেখতে পেল ; কুঁজোর উপর গ্লাস রেখে সুকান্ত আবার তুলে নিল গ্লাস, জল গড়িয়ে পাশের ঘরে গেল সে, বাতি জাল্‌ল। পনেরো কি বিশ সেকেণ্ড। বাতি নিবিয়ে ফিরে এল সে, ডাকল, 'রমলা, রমলা।'

'কি বলছ ?' ঘুম-ঘুম চোখে জিজ্ঞেস করল রমলা।

'জল খাবে ?'

'রাখ মাথার কাছে।'

রমলার শিয়রে টিপয়ের উপর জলের গ্লাস রেখে ঢাকা দিল সে। নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

জেগে আছে, সুকান্ত।

আধ ঘণ্টা পরে ডাকল, 'ঘুমিয়ে পড়লে ?'

আধো-আধো ভাষায় উত্তর দিল রমলা, 'হ্যাঁ—না—হ্যাঁ, আমি উঠব একবার, বাথ-রুমে যাব, তুমি ঘুমাও-না।'

তবু ঘুমাতে পারল না সুকান্ত, জেগে রইল, নিঃশব্দে চোখ বুজে।

আর রমলা জানেঃ সুকান্ত ঘুমায়নি ; বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ! বাতাস নেই ; হয়ত আকাশে মেঘ জমছে ; এটাও রমলা জানেঃ সুকান্ত এক সময়ে না এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়বেই। তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু জীবন থেকে

নির্বাসিত করবার এ কি হীন পন্থা ? নির্বাসন নয়, বিনাস ; হত্যা; তোমার যদি বেঁচে থাকবার অধিকার থাকে, আমারও আছে, যে কোনো মানুষেরই আছে ; তুমি বাঁচতে পার তোমার জীবন নিয়ে, আমি আমার জীবন নিয়ে ; যদি তুমি কোনো দিন আমার জীবনে অসহ্য হয়ে ওঠ, যদি সইতে না পারি তোমায়, আমি কি করব ? আমি তোমায় হত্যা করবার চেষ্টা করব না ; দূরে চলে যাব, তোমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

আজও তাই ; এ-মুহূর্তেও তোমার বিরুদ্ধে কোনো অনুযোগ নেই, কোনো অভিমান নেই ; আজ রাত্রিটা শুধু ! কাল সকালে, যে-সিঁড়ি বেয়ে একদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম, সে-সিঁড়ি দিয়েই শেষবারের মত চলে যাব ; শুধু যাবার আগে বলে যাব : তুমি শিক্ষিত ভদ্রলোক নও, সু, তুমি একজন তৃতীয় শ্রেণীর খুণি।

কিন্তু, রমলা ভাবল : তা কি আমি পারব ? আমার বলা উচিত ?

রমলার চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ল ; কেন ? কেন এই হত্যার আয়োজন ? বিচ্ছেদের সমুদ্র সাঁতরে সুকান্তই ত একদিন তার কাছে এসে পৌঁছেছিল, সে ত স্বচ্ছন্দেই সুকান্তকে বাদ দিয়ে দিয়েছিল জীবন থেকে , রমলাকে না হলে দিন কাটছিল না তার, রমলাকে এমনি পাওয়া যাবে না, তাই একটি পোষাকি বিয়ের দরকার ছিল; এমন মানুষকে কিনা সে দিয়েছে তারা কৌমার্যের অর্ঘ ? রমলা হেসে উঠতে যাচ্ছিল, সামলে নিল ঠিক সময়ে ; অন্ধকারে তাকাল সুকান্তর দিকে, মেরুদণ্ডে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার ; ভয়ংকর হিংস্র একটা কেউ যেন তার পাশে ওৎ পেতে রয়েছে ; শুধু তার চোখ বোজবার অপেক্ষা ! ঘরের চারটি দেওয়াল, আর তার মাঝখানে ঘন অন্ধকার তাকে যেন চেপে ধরেছে সহস্র হাত বাড়িয়ে, ভাল করে নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছে না সে। জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাল সে, কখন যে ভোর হবে,

ভগবান! কখন যে দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাজপথে নেমে যেতে পারবে আবার! ঈশ্বর, জীবনে এমন শেষ মুহূর্তটি তুমি আমাকে দাও, এই আমার শেষ প্রার্থনা!

অন্ধকারে রমলার মুখে হাসির ছায়া ফুটে উঠল; ভোর হবে, নিশ্চয় ভোর হবে এক সময়ে, নীল আকাশ না হোক, ভোরের মেঘলা আকাশ আবার সে দেখতে পাবে নিশ্চয়, ভিজে গাছের পাতা বাতাসে দুলবে, বাতাস বৃষ্টির গুঁড়ো আর তাকে অগ্রাহ্য করে আকাশে উড়বে পাখীর দল! রাস্তায় পা দিয়েই সে প্রথমে তাকাবে রাস্তার ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছটির শাখায়; কি পাখি সে দেখবে? একজোড়া শালিক? রাস্তায় প্রথম যে মানুষটির দিকে চোখ পড়বে তার, কেমন সে মানুষ? সে কি ঘৃণায় জ্বলছে, না ভালবাসার আলোয় উত্তাপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে?

কিন্তু—একটি প্রশ্নের উত্তর রমলা তখনও খুঁজে পেল না; যদি ভালবাসতে না পার, হত্যা করবে? এমনি উপায়ে সমস্যার সমাধান? অন্য কোন স্ত্রীলোক? কপালটা একবার চুলকে নিল সে; কেমন সে দেখতে? সে কি অসামান্যা রূপসী? কেমন করে নিঃশব্দে এল সুকান্তর জীবনে? কিংবা হয়ত সশব্দেই এসেছে—অনেক সমারোহ করে। হয়ত ছিল সুকান্তর জীবনে, অনেকদিন থেকেই; মাঝখান থেকে সে এসে পড়ে সব গোলমাল করে দিয়েছে; হয়ত দুটো ভালবাসার মাঝখানে পড়ে সুকান্ত স্থির করতে পারে নি তার কর্তব্য! যাকে চেয়েছিল অন্তর দিয়ে, রমলাই হয়ত তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল! তাই যদি হয়, ক্ষতি ছিল কি? সুকান্ত কি আজও তাকে চিনতে পারেনি, এতদিনের অন্তরঙ্গতার পরে? সে কি কোনো দিন তার তুচ্ছ দাবি আর আবেদন নিয়ে আসত সুকান্তর কাছে? অন্তর বাদ দিয়ে অন্তরঙ্গ-তার দাবি? প্রেমের বদলে খোরপোষ?

সুকান্ত পাশ ফিরল চাদরটা কাণ পর্যন্ত টেনে দিয়ে; মানে,

ঘুমিয়েছে এবার ; আর জাগবে সেই ভোরবেলা ; সে একটু স্থির হতে পারে এবার, চোখ বুজতে পারে। সর্বনাশ চোখ বুজবে কি মাথার কাছে জ্বলন্ত মৃত্যু নিয়ে ?

তবু—তবু সে সুকান্তর প্রতি একটু কৃতজ্ঞ না হয়ে পারল না ; সে ত যে-কোনো দিন ঘুমের ঘোরে তার গলাটা টিপে ধরতে পারত ? হৃদপিণ্ডের গতিটা স্তব্ধ হয়ে যেতে কটা মুহূর্ত লাগত ? মুহূর্ত না হোক, মিনিট ? কটা মিনিট লাগত ? এক মিনিট ? দু'মিনিট ? ঐ ক্ষণিকের যন্ত্রণা থেকে সে ত তাকে অব্যাহতি দিয়েছে ! সে ত তাকে দিচ্ছিল সহজ, স্বচ্ছন্দ মৃত্যু !

সুকান্তর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দটা রমলার নিতান্তই পরিচিত, গভীর ঘুম তার। কিন্তু তবু এক মুহূর্তেব জন্য চোখ বুজতে পারল না সে, মাথা তুলে ঢাকা-দেওয়া গ্লাসটা দেখতে পেল সে, টুলের উপর মারাত্মক পানীয়, কয়েক হাজার লোকের প্রাণ নাস করতে পারে এক নিমেষে। এমনও হতে পারে ঃ সুকান্তর ঘুম থেকে উঠে জল খাওয়া অভ্যাস, হয়ত নিজের তৈরী ষড়যন্ত্র সে নিজেই ভুলে যাবে, আর অবলীলাক্রমে ঐ জলটাই ঢকঢক করে খেয়ে ফেলবে ! বলা যায় কি ?

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে গায়ের চাদরটা জরিয়ে নিঃশব্দে উঠে বসল রমলা, তাকিয়ে রইল ঘুমন্ত লোকটির দিকে—প্রায় দু'মিনিট ; আস্তে আস্তে খাট থেকে নামল সে, প্রথমে একটি পা তারপর দ্বিতীয় পা ; ছায়ার মত হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলে নিল সে, ঢাকা নামিয়ে রাখল। পা টিপে টিপে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল ; গ্লাসের জলটা ঢেলে দিল ওয়াস-বেসিনে, সাবান দিয়ে গ্লাস ধুয়ে নিল, হাত ধুয়ে ফেলল। খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, সুকান্ত তেমনি ঘুমে আচ্ছন্ন ; গ্লাস রাখল সে টিপয়-এর উপর, ঢাকা দিল ; তারপর নিঃশব্দে খাটে উঠে বিছানায় গা এলিয়ে দিল ; নিঃশ্বাসটা স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট লাগল। তন্দ্রা আসছিল

তার, কিন্তু তবু জেগে রইল জানালার বাইরে চোখ রেখে; কত দেরি আর ভোর হতে?

কাক ডাকল; রমলার হৃদপিণ্ড দুলে উঠল, মুক্তির প্রথম সুর; তারপর আর একটা, আরও একটা। জানালার বাইরে প্রথম ভোরের আলো দেখা দিল। ঈশ্বর! আর কিছুক্ষণ! আর কিছুক্ষণ!

ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুকান্ত পাশ ফিরল; এক ঝটকায় চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল সে; চোখের ফাঁক দিয়ে তাকাল রমলা: এমনি ভাবেই ঘুম থেকে ওঠে সে। তখনও অস্পষ্ট অন্ধকার।

খাট থেকে লাফ দিয়ে নামল সুকান্ত, তাকাল টুলের দিকে, হাত বাড়িয়ে গ্লাসের ঢাকা নামাল, গ্লাস খালি; রমলার পাশে গেল সে; রমলার চোখ বন্ধ; সুকান্ত তার শরীরে কয়েকটা নাড়া দিল, নাকের কাছে হাত রাখল, নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা জানবার জন্য তার ব্লাউজের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল, আর তখনই রমলা চোখ খুলে বলে উঠল, আঃ কি হচ্ছে ভোরবেলা? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

সুকান্ত যেন শক্ খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল রমলার মুখের দিকে। রমলা উঠে বসল আস্তে আস্তে, চুলে একটা পাক দিয়ে নিল, বলল, 'বাতিটা জ্বাল না! কি অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছ?' হেসে উঠল সে।

আর—ঐ অস্পষ্ট অন্ধকারে সুকান্তর মনে হল: রমলা মরেনি, মরেছে সে নিজে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বাতিটা জ্বালল ব্লাউজের বোতাম আঁটতে আঁটতে রমলা বলল, 'এসো, বস এখানে।'

সুকান্ত বসল খাটের প্রান্তে।

'শেষপর্যন্ত আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার দরকার হল

তোমার ? ছিঃ সু, তোমায় না আমি একদিন ভালবেসেছিলাম ? তুমি না আমায় একদিন ভালবেসেছিলে ? এমন হয় আমি জানি, কখন, অলক্ষ্যে একজন মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় আর একজনের জীবন থেকে, কিন্তু তা'বলে তার জীবন নাসের চেষ্টা করবে তুমি ? লোকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে পারে, স্বীকার করছি, কিন্তু তার জীবনেরও কি কোনো দাম নাই ? ভেবেছিলাম তুমি একজন আধুনিক যুবক, একি মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি তোমার ? এ কি এক নিতান্তই সেকেলে ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠলে তুমি ?'

বাইরে বারান্দার রেলিংএ কাক বসেছে ; রমলা জানালার বাইরে তাকাল ; বালিশের পাশ থেকে কয়েকটা চুলের কাঁটা নিয়ে খোঁপায় গুঁজল ; উঠে গিয়ে কাবার্ডের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই নিয়ে আবার বসল খাটের উপর ; একটা সিগারেট বার করে সুকান্তর নিস্পন্দ হাতে দিয়ে ফস্ করে একটা কাঠি জ্বেলে বলল, 'নাও !'

ঐটুকু শব্দে চমকে উঠল সুকান্ত, সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে আগুনেব শিখার উপর রমলার মুখের দিকে তাকাল। কাঠিটা দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারল সে।

সিগাবেটে দীর্ঘ একটা টান দিল সুকান্ত।

'তুমি যখন হাঁ করে ঘুমোচ্ছিলে, খানিকটা বিষ তোমার মুখে ঢেলে দিতে পারতাম, জান ?' ঘাড় দুলিয়ে হেসে উঠল রমলা, 'কিন্তু তা আমি পারি না, কিন্তু জীবন থেকে বাদ দেবার জন্য এমন সস্তা কৌশলের আশ্রয় আমি নেব না, কিন্তু ব্যাপারটা কি সু ?'

সুকান্তর চোখের উপর চোখ রেখে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল রমলা ; 'আর সব ত চুকে ঝুকে গেল, এখন আর আমায় বলতে বাধা কি ? কে এমন হঠাৎ এসে পড়ল জীবনে—আমাদের সংসারটা তচনচ করে দিল ? কে সেই উর্বসী ? বল।'

সুকান্ত তাকাতে পারল না রমলার মুখের দিকে, সিগারেটে আর কয়েকটা টান দিল সে।

'হ্যাঁ খুবই সহজ ছিল তোমার মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া। কিন্তু তুমিই ত আমার জীবনে অনেকগুলো মধুর মুহূর্ত এনে দিয়েছিলে। সে-কথা আমি কেমন করে ভুলতে পারি? অতটা অমানুষিক ব্যবহার তোমার সংগে আমি কেমন করে করতে পারি? তুমি একজন মানুষ—যাকে আমি ভালবেসেছিলাম, তুমি ত কুকুরবিড়াল নও, সু,!' কি শান্ত, আর কি মৃদু রমলার গলার স্বর।

যদি তুমি একবার অন্ততঃ মুখ ফুটে বলতে মানুষের মত! বা, যদি বলার সাহস না থাকে, যদি সামান্য আভাষে ইংগিতে জানিয়ে দিতে, আমিই তোমার কাছে বিচ্ছেদ চেয়ে নিতাম, স্বচ্ছন্দ মনে, প্রশান্ত মনে; তুমি কি আজও আমায় চিনলে না, সু?'

সিগারেটের আগুন থেকে আর একটা সিগারেট ধরাল সুকান্ত।

আস্তে আস্তে দাঁড়াল রমলা, অনেকদিন পরে আজ অনেকখানি সুস্থ বোধ করছে সে; আর—আজ প্রথম ভোরের আলোয় রমলাকে দেখে আর একবার মুগ্ধ হল সুকান্ত। রমলা চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে নিল, দু'পা এগিয়ে গেল সে দরজার কাছে, আবার ফিরে এল; আংটি, হাতের চুড়ি, গলার হার সব এক এক করে খুলে খাটের উপর ফেলল সে, তারপর আস্তে আস্তে বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে!

কয়েকটি মুহূর্ত। সুকান্ত একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল, বারান্দায় এল, দৌড়ে গেল সিঁড়ির কাছে। রমলা সিঁড়ি ঘুরছে, আঁচলের প্রান্তটিই শুধু তার নজর পড়ল; আর্তগলায় সুকান্ত ডাকল, 'রমলা, ফিরে এসো, যেওনা, ফিরে এসো।'

রমলা থামল না, একবারও তাকাল না পিছনে; সিঁড়িতে মিলিয়ে গেল তার পায়ের শব্দ!

ছ'দিন পরে মন্দাকিনীর ফেরা হয়নি।

চার মাস পরে সুকান্ত অফিসে বসে লণ্ডনের ছাপ-মারা চিঠিটা পেল, মন্দাকিনী লিখেছে:

প্রিয় সু, ফিরে আসছি; তোমারই কাছে ফিরে আসছি। হঠাৎ এখানকার কাজ ফুরিয়ে গেল। যদি সময়মত প্যাসেজ বুক করতে পারতাম, আজ—এই মুহূর্তেই চলে যেতাম। ভাল লাগছে না এখানে, সারা দিন বৃষ্টি আর কুয়াশা। আর এমন কাঠখোট্টা আর অতিরিক্ত ভদ্র এই ইংরেজ জাতটা। তোমার মনের মধ্যে এরা ঢুকতে চাইবে না, তোমাকেও দেবে না ঢুকতে; যদি বা কোথাও খুঁজে পাও একটু অন্তরঙ্গতা, ভাষা পাবে না, ভাব পাবে না। যেটুকু কথা, তাও সংযত, তাও পরিমিত। সেফেয়ার থেকে ভাল রাসবিহারী বা গড়িয়াহাটার মোড়, আমি ফিরে যাব। আর একটা কথা তোমার কাণে কাণে বলি: আমি বিয়ে করব, কাকে বল ত? সুকান্ত চৌধুরী নামে কাউকে চেন? প্রায় ছ'ফুট লম্বা, সুদর্শন, মাথায় ঘন চুল? কাস্‌টম্‌সের সব চাইতে চতুর অফিসার, সাদার্ন এভেন্যুর হলদে বাড়ির তিনতলায় থাকে? চেন তাকে? তার একটু খোঁজ করবে? যদি লোকের ভীড়ে, চৌরঙ্গীর ফুটপাতে কোনো সন্ধ্যায় দেখা পাও, একবার জিজ্ঞেস করবে মন্দাকিনী নামে কোনো মেয়েকে তার মনে পড়ে কি না?

আমি আসছি, সু, ওঃ মনে হচ্ছে কতদিন তোমায় দেখিনি। আমি জানি, অভিমান করে তুমি আমায় চিঠি লেখা বন্ধ করেছ; পারবে আমাকে দেখে অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে? পারবে? পরশুদিন ভোরবেলায়

প্লেন ধরব, এগারো তারিখ সকাল সারে দশটার সময়;
এই হচ্ছে সিডিউল টাইম, কিছু এদিক ওদিক হতে পারে,
এয়ার-পোর্টে টেলিফোন করে সময়টা জেনে নিও।
এগারো তারিখ বুধবার, ছুটি নিও। ভালবাসা।

তোমার মন্দাকিনী।

চিঠিটা সুকান্ত খামে ভরল, তারপব দেরাজে রেখে দিল। কাজ কমল সারাদিন; আজকাল আর লাঞ্চ খেতে বাইরে যায় না সে; পাঁচটার পরও নিস্তব্ধ অফিসে বসে কাজ করে, ছ'টা, সাতটা, আটটা, এমন কি কোনো কোনো দিন রাত ন'টা পর্যন্ত। অফিসে এ-নিয়ে নানা রকমেব আলোচনা হয়: যে-সুকান্ত চৌধুবী পাঁচটা বাজার সংগে সংগেই দৌড় মাবত, তাব হল কি হঠাৎ? বাড়ি যাবার তাগিদ নেই! দাবোয়ান এসে বাবে বারে উঁকি মেরে যায়, নূতন বিয়ে করে বাবুজীর হল কি? অফিসের সবাই ঠিক করে নিয়েছে বৌ-এর সংগে বনিবনা হচ্ছে না। এক সময়ে উঠে পড়ে সুকান্ত চিঠিপত্র সবিয়ে, আবার বসে পড়ে, একটা সিগাবেট ধরায়, টেবিলের নিচে পা ছড়িয়ে দেয়, মাথাটা রাখে চেয়ারের পিঠে, আস্তে আস্তে সিগাবেট শেষ কবে।

রাস্তায় এসে হাঁটতে আরম্ভ করে, চৌরঙ্গী আসে, সেখান থেকে হাঁটতে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে কখন লিণ্ডসে স্ট্রীটে, পার্ক স্ট্রীট ছাড়িয়ে আসে খেয়াল থাকে না তার, হাতে তার এক সমুদ্র সময়, এ-সময় কোনো দিন ফুরাবে না, এ-সময় অন্তহীন।

এগারো তারিখ এল, ছুটি নেবে কি না ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ছুটি নিয়ে নিল। সকালে কিছু করবার নেই, ইজিচেয়ারে বসে রইল চুপচাপ, চায়ের পেয়ালায় একটি মাত্র চুমুক দিয়েছিল, দ্বিতীয়বার চুমুক দিতে গিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখল সে, চা কখন জুড়িয়ে গেছে! আর এক পেয়ালা চায়ের জন্য বলতে গিয়ে আর উঠবার ইচ্ছা করল না তার, এমন কি ঝি মনুয়াকে ডাকবারও নয়!

নিত্যময়ী এসে বলল, 'কি রে। তোর আজকাল কি হয়েছে?'

সুকান্ত সোজা হয়ে বসল, একটু হাসবার চেষ্টা করল, 'কি হবে মা? কিছুই হয়নি?'

'তবে সারাদিন অমন চুপচাপ পড়ে থাকিস কেন?'

'পড়ে থাকব কেন? অফিস করছিনা? খাচ্ছিনা? ঘুমোচ্ছিনা?'

'সবই করছিস, দেখতে ত পাচ্ছি। তুই কি বৌমার সংগে ঝগড়া করেছিস না কি?'

'কেন ঝগড়া করব মা?'

'অমন করে না বলে কয়ে চলে যায় না কি ঘরের বৌ?'

'আমি ত বলেছি তোমায়, সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম দু'জনে, পথে হঠাৎ ওর বাবার সংগে দেখা; একসংগে গেলাম ওদের বাড়িতে, ওর মা আর ছাড়লেন না, আমাকে বলল, মা-কে ভালো করে বোলো, না হয় মা রাগ করবেন।'

'তা সে ত প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল, ওকে নিয়ে আসছিস না কেন?'

'ও এখানে নেই, পাটনায় ওর পিসিমার কাছে, চিঠি লিখেছে আরও কয়েক মাস থাকবে।'

নিত্যময়ী চুপ করে রইল, মা-র মুখ দেখে সুকান্ত বুঝতে পারল, একটি কথাও বিশ্বাস করেনি তার মা। ঘর থেকে চলে যাবার পর নিজেকে ধিক্কার দিল সে; কবে, কোন্ দিন থেকে সে সত্যিকথা বলবার সাহস হারিয়েছে। আজকেই মা-কে বলবার একটা সুযোগ এসেছিল, জানাতে ত হবেই একদিন।

উঠল সে, স্নান করল, একটা বই নিয়ে বসল, মন দিতে পারল না।

সাড়ে ন'টার সময় ট্যাক্সী নিয়ে সে এল দমদম এয়ারপোর্ট। কিছু আগেই এসে পড়েছে সে, পায়চারী করল, গোটা কয়েক সিগারেট পোড়াল।

ঠিক সময়েই প্লেন নামল; সিঁড়ি লাগানো হল, রেলিং-এর ধারে ভীরের মধ্যে দাঁড়াল সে।

দূর থেকেই দেখা গেল মন্দাকিনীকে, সেই একই সাড়ি, সেই কনুই পর্যন্ত জামা, যাবার দিন সে যা পড়েছিল; দুটো হাতে দুটো ব্যাগ। সুকান্তকে দেখতে পেয়েছে সে, সুকান্ত কি হাত নাড়বে? তার কি হাত নাড়া উচিত?

'ভেবেছিলাম তোমায় দেখতে পাব না, সু, কেমন আছ?' সেই মন্দাকিনী, সেই রঙ আর চাকচিক্য, সেই চোখ-ঝলসে-যাওয়া রূপ, সেই ভুবন-ভুলানো হাসি, আর মন-ভুলানো মায়া। কে বলবে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে আসছে সে?

'ভালই ত আছি,' বলল সুকান্ত, 'ওগুলো আমাকে দাও।'

ব্যাগ দুটি হাত বদল করল।

'তোমার কি শরীর ভাল যাচ্ছে না, সু?'

'কেন? ভালই ত আছি।'

'না, তুমি ভাল নেই, আমি বলছি তুমি ভালো নেই।'

'এসো, ট্যাক্সীটা ধরা যাক।'

ট্যাক্সীতে:

মন্দাকিনীই সুকান্তর গা ঘেঁসে বসল, একটা হাত তুলে দিল তাঁর কাঁধের উপর, 'অনেক অত্যাচার করেছি, সু, তোমার উপর, আর নয়; চল, আজকেই আমরা দিন ঠিক করে ফেলি, আজই আমরা রেজিস্টারের অফিসে নোটিশ দিয়ে আসি চল। মন্দাকিনী একটু ঝুঁকল সুকান্তর গায়ের উপর; সুকান্তর বাহুতে সেই কোমল স্পর্শ। আদিম, আরণ্যক স্পর্শ।

কিন্তু মন্দাকিনী পরমুহূর্তেই হাত নামিয়ে নিল, একটু সরে বসল সে, সুকান্তর একটা হাত কোলের উপর তুলে নিয়ে বলল, 'তোমার কি হয়েছে সু, আমায় বলবে না?

ট্যাক্সীটা জোরেই দৌড়াচ্ছে; আচ্ছন্নতা একটু কাটিয়ে উঠতে

পারল সুকান্ত, মন্দাকিনীর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সে বলল, 'কৈ, কিছুই হয়নি। অনেকদিন পরে তোমায় আবার কাছে পেলাম কিনা! তাই একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেছি।'

নিজের খেয়ালে জড়িয়ে ছিল মন্দাকিনীর মন, তাই অতটা খেয়াল করলনা সে, হেসে উঠল, 'তুমি? তুমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছ আমাকে কাছে পেয়ে?'

'আমি কেন? যে-কোনো পুরুষ তোমাকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যাবে, তুমি নিজে কি এটা জাননা?' যে-মেজাজটা অনেকদিন পরে ফিরে এল হঠাৎ, সুকান্ত তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করল, 'তুমি যে ভালয় ভালয় ফিরেছ, এই আমার ভাগ্যি।'

বেশি কথা বলতে হলনা সুকান্তকে, মন্দাকিনী রাস্তার দিকে তাকিয়ে তু-চোখ ভরে দেখছে রাস্তাঘাট গাছপালা দোকানপাঠ মানুষজন তার তু'হাতের মুঠোয় সুকান্তর একখানি হাত।

'এই সেই চৌরঙ্গী, কি বল?' মন্দাকিনী হঠাৎ খুশিতে ঝলমল করে উঠল, 'আমি চৌবঙ্গী দিয়ে যেতে বলেছিলাম, তুমি খেয়াল করনি।'

'হ্যাঁ, সেই চৌরঙ্গী!'

'মনে হচ্ছে কতযুগ চৌরঙ্গীর ফুটপাত দিয়ে বেড়াইনি।'

'আবার বেড়াব আমরা।' বলল সুকান্ত।

'হ্যাঁ, বেড়াব, নিশ্চয় বেড়াব।'

তারপর পার্ক স্ট্রীট মন্দাকিনীর সেই ফ্ল্যাট; বুড়ো দারোয়ানটি হাত জোড় করে নমস্কার করল।

মধুর হেসে মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ?'

লোকটি উত্তর দিতে ভুলে গেল; দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা খুলে চাবি দিল মন্দাকিনীর হাতে; রফিক মিঞা এল ছুটে, সেলাম করল।

ব্যাগ তুটি মাটিতে রেখে সুকান্ত জানালাগুলি খুলে দিল, তুহাত

মাথার উপর তুলে মন্দাকিনী বলে উঠল, 'আহা। আমার সেই ঘর, সেই ঘর!'

দরজার কাছ থেকে রফিক জিজ্ঞেস করল, কটার সময় খানা আনবে?

'কিৎনা বাজে? সুকান্ত তুমি খাবে ত আমার সংগে, তোমার ত ছুটি; এখানে থাক দুপুরে, তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা যাব রেজিষ্ট্রারের অফিসে, দো আদমিকো খানা, এক বাজে!'

রফিক চলে গেল।

'তুমি বসবে? আমি একটু স্নান করে আসব? তুমি স্নান করবে ত?'

'আমি স্নান করে বেরিয়েছি, তেমন গরম নেই ত!' সুকান্ত বসে পড়ল সোফার উপর, 'সিগারেটের প্যাকেট বার করল!'

'আচ্ছা, আমিও একটু বসি, একটা সিগারেট দাও।'

মন্দাকিনী বসল একই সোফায় সুকান্তর পাশে; দু'জনে সিগারেট ধরাল। নীরবে সিগারেট টানতে লাগল ওরা।

'কিন্তু, সু, এই ঘর আমাকে ছাড়তে হবে শিগ্‌গিরই, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'নাই বা ছাড়লে, আমিই না হয় তোমার এই ঘরে এসে থাকব।'

'তা কি হয়? নিজের বাড়ি ছেড়ে, মা-কে ছেড়ে?'

সিগারেট নিবিয়ে দিয়ে মন্দাকিনী উঠল, ব্যাগ দুটো তুলে শোবার ঘরে নিয়ে এল, জানালা খুলে দিল, 'বোস, সু। এখুনি আসছি।'

মন্দাকিনী স্নান সেরে এসে দেখল, আধ-সোয়া অবস্থায় সুকান্ত বই পড়ছে।

দুপুরে আহারের পর মন্দাকিনী সুকান্তকে বালিশ দিয়ে গেল, 'ঘুমাওনা, যদি পার, আমিও একটু ঘুমিয়ে নেব?'

'নিশ্চয় !'

মন্দাকিনী শুতে গেল আলমিরা থেকে একটা বই নিয়ে। যাবার সময় হাসল সুকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে; একটু তুলে উঠল কি তার মন। সারা ঘরে মায়া ছড়িয়ে, চাঁপা-রঙের গোড়ালি দেখিয়ে মন্দাকিনী শুতে গেল।

বইতে চোখ রাখল সুকান্ত, মাঝখানের দরজাটি আজ আর ভেজানো নয়, সম্পূর্ণ খোলা, ইচ্ছে করলেই নিঃসংকোচে সে যেতে পারে ও-ঘরে, তু'হাতে মন্দাকিনীকে টেনে নিতে পারে বুকের মধ্যে! জানে আজ আর সে বাধা দেবেনা। সুকান্ত বই-এ মন দেবার চেষ্টা করল। বুক-কেসটার দিকে চোখ পড়ল তার, স্পেনসারের আঁকা তেলছবি রয়েছে পিছনে, কিন্তু আজ আর সামান্যতম ঈর্ষাও দেখা দিলনা তার মনের মধ্যে।

সুকান্ত ঘুমাতে পারলনা, চোখ বুজে পড়ে রইল।

ঠিক সাড়ে তিনটার সময় মন্দাকিনী একেবারে সাড়ি বদলে তার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; সুকান্ত চোখ খুলল।

'আমি ভেবেছিলাম তোমার ঘুম, আমরা কি রেজিষ্ট্রারের বাড়ি যাব এখন? ফেরবার সময় চা খাওয়া যাবে, কি বল?'

'হ্যাঁ, তাই হবে।' সুকান্ত উঠল, মন্দাকিনী তার ব্যাগ থেকে চিরুণীটা এগিয়ে দিল; চুলটা আঁচড়ে নিল সে।

ট্যাক্সীতে মন্দাকিনী হেসে উঠল হঠাৎ।

'কি ব্যাপার? হাসলে যে!'

'এই ত কলকাতা সহর; চারপাশে কাতারে কাতারে লোক, কেউ কি জানে কি কাণ্ডটা হতে চলেছে?

সুকান্ত না হেসে পারল না।

ট্যাক্সীকে দাঁড় করিয়ে রাখল ওরা, রেজিষ্ট্রারের অফিসে হলদে কাগজে দিনক্ষণ আর নামধাম লিখতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগল না।

বাইরে এসে মন্দাকিনী বলল, ভাবছি মাথায় আঁচল আর কপালে সিঁদুর পরলে কেমন আমায় দেখাবে ?

'কেমন আবার দেখাবে ? দেখাবে বৌ-এর মত ! আর আমার দিকে তাকিয়ে দুনিয়ার সব মানুষের বুক জ্বলে যাবে ।'

দু'জনে এক সংগে হেসে উঠল ।

ট্যাক্সীতে মন্দাকিনী বলল, 'কোথায় চা খাবে ? চল, গ্রেট ইষ্টার্ণে যাই ।'

'বেশ ত !'

গ্রেট ইস্টার্ণে গল্প করেই ওরা বিকেল আর সন্ধ্যা কাটিয়ে দিল, সাড়ে আটটায় রাত্রির খাবার খেল। তারপর কেল্লার ধারে আঙ্গুলের সংগে আঙ্গুল জড়িয়ে বসে রইল রাত্রি আটটা পর্যন্ত !

সাতাশে নভেম্বর, বারই অগ্রহায়ণ ; মাসটাও ঠিক আছে, সুকান্তর মা-র কিছুই বলবার থাকবে না, মন্দাকিনী হাসল ; আর একবার সে আয়নাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল ; নাঃ, ঠোঁটেব রংটা আরও কমাতে হবে, বিয়ের পর সুকান্তর মাকে প্রণাম করতে যেতে হবে ; বিয়ের পরে ; মন্দাকিনী আবার হাসল, তাহলে, শেষ-পর্যন্ত মন্দাকিনী দত্ত চলল বিয়ে করতে ? আয়নার দিকে তাকিয়ে সে বলল, তাহলে মন্দা, তুমি চললে বিয়ে করতে ? কি আশ্চর্য ! একটু অন্ততঃ উত্তেজনা ও সে বোধ করবে, এ যেন অফিসে যাচ্ছে, পোষাকটা একটু ভালো, অফিসের পর যেন পার্টি আছে ! খোঁপাটা আর একটু নামিয়ে বাঁধল সে, খুঁজে পেতে একটা জামা সে বার করতে পাবলনা, যেটাতে পেট আর পিঠের অংশটুকু ঢাকা পড়ে ; তাই বাধ্য হয়ে মোটা সাড়ি পরতে হয়েছে তাকে, যাতে জামার কাট-টা চোখে না পড়ে ; বুকের উপর কয়েকটা এলোমেলো কুঁচি করে দিল যাতে বেশি কিছু দেখা না যায়। কানে রিং কখনো পরেনা সে, কাল অফিস-ফেরতা নিউ

মার্কেট থেকে ছুটো লাল পাথর-বসানো ফুল কিনে এনেছিল, তাই কানে আটকে নিল, গলায় সুকান্তর দেওয়া সেই হার, হাতে বালা, ঘড়িটা সামনেই খুলে রেখেছে, চারটে বাজতে দশ ; হাতে আর পরবেনা, অফিসে তার স্টেনো মেয়েটি বলেছিল, না মন্দাদি, ঘড়ি হাতে লাগিয়ে বিয়ে করতে যাবেন না, কেমন যেন মনে হয়। মেয়েটির কথা কেমন যেন মনে লেগেছে তার, তাই ঘড়িটা আর পরবেনা সে ; ঠোঁটের রংটা তুলে ফেলল, আর একটা হাল্কা সেডের লিপষ্টিক তুলে নিল ; অফিসের ছুটি ভদ্রলোককে আসতে বলেছিল চারটের সময়, ওরা যে কোনো মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে গাড়ি নিয়ে, সুকান্তর হয়ে যে সাক্ষী থাকবে, তাকেও সুকান্ত বলে রেখেছে, সুকান্ত ঠিক সাড়ে চারটের সময় পৌঁছাবে রেজিষ্ট্রারের বাড়িতে। পরশুদিন ওকে দেখে মনে হল ও একটু ঘাবড়ে গেছে ! বেচারা ! হয়ত ভাবছেঃ মন্দাকিনীকে সামলানো যাবে না ! নিজের ওপরে বিশ্বাস ওর এত কম ! মন্দাকে তুমি আজও চিনলেনা সু। ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। ঠোঁটের সংগে ঠোঁটের চাপ দিয়ে রংটাকে মিলিয়ে নিল সে।

দরজায় ঘা পড়ল ; মন্দাকিনী শেষবার আয়নার দিকে তাকিয়ে বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলে দিল।

ওরা ছু'জন এক সংগে জিজ্ঞেস করল, 'রেডি, মিস দত্ত ?'

'হ্যাঁ, রেডি বৈকি ! একটু বসবেন না ?'

'না, চলুন, সাড়ে চারটেয় ত ? সত্যি কি চমৎকার যে আপনাকে দেখাচ্ছে !'

'থ্যাংক্‌স্।' বলল মন্দাকিনী। জুতো তার পায়েই ছিল, বেরিয়ে এল সে, দরজায় চাবি লাগাল।

গাড়িটা ভাল, ঝকঝক করছে !

সোয়া চারটেয় ওরা পৌঁছাল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল বসবার ঘরে।

গোল টেবিলের চারপাশে বসল চারজন। খুব মৃদু কথাবার্তা চলল।

এক সময়ে ভদ্রলোক বললেন, 'পৌনে পাঁচটা হল প্রায়।'

আরও কিছুক্ষণ সময় কাটল।

বাইরে হেমন্তের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল ; মোটারের হর্ণ! সুকান্ত এল তাহলে।

কেউই এলনা, কারুরই জুতোর শব্দ শোনা গেল না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল ; ভদ্রলোক বাতি জ্বাললেন, ঘড়ি দেখলেন, কিন্তু সময়ের কথা উল্লেখ করলেন না।

'ঘড়িটা একবার দেখুন ত!' মন্দাকিনী তার অফিসের এক জনকে বলল।

'ছটা দশ।'

মন্দাকিনী ছোট ব্যাগটা পাশ থেকে তুলে নিয়ে বলল, 'চলুন, আমরা উঠি, উনি বোধ হয় আর আসতে পারলেন না! ভারি দুঃখীত আপনার সময় নষ্ট করবার জন্য।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসলেন, 'না, কিছুমাত্র নয়, আমাকে আগে একটু খবরটা দিয়ে রাখবেন।'

'আচ্ছা নমস্কার!' মন্দাকিনী হাতজোড় করে নমস্কার করল।

'নমস্কার।'

মাঝখানে মন্দাকিনী, দু'পাশে অফিসের ভদ্রলোক, গাড়ি চলছে!

'কোথায় যাব?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

'পার্ক স্ট্রীটে।' মন্দাকিনী নির্দেশ দিল, 'কি মশাই! আপনারা চুপ মেরে গেলেন যে! চলুন না! পেট ভরে খাইয়ে দিচ্ছি, রিয়্যালী, এ গ্র্যাণ্ড ফিষ্ট।'

হেসে উঠল সে।

গাড়ি ছুটে চলল।